মনঃসমীক্ষা

মগের দেশে

[ঐতিহাসিক নাটক]

শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যভারতী অপেরায়
সগৌরবে অভিনীত

—স্বর্ণলতা লাইব্রেরী—
৯৭।১এ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬
শ্রীগোবর্দ্ধন শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

সন ১৩৩৭ সাল

প্রথম সংস্করণ]



সার্থক সঙ্গীতশিল্পী ও মায়াধর সুরস্রষ্টা

বন্ধুবর

শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য-কে

দিলাম

"মগের দেশ"

শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায়

কটি কথা

শাহ সুজার শেষ জীবনের সঠিক কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিম্বদন্তী ও লোকপ্রবাদের উপরেই নির্ভর করতে হয় বহুলাংশে। তবে একটা ব্যাপারে সকলেই একমত যে, ঔরঙ্গজেবের ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শেষ পর্যন্ত সুজা সপরিবারে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন আরাকান-রাজ সুধর্মের কাছে, এবং সেখানেই তাঁর অপূর্ব রূপসী স্ত্রী ও কন্যাদের নিয়ে প্রাণান্তকর অনর্থের সৃষ্টি হয়েছিল।

এই অনর্থের প্রকৃতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন মত। তবু সর্বাধুনিক গবেষণার ফলাফল ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য অভিমতের ভিত্তিতেই "মগের দেশে" এর কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। ইতিহাস যেখানে বিস্মৃতির আঁধারে বিলীন, সেখানে কল্পনার আলোকের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছি, অবশ্য ইতিহাসকে অবিকৃত রেখেই।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্য-প্রতিষ্ঠান "নাট্য-ভারতী"র প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় নাট্যকার শ্রীযুত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সুযোগ্য অনুজ অনন্য চরিত্রাভিনেতা শ্রীযুত পূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা ভিন্ন "মগের দেশে" সার্থকতা লাভ করতো না। প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত অভয় সাহার সহযোগিতার কথাও উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। এই নাটকের "মগের দেশে" নামকরণও করেছেন শ্রীযুত পূর্ণেন্দুশেখর, এবং এর "কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ" ও "ডেকোনা আর ডেকোনা" গান দুটিও তাঁরই রচনা। এঁদের সবার কাছে ঋণ আমার অপরিশোধ্য হয়ে রইল।

সুর-মায়াধর শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্যের অনুপম সুরসৃষ্টিও এই নাটকের সার্থক অভিনয়ের অন্যতম উপাদান।

শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

পুরুষ

সুধর্ম্ম	...	....	মগরাজ
ভুজঙ্গ	....	...	ঐ কনিষ্ঠ
ফয়জল	....	....	সুধর্ম্মের সেনাপতি
ধ্বজাধারী ও পাহাড়ী	....	...	মগ যুবকদ্বয়
আপাং	...	...	মগ-সর্দ্দার
সুজা	...	....	সাজাহানের পুত্র
মল্লিনাথ	...	....	ঐ অনুচর
মীরজুমলা	...	....	ঔরঙ্গজীবের সেনাপতি
বক্তিয়ার	...	...	ঐ সহচর
দরবেশ	....	...	সাম্যবাদী
ফতে আলী	...	....	সুজার হিতৈষী যুবক

স্ত্রী

চন্দ্রপ্রভা	...	...	সুধর্ম্মের স্ত্রী
মাফিন	...	...	আপাংয়ের কন্যা
পরীবানু	...	...	সুজার স্ত্রী
জোলেখা ও আমিনা	....	....	সুজার কন্যাদ্বয়

প্রথম অভিনয় রজনীর

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নাম

সুধর্ম্ম	....	নন্দ ঘোষাল
ভুজঙ্গ	....	ফণী মতিলাল (ছোটফণী)
ফয়জল	....	প্রকৃতি সামন্ত
ধ্বজাধারী	...	শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য,
পাহাড়ী	...	মন্টু ঘোষ
আপাং	...	পূর্ণেন্দু বন্দোপাধ্যায়
সুজা	....	দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পরে সুনীল মুখোপাধ্যায় (রামু)
মল্লিনাথ	...	হরিপদ ভট্টাচার্য্য
মীরজুমলা	...	বলাই গরাই, পরে পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
বক্তিয়ার	...	তারক ঘোষ, পরে হীরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দরবেশ	...	সুনীল ভট্টাচার্য্য, পরে পৃথ্বীশ রায়
ফতে আলী	...	মোহন মণ্ডল
চন্দ্রপ্রভা	...	নিশিকান্ত
মাফিন	....	ফিরোজাবালা
পরীবানু	....	মেনকা
জোলেখা	...	বাসন্তী বল
আমিনা	...	আশালতা গরাই

মগের দেশে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আরাকান-সীমান্ত

বনপথ

পথশ্রান্ত সুজা, পরিবানু, জোলেখা ও আমিনার প্রবেশ

পরিবানু। আর যে চল্‌তে পারি না।

সুজা। তবু চল্‌তে হবে।

পরিবানু। হাঁ গো, আমি তোমায় খুব কষ্ট দিচ্ছি, না?

সুজা। ছি ছি! ও কথা ব'লো না পরি! তুমি আছো ব'লেই আজো আমি এমন ভাবে দেশদেশান্তরে ছুটে বেড়াবার শক্তি পাচ্ছি প্যারী। নইলে পারতাম না—কক্ষনো পারতাম না। কবে ধরা প'ড়ে যেতাম সেই কসাই ঔরঙ্গজীবের খপ্পরে।

পরিবানু। সবই আমাদের কিসমৎ। কোথায় দিল্লীর বাদশাহী মহল আর কোথায় এই আরাকানের জঙ্গল। এ আমরা কোথা থেকে কোথায় নেমেছি?

সুজা। জানি পরি, সবই জানি। পিতা সাজাহানের কাছে ঐ ঔরঙ্গজীব ছাড়া সুপুত্র আর কেউ ছিল না। সব স্নেহ তিনি নিঃশেষে

উজাড় ক'রে দিয়েছিলেন ওর ওপর। সুপুত্র তার উপযুক্ত বদলা দিয়েছে। স্নেহময় পিতাকে বন্দী ক'রে রেখেছে আগ্রা দুর্গে, নিজে বসেছে তখৎ-ই-তাউসে, কসাইয়ের মতন কোতল করেছে ভাই দারা আর মোরাদকে। পালিয়ে বেড়াচ্ছি শুধু আমি। পথের কাঁটা উপড়ে ফেলার জন্যে চর লাগিয়েছে। ক্ষ্যাপা কুকুরের মতন তারা খুনের নেশায় মাতাল হ'য়ে শাহজাদা সুজাকে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। জানি না, এর শেষ কোথায় ?

পরিবানু। খোদা মালেক! তাঁর যা মর্জি, তাই হবে।

সুজা। হবে, তা জানি। কিন্তু কি এমন কসুর আমি করেছিলাম তাঁর কাছে পরিবানু, যে এতবড় সাজা তিনি আমায় দিচ্ছেন? বাদশা-জাদা হ'য়েও কেন আজ আমার এই ভিখিরীর হাল? কেন আমার বেগম আজ বাঁদীর মতন এমন পথে পথে ঘুরে বেড়াবে? কেন আমার আমিনা জোলেখা অনাথের মতন অনাহারে পথশ্রমে আকুল হ'য়ে কাঁদবে ?

পরিবানু। আমিও তাই ভাবি। ওদের দুটির মুখের পানে যখনই তাকাই, তখন আর বুক বাঁধতে পারি না।

সুজা। পারি না—আমিও পারি না পরিবেগম। প্রাণটা আমারও ডুক্‌রে কেঁদে উঠতে চায়। আমি যে ওদের বাপ! ওদের অক্ষম হত-ভাগা বাপ।

জোলেখা। বাপজান! কোথাও কি একটু জল পাওয়া যাবে না?

সুজা। জল?

আমিনা। আমি একটু জল খাব।

সুজা। একটু অপেক্ষা কর বেটী। পরিবেগম! তুমি এদের নিয়ে একটু ব'স দেখি আশে-পাশে যদি কোথাও একটু জল পাই।

জোলেখা, আমিনা, একটু বস্ মা, কোন ভয় নেই —আমি যাবো আর আসবো।

[প্রস্থান

পরিবানু। খোদা! খোদা! আমাদের তুমি কোথায় নিয়ে চলেছ মেহেরবান?

জোলেখা। এ দুঃখ-নিশার কি অবসান হবে না? প্রভাতের আলো আর কি আমরা দেখবো না?

আমিনা।—

গীত

আর কতদিন আঁধারে কাটাবো, দয়া কি দেবে না আলো।
নিখিল ভুবনে কেউ কাছে ডেকে বাসিবে না কি গো ভালো॥
যেথা আছে হাসি, কল সমারোহ,
আমি কি সেথার নহি কভু কেহ,
হাসিতে চাহিয়া কাঁদি বারে বার, আলো চেয়ে পাই কালো॥
করুণাময় প্রভু দয়া ক'রো,
মরুপথে ওগো হাতখানি ধ'রো,
বিজন-বিপিনে অন্ধ নিশাথে আনন্দ-দীপ জ্বালো॥

ধ্বজাধারী ও পাহাড়ীর প্রবেশ

ধ্বজাধারী। বাঃ-বাঃ-বাঃ। খাশা! তোফা!

আমিনা। একি! তোমরা কারা?

পাহাড়ী। আগে বল্, তোরা কারা?

আমিনা। চুপ কর্ বেয়াদব! কায়দা জানিস না? আগে সেলাম কর্, তার পর অন্য কথা।

ধ্বজাধারী। আরে বাপ্! এযে দেখছি একেবারে খাশ দিল্লী মুলুকের শাহজাদা এসে পড়েছেন এই আরাকানের বনের মধ্যে। সেলাম করতে হবে! পাহাড়ী দোস্ত, ছোকরার কান ধ'রে দে তো একটা আরাকানী থাপ্পড় বসিয়ে!

আমিনা। খবদার! আমার গায়ে হাত দেবে না বেতমিজ্!
[ছোরা উদ্যত করে]

পাহাড়ী। আঃ তোর ছোরার নিকুচি করেছে। দ্যাখ্ তবে!
[তলোয়ার হাতে অগ্রসর]

জোলেখা। হুঁসিয়ার! এক পা ওর দিকে এগিয়েছ কি এই ছোরা আমূল বুকে বসিয়ে দেবো।

ধ্বজাধারী। বা রে ছেলের খেল, বাঃ! তাহ'লে তুমিও সাবধান নওজোয়ান। ছোরা না ফেল্লে, আমিও তোমায় রেহাই দেবো না।
[তলোয়ার হাতে অগ্রসর]

[পাহাড়ী ও ধ্বজাধারীর সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জোলেখা ও আমিনার মস্তকাবরণ খুলে গিয়ে তাদের দীর্ঘ কেশ প্রকাশ পায়]

ধ্বজাধারী। আরে, আরে, একি কাণ্ড! এ যে মেয়েমানুষ হে দোস্ত! এক জোড়া পরী একেবারে।

পাহাড়ী। তাইতো দেখ্‌ছি। অবাক কাণ্ড!

ধ্বজাধারী। মেয়েমানুষ খুঁজ্‌ছিলুম আমরা! ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন। দোস্ত! হাত লাগাও, লুটে নাও।

আমিনা। দিদি, কী হবে দিদি?

জোলেখা। খবদার আমিনা! জান যায়, তাও স্বীকার। জানোয়ারের

থাবা দেখে ভয় পেয়ে কাঁদবি না। এসো—চলে এসো যার মরার শখ আছে।

পরিবানু। বাঘিনীর কোল থেকে তার বাচ্চা ছিনিয়ে নেবে কে? [ছোরা বের করে]

ধ্বজাধারী। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! এরা বলে কি দোস্ত? ঐ ননীর পুতুলের হাতে মরতে হবে? চলো আও—

[পাহাড়ী ও ধ্বজাধারী আবার আক্রমণোদ্যত হয়]

সহসা অসিহস্তে সুজা ও মল্লিনাথের প্রবেশ

সুজা। খবর্দার! আর এগিও না!

পাহাড়ী। তুমি কে?

মল্লিনাথ। ওদের বাপ, আর তোমাদের যম।

পাহাড়ী। তাহ'লে যমকে যমের বাড়ীতেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[পাহাড়ী ও ধ্বজাধারী সুজা ও মল্লিনাথকে আঘাত করতে গেলে সুজা ও মল্লিনাথ অস্ত্র দ্বারা প্রতিরোধ করে]

মল্লিনাথ। থাক্ জনাব। এই দুটো চামচিকের জন্যে আপনাকে অসি হাতে নিতে হবে না। আমি একাই পারবো।

[সুজা মল্লিনাথ যুদ্ধে মাতে পাহাড়ী ও ধ্বজাধারীর সঙ্গে। জোলেখা ও আমিনা আশ্রয় নেয় সুজা ও পরিবানুর কাছে]

সহসা ফয়জলের প্রবেশ

ফয়জল। বন্ধ করো—বন্ধ করো লড়াই!

[সভয়ে পাহাড়ী ও ধ্বজাধারী যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়]

ধ্বজাধারী। আপনি! খাঁ সাহেব?

ফয়জল। হাঁ, আমি। তোমাদের সুকর্মে বাধা দিয়ে খুব অবাক ক'রে দিয়েছি, না?

পাহাড়ী। না না, আমরা তো—

ফয়জল। থাম! মিথ্যা ব'লে নিজেদের অপরাধ আর বাড়াতে হবে না। যাও—দূর হও।

ধ্বজাধারী। বহুত আচ্ছা! আমরা শান্তশিষ্ট নির্ব্বিরোধী মানুষ; এ সব ঝামেলা আমাদের একটুও ভাল লাগে না। কী দরকার আমাদের খামকা খেয়োখেয়ি ক'রে? চলো পাহাড়ী দোস্ত, আমরা নিজেদের কাজে যাই।

পাহাড়ী। সেই ভাল দোস্ত। চলো—

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত হ'তেই মল্লিনাথ বাধা দেয়]

মল্লিনাথ। না। যেতে পাবে না তোমরা। দাঁড়াও।

ফয়জল। কেন বাহাদুর?

মল্লিনাথ। ওদের আমি শাস্তি দেবো। যে অপরাধ ওরা করেছে, তার ক্ষমা নেই।

ধ্বজাধারী। ঐ শুনুন খাঁ সাহেব। অগ্নি ক'রে গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করবে, তবু দোষ হবে আমাদের।

মল্লিনাথ। বটে? তোমরা সাধু, তোমরা নির্দ্দোষ, না?

ফয়জল। আমি যখন এসে পড়েছি, তখন সে বিচারের দায়িত্ব আমার। ওরা যাবে, এই আমার হুকুম।

মল্লিনাথ। আমি ওদের যেতে দেবো না। মানি না তোমার হুকুম।

ফয়জল। তবু মানতেই হবে। যাও তোমরা।

পাহাড়ী। যো হুকুম খাঁ সাহেব। এসো দোস্ত!

[পাহাড়ী ও ধ্বজাধারীর প্রস্থান

মল্লিনাথ। খবর্দার! দাঁড়াও। [অসি হাতে বাধা দিতে অগ্রসর]

ফয়জল। হুঁসিয়ার বাহাদুর! [অসি হাতে মল্লিনাথকে বাধা দেয়]

[উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়]

সুজা। আর যুদ্ধ নয় মল্লিনাথ! হাতিয়ার নামাও।

মল্লিনাথ। যো হুকুম জনাব। [যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়]

সুজা। তুমি কে নওজোয়ান?

ফয়জল। আমি আরাকানরাজ সুধর্ম্মের একজন সেনাপতি। নাম—ফয়জল। ঐ দুজন দুষমন বদমায়েসের কার্যাকলাপ ঐ পাহাড়ের ওপর থেকে আমি সব দেখেছি। পাহাড় থেকে নামতে একটু দেরী হ'য়ে গেল। তা না হ'লে আরও আগেই ওদের শায়েস্তা করতে পারতাম। ওদের কসুর মাফ করবেন ভিনদেশী।

সুজা। তোমার ব্যবহারেই ওদের কসুরের মাফ হ'যে গেছে নওজোয়ান।

ফয়জল। কিন্তু—আপনারা কারা? কী আপনাদের পরিচয়?

সুজা। তুমি আমাদের জীবন আর ইজ্জৎ রক্ষা করেছ ফয়জল। তোমার কাছে কিছুই গোপন করবো না। আমি শাহেনশা সাজাহানের বদনসীব বেটা সুজা।

ফয়জল। শাহজাদা শাহসুজা! আমি চিনতে পারিনি জনাব! সেলাম শাহজাদা—সেলাম!

সুজা। তোমার ভদ্রতায় মুগ্ধ হ'লাম নওজোয়ান। এই আমার বেগম পরিবানু, আর এই দুটি আমার বেটী, আমাদের দুচোখের দুটা তারা—জোলেখা আর আমিনা।

ফয়জল। সেলাম বেগম সাহেবা। সেলাম, সেলাম শাহজাদী! কিন্তু—তুমি কে বাহাদুর জোয়ান?

মল্লিনাথ। আমি সামান্য এক সৈনিক। ঘটা ক'রে দেবার মতন পরিচয় আমার কিছুই নেই।

সুজা। ওর নাম মল্লিনাথ ভট্ট। হিন্দু ব্রাহ্মণ। ফয়জল, শাহজাদা সুজার দুর্দ্দিনে তার সব গেছে, সবাই তাকে ছেড়ে গেছে, যায়নি শুধু ঐ মল্লিনাথ। শুধু ওই আছে ছায়ার মতন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার ব্যথী, দুঃখে দুঃখী আর একমাত্র সহায় হ'য়ে।

ফয়জল। তুমিও আমার সেলাম নাও হিন্দু মল্লিনাথ। এবার আসুন আপনারা আমার সঙ্গে।

মল্লিনাথ। কোথায়?

ফয়জল। ভয় পাবেন না। অবিশ্বাসের কাজ যখন এতক্ষণ করিনি, তখন করবোও না। আসুন—নির্ভয়ে আসুন।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্রহ্মদেশের সীমান্ত—বনপথ

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ

দরবেশ।—

গীত

হায় রে হায়, এ দুনিয়ার আজব কারবার।
হেথায় সবল যারা করছে তারা দুর্ব্বলে শিকার॥
বাঘে মারে হরিণছানা, শকুন মারে শালিক,
বড়লোকে গরীব মারে, অর্থবলে মালিক,
আবার রাজায় রাজায় বাধলে লড়াই প্রজা হয় সাবাড়॥
হেথা দয়া মায়া মিথ্যে কথা, আসলে সব কসাই,
লাভের লোভে বেদরদে করবে তোরে জবাই,
এবার গেল ব'লে রসাতলে রাক্ষুসে সংসার॥

[প্রস্থানোদ্যোগ]

[নেপথ্যে গুলির শব্দ]

দরবেশ। ঐ—ঐ, আবার! আবার সেই নরমেধ। আবার মানুষের মানুষ শিকার! ইয়ে খোদা!

পিস্তল হাতে ব্যস্তভাবে মীরজুমলা ও বক্তিয়ারের প্রবেশ

মীরজুমলা। কোথায়—কোথায় গেল তারা? আশ্চর্য্য! এই তো কিছুক্ষণ আগে তাদের এদিকেই আস্‌তে দেখেছে সবাই। এত শীঘ্র কোথায় গেল?

বক্তিয়ার। ছাড়া পাখী খাঁচার ভয় পেয়েছে সিপাহশালার ! আর কি তারা দাঁড়ায় ? ফর্ ফর্ ক'রে উড়ে হাওয়া দিয়েছে।

মীরজুমলা। কিন্তু কোথায় পালাবে তারা এরই মধ্যে বক্তিয়ার ?

বক্তিয়ার। এই বিদ্‌কুটে বনটা পেরোলেই ব্যস্, নিশ্চিন্দি ! ওপারে আরাকান-রাজ্য। একবার আপনার চিড়িয়া আরাকানে সেঁধোতে পারলে আর কি আপনার তোয়াক্কা করবে জনাব ?

মীরজুমলা। তুমি বলছো, স্ত্রীকন্যা নিয়ে সুজা তাহ'লে আরাকানেই আশ্রয় নেবে ?

বক্তিয়ার। আলবৎ ! "নেবে" কি জনাব ? এতক্ষণ নিয়ে হয়তো গ্যাঁট হ'য়ে দরবার জাঁকিয়ে ব'সে গেছে সেখানে।

মীরজুমলা। চলো বক্তিয়ার। আমাদেরও তাহ'লে আরাকানে যেতে হবে।

বক্তিয়ার। আজ্ঞে, ঐ মগের মুল্লুকে আবার কেন মাথা গলাতে যাবেন জনাব ?

মীরজুমলা। নইলে ঔরঙ্গজীবের তলোয়ারের কোপ থেকে তোমার আমার কারও মাথা বাঁচবে না !

বক্তিয়ার। দোহাই জনাব, ও কথাটা মনে করিয়ে আর পিলে চম্‌কে দেবেন না। বাপরে, এমন কাঁচাখেকো বাদ্‌শা—

মীরজুমলা। চুপ্ ! জবান সাম্‌লে বক্তিয়ার। মনে রেখো, বাতাসেরও কান আছে।

বক্তিয়ার। বান্দার গোস্তাকী মাফ হোক্ জনাব !

মীরজুমলা। এমন গোস্তাকী জীবনে যেন দু'বার না হয় বক্তিয়ার। তাহ'লে হয়তো আর আপশোষ করার ফুরসৎ পাবে না। এসো—চ'লে এসো।

বক্তিয়ার। চলুন জনাব। বাঘে মারলেও মারবে, মগে মারলেও মারবে। চলুন— [উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ]

দরবেশ। খোদা, রহম্ করো খোদা, রহম্ করো !

[এতক্ষণে মীরজুমলা ও বক্তিয়ার ফিরে দাঁড়ায় দরবেশের দিকে]

মীরজুমলা। কে? কে তুমি?

দরবেশ। ইন্সান্। মানুষ।

মীরজুমলা। এই বনের মধ্যে কী করছো?

দরবেশ। দরবেশের কাছে সহর আর বনে কোনও তফাৎ নেই জনাব। আর—

মীরজুমলা। আর কী? থামলে কেন? বলো।

দরবেশ। মানুষের চাইতে জানোয়ারের কাছে আমি ভালই থাকি। জানোয়ারে খিদে না পেলে শিকার করে না, মানুষ কিন্তু জানোয়ারদেরও টেক্কা দিয়ে বিনা জরুরতে হামেশাই খুনোখুনি করে। দেখেশুনে দিলে বড় ব্যথা পাই জনাব। তাই ছুটে আসি এই বনের মধ্যে।

বক্তিয়ার। ওরে বাবা, এ যে বড় লম্বা লম্বা বুলি আওড়াচ্ছে জনাব। ব্যাটা কোনও গুপ্তচর নয় তো?

মীরজুমলা। তুমি গুপ্তচর?

দরবেশ। আমি সর্ব্বচর জনাব!

মীরজুমলা। কার চর তুমি?

দরবেশ। খোদার।

মীরজুমলা। তুমি শাহসুজাকে চেনো?

দরবেশ। মানুষ চেনা বড় শক্ত জনাব।

বক্তিয়ার। এই বনের পথে কিছুক্ষণ আগে—কাকেও কি পালাতে দেখেছো?

দরবেশ। যারা প্রাণের ভয়ে পালায় জনাব, তারা লোকজন সাক্ষী রেখে তো পালায় না।

বক্তিয়ার। শুনছেন জনাব, বজ্জাত ব্যাটার চ্যাটাং চ্যাটাং বুলিগুলো শুনছেন? গেরাহ্যিই করে না আমাদের।

দরবেশ। খোদা ছাড়া আর কাউকেই আমি পরোয়া করি না সাহেব।

বক্তিয়ার। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! পাগল জনাব, এ একটা আস্ত পাগল। আজব উজবুক।

মীরজুমলা। থাক্ বক্তিয়ার, চ'লে এসো। এই মাটীর দুনিয়ায় কে যে পাগল, আর কে সেয়ানা, তুমি তা বুঝতে পারবে না। এসো—

[মীরজুমলা সহ বক্তিয়ারের প্রস্থান

দরবেশ। পাগল! আমি পাগল! ইয়ে খোদা, ইয়ে মেহেরবান। তোমার কাছে আমার আর্জি মালেক, তুমি আমাকে ওদের মতন মানুষ ক'রো না। আমাকে জীন্দগীভোর এমনি পাগল ক'রে রাখো খোদা, পাগল ক'রেই রাখো।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

আরাকান-রাজপ্রাসাদ

নৃত্যগীতরতা নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

নর্ত্তকীগণ।—

গীত

মোরা আনন্দ-সহচরী বুলবুলি গো।
কণ্ঠে মাতাল করা সুর তুলি গো॥
মোরা মরু মাঝে মরীচিকা, আকাশের ফুল,
সোনার হরিণী বনে, স্বপন-পুতুল,
মোরা মদনের ফুলধনু—তীরগুলি গো॥
মোরা অমারাতে চাঁদিনী, অকূলের কূল,
প্রেমহারা অভাজনে প্রিয়া-সমতুল,
মোরা নিরাশায় সাত রঙা ফুলঝুরি গো॥

[প্রস্থান

সুধর্ম্ম ও সুজার প্রবেশ

সুধর্ম্ম। স্বাগত—সুস্বাগত শাহজাদা সুজা! কিছুমাত্র দ্বিধা কর্‌বেন না। এই দীনের কুটীরকে আপনার নিজের আবাস ব'লেই জান্‌বেন।

সুজা। ভেবে দেখুন—ভাল ক'রে ভেবে দেখুন রাজা সুধর্ম্ম। আমি রাজ্যহারা দিল্লীর শাহজাদা! আমি এক অভিশপ্ত মানুষ। ভারতত্রাস ঔরঙ্গজীবের আমি মহাশত্রু। সারা হিন্দুস্থানে আমার কোথাও ঠাঁই জোটেনি। কেউ আমাকে সাহস ক'রে আশ্রয় দিয়ে ঔরঙ্গজীবের

শত্রুতা বরণ ক'রে নিতে চায়নি। আমার পিছু পিছু অনিবার্য্য মৃত্যু-দূতের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য গুপ্তচর আর গুপ্তঘাতক।

সুধর্ম্ম। দুর্দ্দিন কারো চিরকাল থাকে না শাহজাদা। আবার সুদিন আসবে আপনার।

সুজা। আপনার শুভেচ্ছা আর আতিথেয়তার জন্যে লাখো শুক্রিয়া আরাকানরাজ। জানি না, সেই সুদিন কোনদিন আসবে কি না? কিন্তু আমার বর্ত্তমান বদ্‌নসীবের দুর্দ্দিনে আপনি যে আমাকে সপরিবারে আশ্রয় দিতে চেয়েছেন, তাতেই আমি মুগ্ধ। এর ওপর নিজের সঙ্গে আপনাকেও জড়িয়ে আমি আপনার মতন উপকারী দোস্তকে বিপদে ফেলতে চাই না রাজা। তাই আমার আর্জি আরাকানরাজ, সাধ ক'রে আমাকে আশ্রয় দিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনবেন না। অনুমতি দিন, আপনার আমন্ত্রণের জন্যে আবার শুক্রিয়া জানিয়ে আমরা আরাকান ছেড়ে চ'লে যাই।

সুধর্ম্ম। শাহজাদা! সারা ভারতের কথা আমি জানি না। জানতে চাই না আমি আপনার দুর্ভাগ্যের কারণ আর ইতিহাস। আমি জানি, আপনি আমার অতিথি। হিন্দুর কাছে অতিথি আর নারায়ণে কোনও তফাৎ নেই শাহজাদা। এমন অতিথি-নারায়ণকে বিদায় দিতে আমি পারবো না।

সুজা। আমার মতন এক বিধর্ম্মীর জন্যে আপনি এতবড় বিপদকে ডেকে নেবেন রাজা?

সুধর্ম্ম। আমরা বিশ্বাস করি শাহজাদা যে, বিপদ-সম্পদ সবই সেই ভগবানের দান। তিনি যদি বিপদ দেন, এড়াবো কি ক'রে? আর অতিথির জাত-ধর্ম্ম নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। দেবতার আবার জাত-ধর্ম্ম কি?

সুজা। যদি এর জন্যে ঔরঙ্গজীব আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ?

সুধর্ম্ম। স্বয়ং মহাকাল পর্য্যন্ত আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে আমাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করতে পারবে না।

সুজা। যদি যুদ্ধ বাধে ?

সুধর্ম্ম। যুদ্ধ আমিও জানি শাহজাদা। আমাদের সৈন্যসংখ্যা অল্প হ'লেও তাদের তলোয়ারগুলো ভোঁতা নয়।

সুজা। বেশ, আর আমি আপত্তি করবো না রাজা সুধর্ম্ম। নিলাম আমি আপনার আতিথ্য স্বীকার ক'রে।

সুধর্ম্ম। আমি ধন্য হলাম শাহজাদা। ধন্য হ'লো আরাকান আর এই রাজপুরী আপনার মতন মহামান্য অতিথি পেয়ে।

সুজা। না, না রাজা, অমন ক'রে ব'লে আমাকে আর শর্মিন্দা করবেন না। আপনার মতন উদার এক রাজার বন্ধুত্ব লাভ ক'রে আমিও কম ধন্য হলাম না। যদি কোনদিন খোদা আবার আমায় সুদিন দেন, আপনার কথা সেদিন ভুলবো না।

অবগুণ্ঠনে আবৃত মুখ জোলেখার প্রবেশ

জোলেখা। বাবা! মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর হ'য়ে রাজাজীকে শুক্রিয়াবাদ জানাতে।

সুজা। বেশ তো জোলেখা! তোমার মায়ের আদেশ পালন কর। তুমি নিজেই জানিয়ে দাও।

সুধর্ম্ম। ইনি কে শাহজাদা ?

সুজা। আমার বড়ি বেটী—জোলেখা। জোলেখা, কাকে লজ্জা করছো মা ? রাজা সুধর্ম্ম যে আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু—তোমার পিতৃতুল্য। ঘুংঘট্ খোলো মা।

সুধর্ম্ম। আরাকানরাজের সেলাম নিন্ শাহজাদী জোলেখা!

জোলেখা। [অবগুণ্ঠন মোচন করত] আপনিও আমাদের সেলাম নিন্ রাজাজী! মা বলেছেন, আপনার দয়ার কথা আমরণ তাঁর মনে থাকবে।

সুধর্ম্ম। বেগম সাহেবাকে এই রাজার সেলাম পৌছে দেবেন শাহজাদী। এবার যান্ শাহজাদা। আপনি শ্রান্ত। বিশ্রাম গ্রহণ করুন। আবার বল্‌ছি, এ গৃহকে আপনার নিজের গৃহ ব'লে মনে না কর্‌লে বড় ব্যথা পাবো।

সুজা। তাই হবে রাজা। এসো জোলেখা। সেলাম দোস্ত্।

জোলেখা। সেলাম রাজাজী।

সুধর্ম্ম। সেলাম শাহজাদা। সেলাম শাহজাদী। বিপদ্‌বারণ নারায়ণ আপনাদের সহায় হোন্।

[সুজা ও জোলেখার প্রস্থান

[সুধর্ম্ম স্তম্ভিতের মত সেদিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকে, তারপর বিভ্রান্তের মতন বলে—]

সুধর্ম্ম। এত রূপ! আশ্চর্য্য! মাটির দুনিয়ায় কোনও নারীর যে এত রূপ থাকতে পারে, তা কোনদিন স্বপ্নেও জানিনি। তিলোত্তমাকে দেখিনি। শুনেছি তার কথা। সে কি এর চেয়েও সুন্দরী ছিল? আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

সন্তর্পণে চন্দ্রপ্রভা প্রবেশ করিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল

সুধর্ম্ম। [চম্‌কে ফিরে তাকায়] কে? রাণী চন্দ্রপ্রভা? অমন ক'রে হাস্‌ছো কেন?

চন্দ্রপ্রভা। চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল, না রাজা?

সুধর্ম্ম। মানে? কী বল্‌ছো তুমি?

চন্দ্রপ্রভা। বুঝতে পারছো না? বলো কি গো? এত মোটা বুদ্ধি তো তোমার কোনদিন ছিল না। মেয়েটা বুঝি একনজরেই তোমার বুদ্ধিটাকেও গুলিয়ে দিয়ে গেল?

সুধর্ম্ম। কার কথা বল্‌ছো চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা। ঐ নতুন চিড়িয়া শাহজাদী জোলেখার কথা। বড্ড রূপ মেয়েটার, না রাজা?

সুধর্ম্ম। ছি, ছি রাণী! কী বল্‌ছো তুমি। ওরা আমাদের আশ্রিত। এমন কথা মনে করাও পাপ।

চন্দ্রপ্রভা। [হাস্‌তে হাস্‌তে] তাই নাকি? সত্যি তো রাজা? যে কথা মনে করাও পাপ, ঐ রূপসী আশ্রিতাটিকে নিয়ে তেমন কোন কথা তোমার মনে বাসা বাঁধেনি তো? ভাল ক'রে ভেবে জবাব দিও কিন্তু। মনে রেখো, মনের অগোচরে কোন পাপ নেই।

সুধর্ম্ম। কী বলতে চাও তুমি চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা। তোমার স্বভাব আমি জানি রাজা। সুন্দর নারীমুখ যে তোমায় সবচেয়ে বেশী মাতাল করে, অতীতের অসংখ্য ঘটনা থেকে তা আমার অজানা নয়। তাই শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এবারও যদি সেই পুরোনো রোগের লক্ষণ দেখতে পাই তোমার মধ্যে, আর আমি তা ক্ষমা কর্‌বো না।

সুধর্ম্ম। কী কর্‌বে?

চন্দ্রপ্রভা। যা কর্‌বো তা তুমি কল্পনাও কর্‌তে পার্‌বে না রাজা।

সুধর্ম্ম। তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা। না রাজা। ভয় পাচ্ছি তোমার ভবিষ্যৎ স্মরণ ক'রে।

সুধর্ম্ম। আমি রাজা। আমি তোমার স্বামী। পারবে তুমি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ?

চন্দ্রপ্রভা। খুব পার্‌বো গো, খুব পার্‌বো। তুমি জানো না, তোমরা কেউ জানো না, আমরা কী পারি, আর কী পারি না। মনে রেখো কথাটা রাজা। ভুলো না—ভুলো না—

[প্রস্থান

সুধর্ম্ম। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! হায় নারী, বিচিত্র তোমার স্বরূপ! তোমরা সব পারো জানি। জানি, তোমরা অবহেলায় বিশ্ব জয় করতে পারো। পারো না শুধু ঈর্ষা জয় করতে। অয়ি বিচিত্ররূপিণী! বিচিত্র তোমাদের স্বভাব, আর চমৎকার তোমাদের প্রকৃতি! চমৎকার—চমৎকার—

[সহাস্যে প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

আরাকানের গুপ্ত আবাস

মীরজুমলা ও বক্তিয়ারের প্রবেশ

মীরজুমলা। সত্যি—সত্যি বলছো বক্তিয়ার ?

বক্তিয়ার। আজ্ঞে আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা সিপাহশালার যে আপনার কাছে ঝুট্ বাৎ লাগাবো ?

মীরজুমলা। যাকে সারা হিন্দুস্থানে কেউ আশ্রয় দিতে সাহস পায়নি, খোদ শাহেন শা ঔরঙ্গজীবের নেকনজর যার ওপর, তাকে আশ্রয় দিলে এক পাহাড়ী রাজা—সুধর্ম্ম ?

বক্তিয়ার। শুধু আশ্রয়ই দেয়নি জনাব, রাজার হালে মাথায় তুলে ধেই ধেই ক'রে নাচছে।

মীরজুমলা। তাজ্জব কি বাৎ! মগরাজার এত হিম্মৎ হ'লো কী ক'রে ?

বক্তিয়ার। ঐ যে—কথায় বলে না হুজুর যে, পিপীলিকার ডানা ওঠে মরিবার তরে। মগরাজারও হয়েছে সেই হাল। ধরাকে সরা দেখ্ছে আর কী ?

মীরজুমলা। মর্বে—নির্ঘাৎ মর্বে সুধর্ম্ম, যদি এখনও সে সুজাকে ত্যাগ না করে।

বক্তিয়ার। আজ্ঞে, হাঁ জনাব। মুখ থুবড়ে পড়্বে, আর ধড়ফড় ক'রে মর্বে।

মীরজুমলা। ঠিক—ঠিক বলেছ বক্তিয়ার।

বক্তিয়ার। আজ্ঞে, হাঁ হুজুর। বোকা হ'লেও বেঠিক কথা আমি বলি না।

মীরজুমলা। মর্‌বে। রাজা সুধর্ম্ম মর্‌বে। মর্‌বে আরাকান। সুজাও মর্‌বে। ঔরঙ্গজীব সুজাকে বেঁচে থাকতে দিলেও আমি ওকে বাঁচতে দেবো না।

বক্তিয়ার। আজ্ঞে, তা কী ক'রে দেবেন হুজুর? তোবা—তোবা! তাও কখনও হয়? ওঁর জন্যেই তো সেই পুরোনা ঘা'টা আজও আপনার কল্‌জের মধ্যে দগ্‌দগ্‌ কর্‌ছে।

মীরজুমলা। [সরোষ হুঙ্কারে] বক্তিয়ার!

বক্তিয়ার। [সভয়ে নাক কান ম'লে] কসুর হ'য়ে গেছে জনাব। বান্দার গোস্তাকী মাফ হোক্।

মীরজুমলা। আজকাল বড় ঘন ঘন তোমার গোস্তাকী হ'চ্ছে বক্তিয়ার! হুঁসিয়ার!

বক্তিয়ার। বহুত খুব জনাব। [নিজের গালে চড় বসিয়ে] আর হারামজাদা মুখটাও আমার হয়েছে তেমনি বেত্‌মিজ। যা বলা উচিত নয়, ঠিক তাই বেঁফাসে বেটক্করে ব'লে ফেলবেই। ওরে হারামী ব্যাটা, বলি তোর বেয়াদবিতে যদি আমার গর্দ্দান যায়, তাহ'লে তখন থাকবি কোথায় রে বেওকুফ? এ্যাঁ? কোথায় থাকবি? কোথায়? [কথার সঙ্গে সঙ্গে নিজের গালে চপেটাঘাত করতে থাকে]

মীরজুমলা। [আত্মগতভাবে] পুরোনো ঘা। হাঁ, আজও সে ঘা আমার বুকে দগ্‌দগ্‌ কর্‌ছে। তুমি—তুমিই আমাকে সেই দাগা দিয়েছ সুজা। তুমি কেড়ে নিয়েছ আমার সাধের দিলপ্যারী পরীবানুকে। সে কসুর তোমার আমি কোনদিনই মাফ কর্‌বো না—কর্‌বো না—করতে পারবো না।

বক্তিয়ার। কক্ষনো মাফ কর্‌বেন না হুজুর। মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে, তাকে আবার মাফ কী ?

মীরজুমলা। জান দিয়ে তোমাকে সে কসুরের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে শাহজাদা সুজা।

বক্তিয়ার। যাঃ বাবা, খুব অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গেলি। যেতো সব কিছু। এ শুধু জানটুকু দিয়েই খালাস। হুজুরের আমার কম দয়ার শরীর ?

মীরজুমলা। জানো বক্তিয়ার, ঠিক এই কারণেই আমি নিজের হাতে প্রতিশোধ নেবো ব'লে নিজে থেকে যেচে ঔরঙ্গজীবের কাছে এই সুজাকে বন্দী করার ভার নিয়েছি।

বক্তিয়ার। বেশ করেছেন জনাব, বাপের সুপুত্তুরের মতন কাজ করেছেন। শুধু আমাকে সঙ্গে না নিলেই আরও ভাল কর্‌তেন।

মীরজুমলা। কেন বক্তিয়ার ? এই মানুষ শিকারের কাজে তুমি আনন্দ পাও না ?

বক্তিয়ার। পাই বৈকি জনাব। আনন্দের চোটে তাইতো আমার মাঝে মাঝে ডাক ছেড়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে।

মীরজুমলা। জানো বক্তিয়ার, শেষ পর্য্যন্ত কী আমি কর্‌বো ?

বক্তিয়ার। আজ্ঞে, না তো জনাব। আমি এক পুঁচ্‌কে বান্দা। আপনার দিলের কথা জানবো কী ক'রে হুজুর ? আর জানলেও বল্‌বো না। বাপ্‌রে, গর্দ্দানের ভয় নেই আমার ? এই ব্যাটা কমবখৎ ! খবর্দ্দার মুখ ফসকে কিছু বল্‌বি না ! এক্কেবারে চোপরও ! [নিজের গালে আবার চপেটাঘাত]

মীরজুমলা। শুনতে চাও, কী আমি কর্‌তে চাই ?

বক্তিয়ার। আজ্ঞে মেহেরবানি ক'রে যদি বান্দাকে জানান—

মীরজুমলা। ঐ উদ্ধত শাহসুজাকে হয় কয়েদ ক'রে পাঠিয়ে দেবো ঔরঙ্গজীবের কাছে, নয়তো নিজের হাতে কোতল করবো।

বক্তিয়ার। বাহবা! বাহবা! কেয়াবাৎ! লোকে যদি বদ্‌নাম রটাতে ব'লেই বেড়ায় যে কাজটা উচিত হ'চ্ছে না, কেন না ওর বুড়ো বাপের নেমক এখনও আপনার পেটে গজ্‌গজ্‌ করছে, তোয়াক্কা করবেন না হুজুর সেই বজ্জাৎ ব্যাটাদের কথায়। বলবেন—বেশ করছি বেইমানি করছি।

মীরজুমলা। ঠিক—ঠিক বলেছ বক্তিয়ার। তোয়াক্কা করবো না আমি কারো কথার আর কোনও বাধার। সুজাকে শেষ করবোই করবো। তারপর—তারপর কী করবো বলো তো বক্তিয়ার?

বক্তিয়ার। আজ্ঞে হুজুর, ঔরঙ্গজীবের কাছে মোটা বক্‌শিস্‌, জায়গীর আর শিরোপা নিয়ে গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে ব'সে মনের আনন্দে ল্যাজ নাড়বেন।

মীরজুমলা। তুমি একটা আস্ত উল্লুক।

বক্তিয়ার। যে আজ্ঞে! হুজুরই তো মা-বাপ। বাপকা বেটা না হ'য়ে উপায় কী বলুন?

মীরজুমলা। সামান্য জায়গীর আর শিরোপার লোভে এ কাজ আমি হাতে নিইনি বক্তিয়ার। ও ইনামে আমার দিলের আগুন নিভবে না। সে আগুন নেভাতে হ'লে চাই সে দিনের হারানো দিলপ্যারীকে। সুজাকে নিকেশ ক'রে আমি কেড়ে নেবো আমার পরীবানুকে।

বক্তিয়ার। এ-হে-হে-হে! এটা একটা কী রকম কথা হ'লো জনাব? তামাম্‌ দেশে গণ্ডায় গণ্ডায় এমন সব খাপসুরৎ আওরৎ থাকতে কিনা একটা এঁটো বাসি পাতায় ভোজ খাবেন হুজুর?

মীরজুমলা। এঁটো? বাসি? হাঃ-হাঃ-হাঃ! বক্তিয়ার, তুমি সত্যিই একটা আকাট উজবুক!

বক্তিয়ার। আজ্ঞে, আমি এমন ছিলাম না হুজুর। সঙ্গগুণে হ'য়ে পড়েছি।

মীরজুমলা। আশমানে চাঁদ তো রোজ ওঠে আর অস্ত যায়।

বক্তিয়ার। জী জনাব, তা যায়।

মীরজুমলা। লাখো মানুষে তো হররোজ তার রূপসুধা পান করে।

বক্তিয়ার। আজ্ঞে হাঁ, তাও করে।

মীরজুমলা। তাই ব'লে চাঁদকে কেউ কোনদিন এঁটো আর বাসি বলে?

বক্তিয়ার। কই, না তো হুজুর।

মীরজুমলা। পরীবানুও তাই এঁটো আর বাসি হ'তে পারে না

বক্তিয়ার। আমার দিলের আকাশে পরীবানু হ'লো হাজার চাঁদের রৌশ্‌নীদার দিলপ্যারী।

বক্তিয়ার। এতক্ষণে বুঝেছি জনাব। আর এই ব্যাটা কমবখ্‌ৎ মুখ! তোকে মানা করেছিলাম না বেঁফাস কথা বলতে? তবু বললি কেনরে আহাম্মুক? আর বলবি কখনো? বল্‌, বল্‌বি? [নিজের মুখে চপেটাঘাত করতে থাকে]

মীরজুমলা। তাই ঔরঙ্গজীবের হুকুম তামিল করা আমার একটা মুখোসমাত্র বক্তিয়ার, একটা তোফা চাল। ঔরঙ্গজীবের জন্যে না হোক্‌, আমার পথের কাঁটা নির্মূল করতে সুজাকে মরতে হবে। কেন না —পরীবানুকে আমার চাইই চাই। আমার মনের এই সঙ্কল্পের পথ থেকে কেউ আমাকে এক চুলও নড়াতে পারবে না—কেউ না। আমি এই গোপন সঙ্কল্পের পথে চির-মুশাফির।

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ

দরবেশ।—

গীত

মুশাফির, হায় মুসাফির, হওরে হুঁসিয়ার।
জাহান্নমের আঁধার পথে আগিও নাকো আর॥

বক্তিয়ার। এই মরেছে! এ-ব্যাটা মাম্‌দো আবার কোথা থেকে ধেই ধেই কর্‌তে কর্‌তে এসে জুটলো? আরে, এই, কী চাস্‌ তুই?

দরবেশ। এমন কিছু না। বল্‌তে চাই শুধু একটা পুরোনো কথা।

মীরজুম্‌লা। কী কথা?

দরবেশ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

তুমি ভাই হ'য়ে আর ভাইয়ের বুকে চালিও নাকো ছুরি,
স্বার্থলোভে ক'রো নাকো হত্যা-জুয়াচুরি,
মানুষ তুমি, নওকো দানব, নওকো জানোয়ার॥

মীরজুম্‌লা। বক্তিয়ার! ওকে তাড়াও বক্তিয়ার—তাড়াও! ও কে, তা আমি জানি না। জানি না কী যাদু আছে ওর সঙ্গে। ও আমাকে দুর্ব্বল ক'রে ফেল্‌বে বক্তিয়ার, আমাকে ভুলিয়ে দেবে আমার এতদিনের সঙ্কল্প।

বক্তিয়ার। শুন্‌ছিস, হুজুর আমার কি বল্‌ছেন? খবর্দ্দার বল্‌ছি, আমার এমন মেহেরবান হুজুরকে অমন এক সৎকর্ম্ম কর্‌তে বাধা দিস্‌নে। যা, বেরো! এঃ, আব্দার! ওর একটা মুখের কথায় হুজুর কিনা এত দিনের এত আশার অমন বড়িয়া ইনাম ছেড়ে দেবেন?

দরবেশ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

নাইবা পেলে তখ্‌ৎ-এ-তাউস, ইনাম-শিরোপা,
খোদার দোয়ায় হ'তে পারো হাজী মুস্তাফা,
নয়কো ছোরায়, ভালবাসায় বাদশা তুনিয়ার॥

[প্রস্থান

মীরজুমলা। গেছে বক্তিয়ার, গেছে ঐ যাতুকর দরবেশ ?

বক্তিয়ার। যাবে না ? আমার ধমকে বনের শের-সিংহী পর্য্যন্ত চম্‌কে উঠে ভয় পেয়ে ল্যাজ তুলে ছুটে পালায়, আর একটা চামচিকে দরবেশ পালাবে না ? মুখের দাপটটা আমার কম নাকি হুজুর ?

মীরজুমলা। আচ্ছা বক্তিয়ার।

বক্তিয়ার। জী জনাব ?

মীরজুমলা। ও লোকটা কি আমাদের সন্দেহ করেছে ?

বক্তিয়ার। শোভনাল্লা ! তাই কখনও পারে ?

মীরজুমলা। আভাষ পেয়েছে কি আমার মনের কথার ?

বক্তিয়ার। পেলেই হ'লো ? হেঁ-হেঁ. বাবা, ডুবুরি নামিয়ে যে মনের নাগাল পাওয়া যায় না, তার কথা ও ব্যাটা জানবে কী ক'রে হুজুর ?

মীরজুমলা। কিন্তু তুমি তো জেনেছ ;

বক্তিয়ার। আজ্ঞে হাঁ, জেনেছি। বলেন তো, ভুলে যেতে পারি আবার।

মীরজুমলা। তাহ'লে তাই যাও।

বক্তিয়ার। যো হুকুম জনাব। এই ব্যাটা বেতমিজ মুখ ! বলে দে তোর মিতে মনকে, হুজুরের হুকুম যা শুনেছে এইমাত্র, তা বেভুল

শুনেছে। সব বেবাক ভুলে যেতে হবে। খবর্দ্দার, মুখ ফুটে যেন কোন দিন না ফাঁস হয়! বুঝেছিস্? আরে, এই উজবুক! বুঝেছিস্ তো? [নিজের গালে চপেটাঘাত]

মীরজুমলা। একথা যদি তিস্‌রা কানে যায়, তাহ'লে—[তলোয়ার বার ক'রে আগিয়ে ধরে বক্তিয়ারের দিকে]

বক্তিয়ার। একী! একী জনাব! এ-হে-হেহে, লেগে গেলেই আর আল্লার নাম নিতে হবে না। দোহাই হুজুর, দোহাই আপনার! হাতিয়ার নামান!

মীরজুমলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! ঐ ছোট প্রাণটার এত মায়া বক্তিয়ার? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! হুঁসিয়ার বক্তিয়ার, হুঁসিয়ার!

[তরবারি নির্দ্দেশে ভীত বক্তিয়ার সহ প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

উদ্যান

উদ্‌ভ্রান্ত সুজার সঙ্গে পরীবানুর প্রবেশ

পরীবানু। শান্ত হও, ওগো, একটু শান্ত হ'য়ে বিশ্রাম নেবে চলো।

সুজা। বিশ্রাম? এ জীবনে বিশ্রাম হয়তো আর আমার নসীবে জুটবে না।

পরীবানু। কেন জুটবে না? আচ্ছা, থেকে থেকে কী তোমার হয় বলো তো যে, তুমি এমনভাবে ছটফট করো?

সুজা। অভিশাপ। সিংহাসনের অভিশাপ! ঐ সর্ব্বনাশা অভিশাপ আমার পিছু ছাড়ে না, ভয় দেখায়, স্থির হ'তে দেয় না আমাকে। রাতে ঘুমোতে পারি না আমি। চোখ বুজলেই সেই অভিশাপ রাক্ষসের মতন ছুটে আসে আমাকে গ্রাস করতে। আমি পালাতে চাই পরীবানু, পালাতে চাই সেই রাক্ষসটার কবল থেকে। কিন্তু পারি না—পারি না। ঠিক ধ'রে ফেলে আমাকে। শাসায়; ভয় দেখায়। ওঃ! [সভয়ে চোখে হাত চাপা দেয়]

পরীবানু। কী সব আবোল-তাবোল বক্‌ছো গো? সিংহাসনের আবার অভিশাপ কি?

সুজা। আছে পরীবানু—আছে। তাইমুর-বাবর বংশের অভিশাপ যুগে যুগে বইতে হ'চ্ছে, হবেও বইতে তার বংশধরদের। জানো পরীবানু, কতলক্ষ নিরীহ মানুষের কবরের ওপর গড়ে উঠেছে হিন্দুস্থানে এই বাবরীশাহী রাজ্য? ওতো রাজ্য নয় বেগম, ও হ'লো তাতার মুঘলের

লোভ আর জুলুমের মিনার। ঐ তখৎ-এ-তাউসে হীরা মোতি জ্বলে না বেগম, জ্বলে তামাম্ হিন্দুস্থানের সেই সব লাখ লাখ গরীব বেচারার অসহায় চোখ।

পরীবানু। ওসব তোমার মনের ভুল।

সুজা। ভুল নয় পরীবেগম, ভুল নয়, সব সত্যি। হিন্দুস্থানের অভিশাপ সেই বাবরশাহের আমল থেকে বাবরশাহী বংশের পিছু ফিরছে। শুনবে সেই অভিশাপের কাহিনী? বাবরশাহ রাজ্য গড়লেন হিন্দুস্থানে, কিন্তু মরতে বসলো অকালে তার একমাত্র সন্তান হুমায়ুন। নিজের জান দিয়ে সেই অভিশাপের হাত থেকে বাবরশাহ বাঁচালেন তাঁর সন্তানকে।

পরীবানু। তারপর?

সুজা। বাদ্শা হলেন হুমায়ুন। এমন ফকীর বাদ্শা দুনিয়ায় আর কক্ষনো হয়নি পরীবেগম। সারা হিন্দুস্থানের শাহেনশা হ'য়েও সারা জীন্দগীতে একটা মুহূর্তও তিনি শান্তি পেলেন না। কেবল লড়াই আর লড়াই। ভিখিরীর মতন হুমায়ুন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালেন দেশের পাহাড়ে জঙ্গলে। আকবর যখন জন্ম নিলেন, বাদ্শা হুমায়ুনের তখন এমন অবস্থা যে, একটা মোহরও তিনি খরচ করতে পারলেন না অমন দিনে খুশিয়ালী মানাতে। এমন আজব বাদ্শার কথা আর কেউ কখনো শুনেছে? কেন এমন হ'লো জান বেগম? সেই অভিশাপের ফল। হিন্দুস্থানের অভিশাপ আর সিংহাসনের অভিশাপ।

পরীবানু। হয়তো তোমার কথাই সত্যি।

সুজা। হয়তো নয় পরীবানু, বিলকুল সত্যি। আকবর বাদ্শাহ হ'লেন—চুটিয়ে রাজ্য করলেন—দিন দুনিয়ায় বাহবা প'ড়ে গেল তাঁর নামে। তবু অভিশাপ থেকে তিনিও রেহাই পেলেন না। শাহজাদা

সেলিম তাঁর বদ্‌খেয়ালী আর খাম্‌খেয়ালীতে বিষিয়ে তুল্‌লো আকবরের জীবন। সেলিম বাদ্‌শা হ'য়ে হ'লেন জাহাঙ্গীর। পুত্র খুর্‌রম পিতাকে বন্দী ক'রে হ'লেন শাজাহান। সেই বৃদ্ধ শাজাহানও আজ সেই অভিশাপেরই জোরে বৃদ্ধ বয়সে ঠিক তেমনি ভাবেই কয়েদ হ'য়ে আছেন আগ্রা দুর্গে নিজের সন্তানেরই বেইমানিতে। সেই অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে দারা-মোরাদ জান দিয়ে। কেউ বাদ যাবে না বেগম। সবাইকে সাজা পেতে হবে একের পর এক। বৃদ্ধ শাজাহান বাদ যাবেন না, বাদ যাবে না ভাই ঔরঙ্গজীব নিজেও, আমিও না।

পরীবানু। ওগো! না—না, আর ব'লো না, আর ব'লো না তুমি, থামো।

সুজা। ভয় পাচ্ছো বেগম? ছি-ছি! ভয় পেলে চল্‌বে কেন? তুমি না দিল্লীর শাহজাদা শাহসুজার বেগম? লোকে একথা টের পেলে বল্‌বে কি? ভয় পেয়ো না পরীবানু। সাহসে বুক বাঁধো। অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে আমাদের সবাইকে। খুনের বদলে খুনে খুনে বিলকুল লাল হ'য়ে যাবে বাবরশাহী খানদান। খুনের তুফানে ধুয়ে মুছে সাফ হ'য়ে যাবে একদিন আগ্রা-দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্য। লুঠ হ'য়ে যাবে দেওয়ানি-খাস, দেওয়ানি-আম, মোতিমহল, শীশমহল, মীনাবাজার, তখৎ-ই-তাউস্‌ আর কোহিনুর! কিছু থাকবে না বেগম, কিছু থাকবে না।

পরীবানু। না থাক্‌, তবু অমন ক'রে তুমি ভেবো না।

সুজা। ভাবি না তো পরীবানু, ভাবি না। ভয় পাই—নিজের জন্যে নয়, তোমার জন্যেও নয়, ভয় পাই আমাদের জোলেখা আর আমিনার জন্যে।

[নেপথ্য হ'তে ভেসে আসে আমিনার গীতস্বর]

সুজা। কে—কে গাইছে পরীবানু? এ কার গলা?

পরীবানু। তোমার আমিনার গো।

সুজা। আমিনা? এমন গান গায় ও? এত মিঠে ওর গলা?

পরীবানু। তুমি জানো না তোমার নিজের মেয়ের গুণ?

সুজা। জানতুম না। কি ক'রে জানবো? আমি যে ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না বেগম। ভুলতে পারি না যে ওদের দুর্দ্দশার জন্যে আমিই অপরাধী। তাই বাপ হ'য়ে নিজের মেয়েদের কাছে ডেকে আদর না ক'রে পালিয়ে বেড়াই।

পরীবানু। মেয়েরা কিন্তু তোমাকে খুব ভালবাসে। বাপজান বলতে অজ্ঞান। দাঁড়াও, আমি ডাকছি—

[প্রস্থান

সুজা। সত্যি? আমার জোলেখা আমিনা এত দুঃখের পরও তাদের এই বদনসীব সর্ব্বহারা বাপকে ভালবাসে?

পরীবানু। [নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠে] আমিনা! আমিনা! তোর বাপজান ডাকছে, এদিকে আয়।

পরীবানু সহ আমিনার প্রবেশ

আমিনা। আমাকে ডাকছো বাপজান?

সুজা। হ্যাঁ মা!

আমিনা। কেন বাপজান?

সুজা। আমায় একখানা গান শোনাবি মা?

আমিনা। গান শুনবে বাবা? সত্যি?

সুজা। হাঁ মা, শুনবো। শোনাবি?

আমিনা। তোমাকে শোনাব না? শোনো।

[আমিনা গান গায়। সুজা স্নেহভরা অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। সেসময় সুজা আর পরীবানু দুজনেরই চোখে ধারা নামে। চোখে ওড়না চাপা দিয়ে নিঃশব্দে পরীবানু ছুটে পালায়]

আমিনা।—

গীত

পাপিয়া, মিঠি মিঠি বোল্।
মিঠি সুরে দুনিয়া মিঠাও, মিঠাও দিল্‌কি রোল্॥
নয়নাসে হায় আঁশু ঘুচাও, দুনিয়াসে হাহাকার,
সারে জঁহা প্রীত্‌সে ভরো, গীত, রোশনী আর,
দুখী জন্‌কো সুখী বন্‌তে গা রে বসন্ত-হিন্দোল্॥

[গান শেষ হ'তেই সুজা উচ্ছ্বসিত স্নেহভরে আমিনাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়]

সুজা। আমিনা! আমিনা! মা আমার! আমার আঁধার ঘরে হাজার বাতির রঙমশাল!

আমিনা। গান ভাল লাগলো বাবা?

সুজা। লেগেছে মা, খুব ভাল লেগেছে।

আমিনা। আমি আরো অনেক গান জানি বাবা। সব তোমাকে শোনাবো।

সুজা। শুনিও মা, শুনিও। তোমার গানে গানে আমায় সব ভুলিয়ে দিও মা, আমাকে ডুবিয়ে দিও খুশির দরিয়ায়। মেরা আমিনা, মেরা বেটী, মেরা দিলকি প্যার ঔর আঁখো কি রোশ্‌নি!

[আমিনা সহ প্রস্থান

স্নানান্তে নগ্নদেহে স্তোত্র পাঠরত মল্লিনাথ ও অলক্ষ্যে মুগ্ধদৃষ্টি জোলেখার প্রবেশ

মল্লিনাথ। ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

[প্রণাম]

[দূর থেকে জোলেখাও প্রণাম জানায় মল্লিনাথের উদ্দেশে। প্রণামান্তে মল্লিনাথ প্রস্থানোদ্যত হ'তেই জোলেখা ডেকে বলে—]

জোলেখা। মল্লিঠাকুর!

মল্লিনাথ। কে? ওঃ! শাহজাদী। আপনি?

জোলেখা। "শাহজাদী" নয়, "জোলেখা"। "আপনি" নয়, "তুমি"। আর কতদিন ভুল ধরিয়ে দেব মল্লিঠাকুর?

মল্লিনাথ। মনে থাকে না। কিন্তু আমায় কিছু বল্‌ছিলে?

জোলেখা। তোমার ঠাকুরকে প্রণাম করলে তুমি। আশীর্ব্বাদও নিশ্চয় পেয়েছ। আমার ঠাকুর তো কই প্রণাম নিয়ে আমায় আশীর্ব্বাদ জানালো না।

মল্লিনাথ। সবার ঠাকুরই সবার মনস্কামনা পূর্ণ করেন শাহজাদী। কিন্তু—কে তোমার ঠাকুর?

জোলেখা। বাঃ ঠাকুর, বেশ। প্রণামটুকু বেমালুম হজম ক'রে এখন চিনতেও পারছো না?

মল্লিনাথ। আমি?

জোলেখা। হাঁ।

মল্লিনাথ। তুমি বল্‌ছো কি শাহজাদী?

জোলেখা। তুমি জানো না? বুঝতে পারো না?

মল্লিনাথ। এতদিন একটা সন্দেহ ছিল মনে। আজ বুঝলাম।

জোলেখা। বাঁচলাম। মনস্কামনা তাহ'লে আমার পূর্ণ হবে তো?

মল্লিনাথ। না।

জোলেখা। সেকি! আশীর্ব্বাদ ক'রে তা আবার ফেরৎ নেবে নাকি ঠাকুর?

মল্লিনাথ। অসম্ভব কামনা তোমার শাহজাদী। এ হয় না।

জোলেখা। কেন হয় না?

মল্লিনাথ। যে কারণে মানুষ অমর হয় না, সূর্য্য পশ্চিমে ওঠে না। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ, আর তুমি রূপবতী হ'লেও মুসলমান-তনয়া। তোমার আমার সংস্কারের বিরাট ব্যবধান।

[প্রস্থান

জোলেখা। সংস্কারের ব্যবধান!

ফয়জলের প্রবেশ

ফয়জল। তাই হয় শাহজাদী জোলেখা, তাই হয়। যা চাই, তা পাই না।

জোলেখা। তুমি আবার কেন এসেছ ফয়জল?

ফয়জল। না এসে পারি কই জোলেখা? যে ব্যথায় তুমি জ্বলছো, তা যে আমারও দিল খাক ক'রে দিচ্ছে। তোমার আশীক্ তোমার কাছে ধরা দিচ্ছে না, আমার প্যারীও না।

জোলেখা। আমি তো বলেছি ফয়জল, তা হয় না।

ফয়জল। কেন হয় না জোলেখা?

জোলেখা। মন মানুষের একটাই। তাই দুবার সেটা দুজনকে দেওয়া যায় না।

ফয়জল। মিছে কথা। পুতুল ভেঙ্গে গেলে বাচ্চারা তার জন্যে দুদিন কাঁদে, জীন্দগী ভোর নয়। নতুন পুতুল পেলে পুরোনো ব্যথা ভুলে সে আবার নতুন ক'রে খুশিয়ালীতে মাতে। অবুঝ হ'য়ো না শাহজাদী। যে দুনিয়ায় মল্লিনাথ আছে, ফয়জলও সেখানে আছে। মল্লিনাথ একটা বেওকুফ; তাই সে তোমার কদর বুঝলো না। আমি কিন্তু তোমায় মাথায় ক'রে রাখবো জোলেখা।

জোলেখা। তবু ঐ মাথাটার চেয়ে সেই পাদুটোতেই আমার বেশী লোভ ফয়জল। চিরকাল তাই থাকবেও।

ফয়জল। জোলেখা! এম্‌নি করেই বার বার আমাকে ফিরিয়ে দেবে?

জোলেখা। আমায় মাফ ক'রো ফয়জল। অসম্ভব না হ'লে তোমাকে ফিরিয়ে দিতাম না।

ফয়জল। আমি কিন্তু আজো ফিরে যাবো ব'লে আসিনি।

জোলেখা। তার মানে? কি করতে চাও তুমি?

ফয়জল। লুটে নেবো আমার দিলপ্যারীকে।

জোলেখা। [তীব্ররোষে] ভুলে যেও না ফয়জল যে, আমি শাহজাদী জোলেখা।

ফয়জল। ভুলতে পারিনি ব'লেই তো তোমাকে কাছে পেতে চাই। এসো জোলেখা, এসো প্যারী!

জোলেখা। না—না—

ফয়জল। বাধা দিও না জোলেখা, অমত ক'রো না। এসো—

জোলেখা। হুঁসিয়ার ফয়জল!

ফয়জল। ক্ষুধার্ত্ত বাঘ আর প্রেমমুগ্ধ পুরুষকে ফেরাতে পারে, এমন সাধ্য দুনিয়ায় কারো নেই শাহজাদী।

অসিহাতে মল্লিনাথের প্রবেশ

মল্লিনাথ। আছে সেনাপতি, আছে।

ফয়জল। আরে, তুমি! তুমি বাধা দেবে নাকি নও জোয়ান? পারবে?

মল্লিনাথ। দেখতে চাও?

ফয়জল। দেখাও।

মল্লিনাথ। ভাল। তাহ'লে দেখেই নাও।

[উভয়ের যুদ্ধ। সহসা ফয়জলের হাত থেকে অসি পতন]

মল্লিনাথ। দেখ্‌লে? সাধ মিটেছে তো? এবার যাও।

ফয়জল। যাচ্ছি। তবে কাজটা ভাল কর্‌লে না নও জোয়ান।

মল্লিনাথ। সে বিচার কর্‌বেন ভগবান, তুমি নয়।

ফয়জল। [যেতে যেতে সহসা ফিরিয়া] হাঁ, একটা কথা।

মল্লিনাথ। বলো।

ফয়জল। মনে রেখো, এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ নয়! আবার যুদ্ধ হ'তে পারে।

মল্লিনাথ। মনে রাখবার চেষ্টা করবো।

ফয়জল। সে যুদ্ধে কার হাত থেকে হাতিয়ার খসে যাবে তা আগে থেকে বলা যায় কি? যায় না নও জোয়ান—যায় না—যায় না—

[প্রস্থান

মল্লিনাথ। আশ্চর্য্য! রূপের মোহ মানুষকে কোথায় না টেনে নামায়! এই সেদিন এই ফয়জলই এঁদের আশ্রয় দিয়ে অপূর্ব্ব মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিল। অথচ আজ আবার আশ্রিত-পীড়ন করতেও ওর বাধ্‌ছে না। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

জোলেখা। সত্যিই আশ্চর্য্য জীব এই মানুষ, না মল্লিঠাকুর? আমিও তাইতো ভেবে আশ্চর্য্য হ'চ্ছি যে, যার ছায়া মাড়ালে তোমার পাপ হয়, তাকে এভাবে বাঁচালে কেন?

মল্লিনাথ। সেটা আমার কর্ত্তব্য শাহজাদী। নিমকের ইজ্জৎ না রাখলে নেমকহারাম হবো যে। তুমি আমার মনিব-কন্যা।

জোলেখা। শুধু কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য আর কর্ত্তব্য। দুনিয়ায় কর্ত্তব্য ছাড়া আর বুঝি কিছু থাকতে নেই? নেমকের ইজ্জৎ না রাখলে দোষ হয়, আর মুহব্বতের ইজ্জৎ না রাখলে কিছু হয় না?

মল্লিনাথ। তোমার সঙ্গে তর্ক করার অবসর আমার নেই শাহজাদী। এসো, তোমাকে কুঠিতে পৌঁছে দিই। এই বাগানে একা থাকা আর নিরাপদ নয়। এসো—

জোলেখা। বহোৎ শুক্রিয়া! চলো।

মল্লিনাথ। না না, অতো কাছে এসো না, ছুঁয়ো না আমায়। সন্থ স্নান সেরেছি।

জোলেখা। [রোষে ও অভিমানে] ও, জাত যাবে? বেশ। যাবো না তোমার সঙ্গে, যাও!

মল্লিনাথ। যেতে হবে।

জোলেখা। না না না! যাবো না—যাবো না—যাবো না। কখখনো যাবো না।

মল্লিনাথ। [তীব্রকণ্ঠে] জোলেখা!

জোলেখা। [সক্রন্দনে ঝাঁঝিয়ে ওঠে] যাচ্ছি যাচ্ছি! ইস্, মস্ত বীর! শুধু ধমকাতে পারে! চলো—

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আরাকানের পার্ব্বত্য অঞ্চল

পাহাড়ী ও মাফিনের প্রবেশ

পাহাড়ী। এই তাহ'লে তোমার শেষ কথা মাফিন্?

মাফিন্। হাঁ। এই আমার শেষ কথা।

পাহাড়ী। আশ্চর্য্য! সেই মাফিন্ তুমি কী ক'রে এমন ভাবে বদ্‌লে গেলে?

মাফিন্। যেমন ক'রে তুমি নিজেও বদ্‌লে গেছ পাহাড়ী।

পাহাড়ী। ভেবে দেখ মাফিন্, একদিন তুমি কিন্তু আমাকে ভালবাস্‌তে। সেদিন তুমি আমাকে শাদী কর্‌তে রাজি ছিলে।

মাফিন্। শুধু শাদী নয় পাহাড়ী, সেদিন তোমার জন্যে আমি অনেক কিছু কর্‌তে রাজি ছিলাম। সেদিন তোমাকে অদেয় আমার কিছুই ছিল না।

পাহাড়ী। আজ কেন তবে আমাকে বারবার এভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছ মাফিন্?

মাফিন্। তুমি জানো না? একথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে তোমার লজ্জা হ'চ্ছে না? যে রাজারা চিরকাল আমাদের মত পাহাড়ী বুনো মগদের ওপর শেয়াল কুকুরের মতন জুলুম ক'রে এসেছে, যারা আমাদের পুরুষদের বিনা পয়সায় চাব্‌কে মজুর খাটিয়েছে, আমাদের মেয়েদের ইজ্জৎ জোর

ক'রে লুটে নিয়ে মুখে কালি মেখে দিয়েছে, যাদের সঙ্গে আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের শত্রুতা আর লড়াই, তুমি কিনা নিজে মগ জোয়ান হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত মোসাহেব সেজে যোগ দিলে সেই রাজাদের সঙ্গেই! আবার জান্‌তে চাইছো তোমার অপরাধ কী? ছি-ছি! এর পরেও তুমি আশা কর আমি তোমাকে শাদী করবো?

পাহাড়ী। সে তো তোমারই জন্যে মাফিন্। জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত দেখেছি, এ দুনিয়ায় যার অর্থ নেই, তার ইজ্জৎও নেই, সুখ নেই। তাই তো আমি তোমাকে সুখে রাখার জন্যে নিজের মান ইজ্জৎ বরবাদ ক'রেও ঐ রাজদরবারের চাকরী নিয়েছি।

মাফিন্। কে চায় ঐ সুখ? তোমার ঐ সোনারূপোর চেয়ে জন্ম জন্ম দীন দুঃখী হ'য়ে থাকাও ঢের ভাল। পাহাড়ী, আমার মিনতি—ও পথ থেকে ফিরে এসো তুমি। আবার তুমি আমাদের একজন হ'য়ে ওদের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও আমার বাবার পাশে। আনন্দে বুক ভ'রে উঠ্‌বে আমার।

পাহাড়ী। তা হয় না মাফিন্। অনেক দূর এগিয়ে গেছি। আর পিছু ফেরা যায় না।

মাফিন্। তাহ'লে আমার আশাও আর ক'রো না পাহাড়ী, আমার সাম্‌নে এসে আর দাঁড়িও না। একদিন তোমাকে ভালবাসতাম। আজ তোমাকে আমি ঘৃণা করি।

পাহাড়ী। এই আমার ভালবাসা আর আত্মত্যাগের পুরস্কার?

মাফিন্। আরো পুরস্কার চাও?

পাহাড়ী। দাও মাফিন্, দাও। [হাত পাতে]

মাফিন্। নাও তাহ'লে। থুঃ থুঃ— [পাহাড়ীর হাতে থুৎকার দেয়]

পাহাড়ী। [সরোষে গর্জ্জে ওঠে] মাফিন্!

মাফিন্। [হেসে ওঠে] কী হ'লো? অপমান? মান-অপমান-জ্ঞান তাহ'লে এখনও তোমার আছে?

পাহাড়ী। ভাল। এর শোধ না নিয়ে আমি ছাড়বো না! তোমার দেমাক আমি ভাঙবোই ভাঙবো। পাঁকে যখন নেমেছি, তখন তার তলও দেখবো আর পদ্মটাকেও উপড়ে আমি নেবো।

[প্রস্থান

মাফিন্। [হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে] ইস্! ঢোঁড়ার আবার কুলোপানা চক্কোর! [হাসতে থাকে]

মগবালাগণের প্রবেশ

১মা মগবালা। কী লো মাফিন্. অত হেসে কুটি কুটি হচ্ছিস্ কেন?

মাফিন্। একটা অদ্ভুত জানোয়ার দেখলুম ভাই। ঠিক মানুষের মতন দেখতে। এত হাসি পেল ভাই তাই দেখে।

১মা মগবালা। বুঝেছি ভাই, বুঝেছি। মনে তোর ফাগুয়ার রঙ ধরেছে।

মাফিন্। সত্যি? তোদের?

১মা মগবালা। আমাদের ঐ একই হাল।

মাফিন্। তাহ'লে উপায়?

১মা মগবালা। উপায় আর কী? আয় ফাগুয়া জানাই।

সকলে।—

নৃত্যগীত

হো-হো-হো, এলো ফাগুয়া, ওরে, এলো ফাগুয়া।
শিমুল-পলাশে রাঙালো মন, গন্ধে মাতাল করে বন-মহুয়া॥

সখি, সাগর-দোলার ঢেউ লাগিল হিয়ায়,
থর থর তনুমন প্রেম-কামনায়,
পরদেশী প্রীতমে ডাকে পাপিয়া, ডাকে—পিউ পিয়া ॥
সখি, চোখের কাজলে একি মায়ার পরশ,
বসন-আঁচল হায় হ'লো গো অবশ,
ঘর ছাড়ি মালখেত আসি ছুটিয়া, বল কার লাগিয়া ॥

[নৃত্যগীতান্তে সকলের সহাস্যে প্রস্থান

সন্তর্পণে ভুজঙ্গসহ পাহাড়ী ও ধ্বজাধারীর প্রবেশ

ধ্বজাধারী। বাহবা পাহাড়ী, বাহবা! খাশা চিজগুলি দেখালে যা হোক্! দুচোখ জুড়িয়ে গেল।

পাহাড়ী। দেখলেন?

ভুজঙ্গ। দেখলাম।

ধ্বজাধারী। দেখে কি বুঝলেন হুজুর?

ভুজঙ্গ। বুঝলাম যে, রাজপ্রাসাদের ফুল বাগিচায় যত বাহারে ফুলেরই চাষ হোক্ না কেন, মাঝে মাঝে এমন দু'একটা বনফুলও নজরে পড়ে, যার শোভার কাছে রাজ-বাগান অন্ধকার।

ধ্বজাধারী। কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ! খাশা বলেছেন হুজুর।

ভুজঙ্গ। ঐ এক ঝাঁক তারার মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদ যেটা ছিল, সে কে পাহাড়ী?

পাহাড়ী। ও হ'লো এদের সর্দার-কন্যা। নাম—মাফিন্।

ধ্বজাধারী। হেঁ-হেঁ বাবা! একেই বলে "রাজার নজর"। জহরৎ চিন্‌তে ভুল হয় না।

ভুজঙ্গ। তুমি কিন্তু ভুল করছো ধ্বজাধারী। ওর রূপ-যৌবনে চোখ আমার ধাঁধিয়ে যায়নি। আমি অবাক হ'চ্ছি ওদের অটুট স্বাস্থ্য

আর ঐ বন্য স্বভাবে। যেন কালো কালনাগিনী। যত বিষ, ততো গর্জ্জন, খেলাতে হয় আর নাচাতে হয়তো ঐ রাজপ্রাসাদের যত পেশাদার নাচনেওয়ালীদের নয়, এমনি কালনাগিনীদের। পারো পাহাড়ী ঐ মাফিন্‌কে আমার মজলিসে নাচাতে ?

পাহাড়ী। আপনি হুকুম কর্‌লেই হবে হুজুর।

ভুজঙ্গ। রাজি হবে ও মেয়ে ? ওর বাপ ?

ধ্বজাধারী। হবে না ? ব্যাটা বুনো ছোটলোকের গুষ্টি উদ্ধার হ'য়ে যাবে হুজুরের নেক নজর পেলে।

ভুজঙ্গ। তাহ'লে সেই ব্যবস্থাই ক'রো তোমরা। আমি শুধু একটা দিন ওর নাচ দেখতে চাই। তার জন্যে যত মোহর দরকার, খরচ কর্‌তে রাজি আছি। ঘেন্না ধ'রে গেছে ঐ সব পেশাদারি নাচনেওয়ালীদের নাচগানে।

পাহাড়ী। তাই হবে হুজুর। আপনার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না। থাকতে আমরা দেবো না।

ভুজঙ্গ। জানি পাহাড়ী, আমি জানি তা। আমি মাতাল হ'লেও বুঝতে পারি যে, পাতাল আর নরকের শেষ ধাপে আমাকে না নামিয়ে তোমরা রেহাই দেবে না।

ধ্বজাধারী। এ কী কথা বল্‌ছেন হুজুর ?

ভুজঙ্গ। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ ! ধরা প'ড়ে লজ্জা পেলে নাকি ধ্বজাধারী ? ছি-ছি, মোসাহেবী কর্‌তে এসে লজ্জা ঘেন্নার বালাই রাখলে চল্‌বে কেন ? জুতো মারলে সেই জুতোর তলা চেটে ধূলো সাফ ক'রে দিতে হবে। তবে তো উন্নতি হবে হে ! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[প্রস্থান

ধ্বজাধারী। লেঃ বাবা ! শুন্‌লে পাহাড়ী, হুজুরের কথাগুলো ?

পাহাড়ী। শুনেছি। ঠিক বলেছেন উনি। অপমান গায়ে মাখলে চলবে না। অপমানের শোধ নিতে হ'লে আরো অপমান সহ্য করতে হবে। আর তা আমি করবোও। তারপর—তারপর একদিন [সহসা সচকিতে] স'রে এসো ধ্বজাধারী, ঐ আসছে ওরা। আড়ালে চলো। এসো—

[সন্তর্পণে উভয়ের প্রস্থান

উত্তেজিত আপাং এর সঙ্গে মাফিনের প্রবেশ

আপাং। বলিস্ কি বেটি? আজ আবার এসেছিল সেই বেইমানটা তবু তুই আমাকে ডাকিস্‌নি?

মাফিন্। তোমাকে ডাকার দরকার হয়নি বাবা। আমার চোখ-রাঙানিতেই লেজ তুলে পালিয়েছে।

আপাং। কুত্তা—কুত্তা একটা! একটুক্‌রো রুটি আর একখানা মোহরের লোভে ওরা পারে যত জুলুমবাজ শয়তানের পায়ের তলায় নিজেদের বিকিয়ে দিতে। আপশোষ—আপশোষ! অথচ কী না হ'তে পারতো ঐ পাহাড়ীটা? এমন হিম্মৎদার জোয়ান এই পাহাড়ী বস্তিতে দুটো ছিল না। ওর ওপর আমার অনেক আশা ছিল মাফিন্। কুত্তাটা আমার সেই সব আশা মাটিতে মিশিয়ে দিল, আর পাহাড়ী বস্তির ইজ্জৎটাকে ডালি দিল তাদেরই মোসাহেবীতে—যারা একদিন ওরই মা বোনের ইজ্জৎ লুটে নিয়েছিল।

মাফিন্। বাবা, তুমি ঠাণ্ডা হও বাবা! কী লাভ ঐ সব পুরোনো কথা ভেবে?

আপাং। পারি না বেটি, পারি না ঠাণ্ডা হ'তে! ভুলতে পারি না রাজার জাতের সেই জুলুম। দিনরাত আমার কলিজার মধ্যে আগুন

জ্বলে। যতদিন না সেই সব জুলুমের বদ্‌লা নিতে পার্‌ছি, ততদিন আমার এই জ্বালা ঠাণ্ডা হবে না—হ'তে পারে না। আঃ. [সহসা নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে]

মাফিন্। কী হ'লো বাবা, আবার কী হ'লো ?

আপাং। [যন্ত্রণায় অভিভূতের মতন] সেই ঘা-টা আবার জ্বালা ক'রে উঠলো !

মাফিন্। কোথায় ঘা বাবা ? ও, সেই কালো দাগটা ?

আপাং। দাগ নয়, দাগ নয়,—ঘা। বিষাক্ত ঘা।

মাফিন্। ও তোমার মনের ভুল বাবা !

আপাং। [বিহ্বলের মতো] এ্যাঁ ! মনের ভুল ? ঘা নয় ? কিন্তু আমার যেন মনে হ'ল, ভীষণ যাতনা হ'চ্ছে। রক্ত পড়ছে। ভুল ? হবে। তা হবে।

মাফিন্। আচ্ছা বাবা. কেন তোমার মাঝে মাঝে এমন হয় বলো তো ? কেন তুমি ঐ দাগটাকে মিছেমিছি ঘা মনে ক'রে অমন পাগলের মতন ছট্‌ফট্ ক'রে ওঠো ?

আপাং। বল্‌বো বেটি, একদিন তোকে সব খুলে বল্‌বো। ওঃ, কবে সেদিন আসবে ? কবে আস্‌বে ?

মাফিন। এবার ঘরে চলো বাবা ! চলো—

ধ্বজাধারী ও পাহাড়ীর প্রবেশ

ধ্বজাধারী। ঘরে নয় বিবিজান। আমাদের সঙ্গে চলো তুমি।

আপাং। একি ! তোমরা কেন এসেছ ?

ধ্বজাধারী। তোমার মেয়েকে রাজার ভাইয়ের মজলিশে নিয়ে যেতে। নাচতে হবে। তাঁর হুকুম।

আপাং। রাজার ভাইয়ের হুকুম? এত সাহস তার?

মাফিন্। তার হুকুমে আমি লাথি মারি।

পাহাড়ী। একথা তাঁর কানে গেলে তোমাকেও দু'পায়ে থেঁৎলাতে ছাড়বে না।

আপাং। চোপরও কুত্তা কাহাকা।

পাহাড়ী। খবর্দ্দার বুড়ো শয়তান! ধর্ ধ্বজা!, ধর্ মেয়েটাকে।

মাফিন্। হুঁসিয়ার! [ছোরা বার করে]

আপাং। আয়—এগিয়ে আয় শয়তানের দল। [লাঠি তোলে]

ধ্বজাধারী। তবে রে!

[পাহাড়ী ও ধ্বজাধারী আক্রমণ করে মাফিন্ ও আপাংকে]

সহসা মল্লিনাথের প্রবেশ

মল্লিনাথ। সাবধান ডাকাত!

[মল্লিনাথ আক্রমণ করে পাহাড়ী ও ধ্বজাধারীকে। যুদ্ধে পাহাড়ী ও ধ্বজাধারীর পরাজয়। পলায়নকালে পাহাড়ী পিছন থেকে আঘাত হানে মল্লিনাথকে। আর্ত্তনাদ ক'রে প'ড়ে যায় মল্লিনাথ। অট্টহাস্য ক'রে ধ্বজাধারী ও পাহাড়ী পালায়]

মাফিন্। একী হ'লো? [উপবেশন ক'রে মাফিন্ মল্লিনাথের মাথা কোলে তুলে নেয়]

মল্লিনাথ। না—না, ও কিছু নয়। কিছু হয়নি আমার। [তর-বারিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়]

আপাং। তুমি কে? কোন্ দেবতা তুমি আমাদের বাঁচাতে ছুটে এলে?

মল্লিনাথ। দেবতা নয় সর্দ্দার, আমি মানুষ। তোমাদেরই মত এক অত্যাচার-উচ্ছেদকামী মানুষ।

আপাং। মানুষ? মানুষ আমি অনেক দেখেছি জোয়ান। বিশেষতঃ ঐ ভদ্রমানুষগুলোকে দেখে দেখে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। দেবতা দেখিনি। শুনেছি তাদের কথা। তুমি—তুমি যদি সেই দেবতা না হও, তাহ'লে দেবতা কেমন তা আমি জানি না।

মাফিন্। কিন্তু বাবা, উনি যে আহত। কী করি বলো তো?

আপাং। ছাড়িস্‌নি মা, হাতে পেয়েও এমন দেবতাকে ছেড়ে দিস্‌নি। নিয়ে যা আমাদের কুঁড়ে ঘরে। সেবা কর্। যত্ন কর্। জীবন ধন্য হ'য়ে যাবে রে, ধন্য হ'য়ে যাবে।

মাফিন্। বাবা।

আপাং। কুড়িয়ে পাওয়া ঠাকুর আদর ক'রে ঘরে তোল্ মা, আমি চল্লুম ঠাকুর-সেবার যোগাড় কর্‌তে।

[প্রস্থান

মাফিন্। এসো ঠাকুর।

মল্লিনাথ? ঠাকুর? তুমিও আমাকে "ঠাকুর" ব'লে ডাকবে! আমি মল্লিনাথ।

মাফিন্। না—না, তুমি দীননাথ, তুমি অনাথের নাথ। এসো ঠাকুর, এসো—

[মল্লিনাথকে ধ'রে নিয়ে মাফিনের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান

জোলেখার প্রবেশ

জোলেখা। মরীচিকা—মরীচিকা! এ জীবনটাই শুধু মরীচিকার পিছনে ছুটোছুটি! তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে জল পান করতে যাই, দেখি, জল নয়, সে মরীচিকা। দেবতা ব'লে যাকে পূজা দিতে চাই, অচ্ছুৎ ব'লে সে ফিরিয়ে দেয় আমার পূজা-উপচার। একী নসীব আমার খোদা, একী তক্‌দির? জীবনে একটা কামনাও কি আমার কোনদিন পূরবে না মেহেরবান?

আমিনার প্রবেশ

আমিনা। দিদিভাই, আবার একা একা লুকিয়ে কাঁদছিস্ তুই?

জোলেখা। [চকিতে চোখ মুছে] কই, না তো আমিনা বহিন। কাঁদবো কেন?

আমিনা। তবে তোমার চোখ অমন ফুলো-ফুলো কেন? গলার আওয়াজ কাঁপছে কেন?

জোলেখা। ও কিছু না রে, কিছু না। চোখে বালি পড়েছে কিনা, তাই।

আমিনা। দিদিভাই, বলো না দিদিভাই, কীসের এত দুঃখ তোমার?

জোলেখা। ওরে না না, সে কথা জানতে চাস্‌নে আমিনা! খোদা করুন, সে দুঃখ যেন তোকে কোনদিন বুঝতে না হয়।

আমিনা। আমি বুঝতে পারি দিদিভাই, কী তোমার হয়েছে?

জোলেখা। জানিস্? কী জানিস্ তুই?

আমিনা।—

গীত

আমার বীণাটি বাজেনাকো আর, কণ্ঠে নাহিক গান।
অমৃতসাগর মন্থন করিয়া ব্যথা পেনু প্রতিদান॥

জোলেখা। আমিনা! তুই একথা কি ক'রে জান্‌লি বহিন? আর কি জানিস্?

আমিনা।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

মোর ফাগুন আকাশে কালো মেঘ ভাসে,
ফুল-বাগিচায় ভ্রমরা না আসে,
মালা চেয়ে হায়, জ্বালা পেনু শুধু, ভালবেসে অপমান॥

জোলেখা। ঠিক—ঠিক ধরেছিস্ আমিনা। কিন্তু আমি এখন কী করি বল্ তো বহিন?

আমিনা।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

ওগো মরমিয়া, হ'য়ো না নিঠুর,
বিরহ-বেদনে আমি যে বিধুর,
সব নিয়ে মোর করো করো ওগো দুঃখভার অবসান॥

জোলেখা। আমিনা! আমিনা! [কান্নায় ভেঙে পড়ে]

আমিনা। কাঁদছিস্ দিদিভাই? কাঁদ্—প্রাণ খুলে কাঁদ্! কেঁদে

কলিজাটা হাল্কা ক'রে নে। আমার দুঃখু হ'লে আমিও তাই খুব কাঁদি। কাঁদ্ দিদিভাই, কাঁদ্—

[প্রস্থান

জোলেখা। [কান্নায়] হবে ? হবে আমার দুঃখভার অবসান ? ওগো মরমিয়া ! কেন—কেন তুমি এতো নিঠুর গো ? [কাঁদতে থাকে]

নিঃশব্দে সুধর্ম্মের প্রবেশ

জোলেখা। [চম্‌কে চোখ মুছে ফিরে তাকায়] কে ? একী ! রাজাজী, আপনি ?

সুধর্ম্ম। হাঁ জোলেখা, আমি। দেখতে এসেছিলাম, আমার অতিথিরা কেমন আছেন ?

জোলেখা। বহোৎ বহোৎ শুক্রিয়া ! আপনার মেহেরবানিতে আমরা ভালই আছি রাজাজী।

সুধর্ম্ম। তবে অমন ক'রে কাঁদছিলে কেন জোলেখা ? দিল্লীর জন্যে মন কেমন কর্‌ছিল ?

জোলেখা। না রাজাজী ! দিল্লীর কথা আর ভাবি না। দিল্লী আজ একটা স্বপ্ন-কথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে।

সুধর্ম্ম। তবে ? আর কী এমন দুঃখ তোমার শাহজাদী ?

জোলেখা। আমার আর্জি রাজা সাহেব, সে কথা জানতে চাইবেন না। তা আমি আপনাকে বল্‌তে পারবো না।

সুধর্ম্ম। আমিও কিন্তু আজ তোমার কাছে একটা আর্জি নিয়ে এসেছি জোলেখা।

জোলেখা। ছি-ছি ! আর্জি কেন রাজাজী ? হুকুম করুন।

সুধর্ম্ম। না জোলেখা, যা আমি চাইতে এসেছি, হুকুম ক'রে তা পাওয়া

যায় না। তার জন্যে আর্জিই পেশ করতে হয়। বলো শাহজাদী, আমার আর্জি তুমি মঞ্জুর করবে? জবান দাও।

জোলেখা। দিলাম জবান, একান্ত অসম্ভব না হ'লে আপনার আর্জি না মঞ্জুর হবে না। বলুন, কি চান আপনি?

সুধর্ম্ম। তোমাকে চাই জোলেখা, তোমাকে!

জোলেখা। রাজাজী!

সুধর্ম্ম। অবাক হ'য়ো না জোলেখা! অবাক হবার কথা বটে, তবু অবাক হ'য়ো না! তোমাকে যে দিন প্রথম দেখেছি, সে দিনই বুঝেছি তোমাকে না পেলে আমার জীবন বৃথা।

জোলেখা। আপনি বিবাহিত রাজাজী। রাণী চন্দ্রপ্রভা আমার মাতৃসমা।

সুধর্ম্ম। চন্দ্রপ্রভা—চন্দ্রপ্রভা। তোমার ঐ মাতৃসমা রাণীটিই আমার জীবনটাকে বিষিয়ে তুলেছে জোলেখা! উঃ, কী কুক্ষণেই না ওর ঐ চোখ ধাঁধাঁনো রূপে মুগ্ধ হ'য়ে ওকে বিয়ে করেছিলাম। সারাটা জীবন ও আমাকে সেই রূপের আগুনে ঝলসে পুড়িয়ে খাক্ করছে! ও জানে শুধু জ্বালাতে। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ও ভালবাসতে জানে না জোলেখা। তাইতো আমার ভালবাসার কাঙাল মন তোমার আশ্রয় চায় জোলেখা।

জোলেখা। আমাকে মাফ করুন রাজা সাহেব। তা হয় না।

সুধর্ম্ম। দয়া করো জোলেখা! আমাকে বাঁচাও। আমি তামাম্ আরাকানের রাজা। লোকে ভাবে, আমার সুখের অন্ত নেই। অথচ বিশ্বাস করো শাহজাদী, আমার চেয়ে অসুখী লোক সারা আরাকানে আর একটি নেই। আমি সব পেয়েও কাঙাল, একটী ফোঁটা ভালবাসার কাঙাল! আমি তোমাকে আমার সব দেবো জোলেখা। রাজ্য, সিংহাসন,

ক্ষমতা, অধিকার—সব কিছু উজাড় ক'রে তুলে দেবো তোমার হাতে ; বনবাসে বিসর্জ্জন দেবো ঐ সর্ব্বনাশী চন্দ্রপ্রভাকে। বিনিময়ে তুমি শুধু আমায় একটুখানি ভালবাসা দিও জোলেখা, এই হতভাগ্য আরাকান-রাজ সুধর্ম্মকে দয়া ক'রে একটু ভালবেসো।

জোলেখা। অমন ক'রে ব'লে আমায় কষ্ট দেবেন না রাজা বাহাদুর। প্রাণ দিলেও আপনার উপকারের ঋণ শোধ হয় না। কিন্তু—তবু এ যে অসম্ভব রাজাজী! আমি নিরুপায়।

সুধর্ম্ম। আমি এখনই জবাব চাই না জোলেখা। তুমি ভেবে আমায় জবাব দিও। আমি অপেক্ষা করবো।

জোলেখা। [উচ্ছ্বসিত কান্নায়] না-না-না! বৃথা অপেক্ষা করবেন না রাজা! আমি সর্ব্বনাশী, আমি প্রলয়ঙ্করী! আমাকে ভুলে যান মেহেরবান রাজা, ভুলে যান। [দ্রুত প্রস্থান

সুধর্ম্ম। তোমাকে ভুলে যাবো জোলেখা? এ কী আদেশ তুমি আমায় করলে মানসী? তা'হ'লে যে আগে আমায় নিজেকে ভুলে যেতে হয়, ভুলে যেতে হয় আমার জীবনের সার রত্ন ভালবাসা।

সুজার প্রবেশ

সুজা। সেও ভাল আরাকান-রাজ, সেও ভাল। তবু আশ্রয় দিয়ে আশ্রয়দাতার ধর্ম্ম ভুলে যেও না। রক্ষক সেজে নিজেই আবার ভক্ষক হ'তে চেও না।

সুধর্ম্ম। আপনি তা'হলে অলক্ষ্যে থেকে সব কিছুই শুনেছেন শাহজাদা?

সুজা। শুনতে আমি চাইনি রাজা সুধর্ম্ম। শোনার মত কথা এটা নয়। তবু আপশোষ, আপনাদের সব কথাই কানে গেছে।

সুধর্ম্ম। ভালই হয়েছে। যে কথা একদিন আপনার কাছে মুখ ফুটে বল্‌তেই হ'তো, আজই তা বলা হ'য়ে যাক্‌। শাহজাদা শাহসুজা, আমি আপনার কন্যা জোলেখার পাণিপ্রার্থী।

সুজা। [অসহ্য রোষে] রাজা সুধর্ম্ম !

সুধর্ম্ম। বলুন শাহজাদা।

সুজা। জানো, দিল্লী হ'লে এই কসুরে তোমার গর্দ্দান যেত ?

সুধর্ম্ম। এটা কিন্তু দিল্লী নয় শাহজাদা, এটা আরাকান। আর অপরাধ ? না, কোন অপরাধ আমি করিনি। ভালবাসা অপরাধ নয় শাহজাদা, পাপ নয়। ভেবে দেখবেন শাহজাদা, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে প্রস্তাবটা আমার ভাল ক'রে ভেবে দেখবেন।

[প্রস্থান

সুজা। রাজা সুধর্ম্ম ! না না, ভাববার এতে কিছু নেই। এ শাদী হবে না। এ হ'তে পারে না, হয় না—হয় না—

[প্রস্থান

জোলেখা ও ফয়জলের প্রবেশ

জোলেখা। না-না-না ! তা হয় না ফয়জল, হয় না—হয় না ! বারবার আমাকে উত্যক্ত করতে এসো না।

ফয়জল। জেনে রাখো, সারা আরাকানে আমিই একমাত্র লোক—যে তোমাকে আরাকান-রাজের কবল থেকে বাঁচাতে পারে।

জোলেখা। তাই বাঘের থাবা থেকে জান বাঁচাতে বাঁদরের জিম্মায় নিজেকে সঁপে দিতে হবে ?

ফয়জল। [রোষে ও অপমানে] জোলেখা !

জোলেখা। [তীব্র রোষে] বলো "শাহাজাদী" ! বেতমিজ আরাকান-

সেনাপতি, তুমিই না একদিন পাহাড়ী আর ধ্বজাধারীকে শহবৎ শিক্ষা দিতে চেয়েছিলে ? এরই মধ্যে নিজে ভুলে গেলে সেই শহবৎ ? ছি-ছি ! একটা খাপ্‌সুরৎ আওরৎ নজরে পড়লেই তোমরা হিতাহিত সব ভুলে যাবে তা'হলে ? ইনসান্ আর জানোয়ারে তফাৎ থাক্‌বে কী ?

ফয়জল। তফাৎ নেই শাহজাদী, কোনও তফাৎ নেই ! খোদার দুনিয়ায় মানুষই হ'ল সবচেয়ে জবরদস্ত জানোয়ার ! তাইতো বনের বাঘ-ভালুকেও মানুষকে ভয় পায়।

জোলেখা। তাহ'লে শুনে রাখো ফয়জল খাঁ, তোমার মতন মানুষ-জানোয়ারকে প্রশ্রয় আমি দিতে পারি। তবে ভালবেসে শাদী ক'রে নয়, গলায় শিক্‌লি বেঁধে কুত্তা পুষে।

ফয়জল। [গর্জ্জে ওঠে] শাহজাদী !

জোলেখা। রাজি থাকো তো বলো। শক্ত দেখে একছড়া সোনার শিক্‌লি গড়তে দেবো তোমার জন্যে।

[প্রস্থান

ফয়জল। এতদূর ? বহোতাচ্ছা ! দেখা যাক্ কে কাকে শিক্‌লি দিয়ে বাঁধে। শিক্‌লি আমিও জোগাড় কর্‌বো তোমাদের সবার জন্যে। তবে সে শিক্‌লি কিন্তু সোনার হবে না জোলেখাবানু ! তা হবে লোহার —মজবুত লোহার—

[প্রস্থান

দরবেশসহ উত্তেজিত সুজার প্রবেশ

সুজা। তুমি বল্‌ছো কী দরবেশ সাহেব ? এখনো এই তুচ্ছ জানটার ওপর ঔরঙ্গজীবের এত লোভ যে, সে এই সুদূর আরাকানেও আমাকে খুন করার জন্যে পাঠিয়েছে তার খুনী জল্লাদদের ?

দরবেশ। হাঁ শাহজাদা। আর সেই জল্লাদ দুজনার নাম হ'লো মীরজুমলা আর বক্তিয়ার।

সুজা। মীরজুমলা! আমার চিরদিনের দুষমন মীরজুমলা! নাঃ, বুদ্ধির তারিফ করি ঔরঙ্গজীবের। সুজার মৃত্যুবাণ বাছতে সে ভুল করেনি, এতটুকু ভুল করেনি। মীরজুমলা আর শাহসুজা। চমৎকার!

দরবেশ। তাই বল্‌তে এসেছি শাহজাদা, একটু হুঁসিয়ার থাকবেন।

সুজা। বৃথা—বৃথা চেষ্টা দরবেশ সাহেব। কোনও হুঁসিয়ারীতে কোনও ফল হবে না। মীরজুমলা যখন পিছু নিয়েছে, তখন পিঠে ছোরা আমার কেউ আটকাতে পারবে না।

দরবেশ। অন্ততঃ বেগম সাহেবা আর শাহজাদীদের জন্যেও আপনাকে হুঁসিয়ার হ'তে হবে শাহজাদা।

সুজা। তুমি জানো না দরবেশ সাহেব, আমার জন্যে নয়, তোমাদের বেগমসাহেবা ঐ পরীবানুর জন্যেই মীরজুমলা আমার খুন দেখ্‌বে।

দরবেশ। আরো একটা বদ্‌খবর আছে শাহজাদা!

সুজা। আরো? বহোতাচ্ছা! বলো—বলো দরবেশ সাহেব! সইতে আমি পার্‌বো। বলো—

দরবেশ। শাহেন্‌শাহ্‌ সাজাহান—

সুজা। কী হয়েছে শাহেন্‌শাহ্‌ সাজাহানের? কেমন আছেন তিনি?

দরবেশ। নেই।

সুজা। [চিৎকার ক'রে ওঠে] দরবেশ!

দরবেশ। এক হপ্তা আগে আগ্রা দুর্গে তিনি বন্দী অবস্থায় মারা গেছেন।

সুজা। দিল্লীর সিংহাসন? তখ্‌ৎ-এ-তাউস্‌?

দরবেশ। তাতে বসেছেন ঔরঙ্গজীব। নাম নিয়েছেন—শাহেন্‌শাহ্‌ ঔলমগীর!

সুজা। ঔলমগীর! ঔলমগীর! ঔরঙ্গজীব থেকে ঔলমগীর! ফকীর থেকে বাদশা! ধর্ম্মের নামে ধোঁকাবাজী! রাজ্যরক্ষার মিথ্যা অজুহাতে কূটনীতিতে একে একে ভ্রাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা। চমৎকার! চমৎকার! দিনদুনিয়ার মালেক! তুমি জেগে আছো তো? তোমার চোখ দুটী আজও সজাগ আছে, না বুড়ো হয়েছ ব'লে তা বিলকুল অন্ধ হ'য়ে গেছে? দেখে নাও, একটিবার চোখ খুলে দেখে নাও দুনিয়ার মালেক, তামাম্ হিন্দুস্থানের মালেক হ'য়ে দিল্লীর সিংহাসনে আজ কে বসেছে? ওকে তুমি ক্ষমা ক'রো না খোদা! অভিশাপ দাও।

দরবেশ। শাহজাদা! শাহজাদা! শান্ত হোন।

সুজা। না না। আজ আর আমি কোনও বাধা মান্‌বো না। খোদা তোমাকে মাফ কর্‌লেও আমি তোমাকে মাফ কর্‌বো না ঔলমগীর! পিতৃহত্যার আর ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবো। আমি লড়বো। আমি নতুন ক'রে লড়াই কর্‌বো। পরীবানু! মল্লিনাথ!

দরবেশ। [সুজাকে ধ'রে] শাহজাদা! জনাব—

সুজা। [উন্মত্তের মত ধস্তাধস্তি করতে করতে] না—না! আমায় ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! এই, কোই হ্যায়! আমার হাতিয়ার লে আও! আমার পিস্তল! আমার ঘোড়া! আমার ফৌজ সাজাও! লড়ায়ের বাজনা বাজাও! তোপ দাগো!

[উন্মত্তের মত দরবেশসহ প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য বন

একা মাফিন্ বলিতেছিল

মাফিন্। মল্লিনাথ! মল্লিনাথ! কোথায় ছিল ব্রাহ্মণ মল্লিনাথ আর কোথায় এক মগের মেয়ে মাফিন্। দেখা হ'লো কোন্ লগ্নে? মগ-মেয়ের ভরা যৌবনে লাগলো এক নতুন শিহরণ। তার আঁধার আকাশে হঠাৎ ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌লো সাতরঙা রামধনু, খুশির জোয়ারে টলমল ক'রে উঠলো কালো মেয়ের কালো দেহ-নদী। কেন এমন হ'লো? কেন? [কোকিল ডাকে] কে? ওমা! কোকিল? কী বল্‌ছিস্ তুই আবার? তুই জানিস্, কেন এমন হ'লো? [কোকিল ডাকে] দূর মুখপোড়া! যেমন কেলে পাখী, তেমনি স্বভাব! খালি "কু—কু" ক'রে কু গাইছিস্ কেন? থাম্ বল্‌ছি—থাম্! হুস্—যা! উড়ে গেল। যাক্। এক বসন্তের জ্বালায় আমি জ্ব'লে মর্‌ছি, উনি এসেছেন তার ওপর আবার বসন্তদূত হ'য়ে ফোড়ন দিতে। আ-গেল যা! [পাপিয়া ডাকে-"পিউপিয়া! পিউপিয়া"!] এই নাও! কোকিল তাড়ালুম তো এবার উনি এলেন! কী বল্‌ছিস্ রে পাপিয়া? [পাপিয়া ডাকে—"পিউপিয়া! পিউপিয়া! পিউপিয়া] হয়েছে বাবা! হয়েছে। ইস্, পিউপিয়া! পিয়া তো মর্‌ছে ছটফটিয়ে! পিউ কর্‌ছে কী? বল্‌না পাপিয়া! লক্ষ্মীটি! তুই জানিস্ সেই প্রিয়র খবর? কী কর্‌ছে সে? একটিবারও ভাবে সে আমার কথা? বল্‌না অনামুখো, কিছু ব'লে পাঠিয়েছে? [পাপিয়া ডাকে] এঁ্যা! কী বল্‌ছিস্ পাপিয়া? আস্‌বে সে? আস্‌বে? কবে? কবে আস্‌বে?

অলক্ষ্যে কৃষ্ণপরিচ্ছদাবৃত পাহাড়ীর প্রবেশ

পাহাড়ী। এসেছে! এইতো এসেছে!

মাফিন্। [চমকে সেদিকে ফেরে] কে? কে তুমি? কী চাও?

কৃষ্ণপরিচ্ছদাবৃত ধ্বজাধারীর প্রবেশ

ধ্বজাধারী। শুধু একা ও নয় পাহাড়ী বিবি, আমিও আছি।

মাফিন্। কী চাও তোমরা?

ধ্বজাধারী। তোমাকে পাহড়ী বিবি, তোমাকে।

[উভয়ে অগ্রসর হয় দুদিক থেকে]

মাফিন্। না-না, ধ'রো না আমায়! স'রে যাও! যাও—

[পাহাড়ী ও ধ্বজাধারী সকৌতুকে হেসে ওঠে]

মাফিন্। [উচ্চকণ্ঠে] বাবা! বাবা! কে আছো? বাঁচাও আমাকে ডাকাতের হাত থেকে!

[পাহাড়ী ও ধ্বজাধারী দুদিক থেকে অগ্রসর হ'য়ে সহসা মাফিনের মুখ কৃষ্ণ-বস্ত্রে বেঁধে ফেলে। তার হাত পাও বাঁধে। মাফিন্ ছট্‌ফট্ করে। পাহাড়ীও ধ্বজাধারী এবার নিজেদের মুখের আবরণ সরিয়ে ফেলতেই মাফিন্ তাদের চিনতে পেরে চম্‌কে শিউরে ওঠে। হেসে ওঠে পাহাড়ী ও ধ্বজাধারী]

ধ্বজাধারী। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! জালে পড়েছে চিড়িয়া! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পাহাড়ী। আর দেরী নয়। নিয়ে চলো দোস্ত! জলদি—

[ধরাধরি ক'রে মাফিন্‌কে তুলে নিয়ে উভয়ের সহাস্যে দ্রুত প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

আরাকান-রাজের খাশমহল

সুধর্ম্ম, মীরজুমলা ও বক্তিয়ারের প্রবেশ

সুধর্ম্ম। আসুন—আসুন খাঁ সাহেব। বসুন। আপনারা আমার সম্মানিত অতিথি। আপনাদের উপযুক্ত সম্বর্ধনার সাধ্য আমার নেই। হুকুম পেলে একটু নাচ-গানের আয়োজন করতে পারি।

মীরজুমলা। কী বলো বক্তিয়ার, আপত্তি আছে নাচ-গানে ?

বক্তিয়ার। কিছু না—কিছু না—

সুধর্ম্ম। বহোতাচ্ছা ! এই, কোই হ্যায় ! নাচনেওয়ালীদের পাঠাও ! জল্‌দি।

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

বক্তিয়ার। আরে, বাহবা কি বাহবা। দিল্লীতে থাকতে আরাকানী মৌটুসীদের বাহার আর জেল্লায় কথা কানে গিয়াছিল বটে। তারা কিন্তু যে এমন বড়িয়া চিড়িয়া এক একটি, তা জানা ছিল না। সাবাস্, সাবাস্ !

সুধর্ম্ম। নাচো, গাও ! আমার দিল্লীবাসী অতিথিদের খুশিতে মাতিয়ে তোল।

বক্তিয়ার। শুকনো প্রেম বিলিও না খাপ্‌সুরৎ সাকীরা ! মাঝে মাঝে গলা ভেজাতে একটু ক'রে আরাকানী সিরাজীর ছিটে দিও।

[নর্ত্তকীরা সুরাপাত্র আগিয়ে দেয় উভয়ের কাছে]

মীরজুমলা। না না, আমি সরাব পান করি না। মানা আছে হকিমের।

বক্তিয়ার। হাঁ, উনি আমার নিরিমিষ্যি হুজুর। কোই বাৎ নহি। আমি একাই পারবো ওঁর ভাগটারও মওড়া নিতে। দাও—দাও। [ঘন ঘন মদ্য পান]

নর্ত্তকীগণ।—

গীত

বাঁধো ঝুলনা, প্রিয়, বাঁধো ঝুলনা।
বাঁধিনু যে প্রেমডোরে, তারে খুলো না॥

বক্তিয়ার। পাগল, না মাথা খারাপ? তাই কখনও খুলি দিল-প্যারীরা? ঐ ঝুলনা গলায় দিয়ে তার চেয়ে ফাঁসী ঝুল্‌বো না?

নর্ত্তকীগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

নিশীথে নিবিড় চিতে দিও গো দোলা,
অভিসারে চুপিসারে আপন ভোলা,
দে দোল্, দে দোল্ আজ দামাল উতোল,
দোলে ফুল-দোলনা॥

বক্তিয়ার। কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!

মীরজুমলা। আরাকান-রাজ, আপনার নাচ্‌নেওয়ালীরা সবাই এই মাটির দুনিয়ায় আশমানের হুরী। এই নাও, তোমাদের ইনাম। [মোহরের থলি ছুঁড়ে দেয়]

[কুর্নিশ করিয়া নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

মীরজুমলা। তাহ'লে আরাকান-রাজ, ঐ কথাই পাকা রইল, কেমন?

সুধর্ম্ম। বড় ভাবনায় ফেল্‌লেন খাঁ সাহেব। শাহসুজা আমার

আশ্রিত অতিথি। তাইতো। একদিকে শাহসুজা, অন্যদিকে বাদ্‌শা ঔলমগীর।

বক্তিয়ার। শুধু বাদ্‌শা নন্ আরাকান-রাজ, ঔলমগীর হলেন হিন্দুস্থানের কাঁচাখেকো বাদ্‌শা।

মীরজুমলা। অবশ্য আপনার উপযুক্ত ইনাম তার বক্‌শিস্ আপনি পাবেন বৈকি রাজা সুধর্ম্ম।

সুধর্ম্ম। ইনাম? বক্‌শিস্?

মীরজুমলা। বেশক্। বাদ্‌শা ঔলমগীর অকৃতজ্ঞ নন, শুধু হাতে কারো উপকার তিনি নেন না।

বক্তিয়ার। আজ্ঞে হাঁ, শাহেন শাহ আমাদের দু'হাতে দোস্তদের ইনাম আর প্রেম বিলোন।

সুধর্ম্ম। আমার ইনামটা কী হবে, সেটা আমি জান্‌তে পারি কি খাঁ সাহেব?

মীরজুমলা। শাহেন্‌শা ঔলমগীরের সেরা দুষমন বিদ্রোহী শাহসুজাকে আশ্রয় দিয়ে আপনি যে রাজদ্রোহিতার কসুর করেছেন, শাহেন্‌শা তা মাফ ক'রে আপনাকে আগের মতনই নাম মাত্র খাজনায় আরাকানের বন্ধুরাজা ব'লে মেনে নেবেন।

সুধর্ম্ম। বটে। শাহেন্‌শা ঔলমগীর দেখছি সত্যি সত্যিই করুণার অবতার।

বক্তিয়ার। বেশক্, বেশক্। তবু কেন যে নিন্দুক ব্যাটারা এমন মেহেরবান বাদ্‌শার নামে খাম্‌কা যত জুলুম আর বেইমানীর গুজোব রটায়, বুঝতে পারি না।

মীরজুমলা। আঃ, তুমি থামো বক্তিয়ার!

বক্তিয়ার। যো হুকুম জনাব।

মীরজুমলা। আসল ইনামটার কথা কিন্তু আমি এখনও শোনাইনি রাজা বাহাদুর।

সুধর্ম্ম। দয়া ক'রে শোনান তাহ'লে।

মীরজুমলা। সপরিবারে শাহ্ সুজাকে বিনা ঝঞ্ঝাটে আপনি আমাদের হাতে তুলে দিলে আমরা তাঁদের সবাইকেই কয়েদ ক'রে নিয়ে যাবো সত্যি। একজনকে কিন্তু রেখে যাবো আপনার কাছে আপনার জন্যে।

সুধর্ম্ম। কাকে খাঁ সাহেব?

মীরজুমলা। বড় শাহজাদী জোলেখাকে।

সুধর্ম্ম। [চম্‌কে ওঠে] খাঁ সাহেব!

মীরজুমলা। [হেসে ওঠে] লজ্জা পাবেন না রাজা সাহেব। শর্মিন্দা হবার কোন কারণ নেই এতে।

সুধর্ম্ম। [সবিস্ময়ে] আপনি—আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন সে কথা খাঁ সাহেব?

মীরজুমলা। [হাসতে হাসতে] জান্‌তে হয়—জান্‌তে হয় রাজা-বাহাদুর। নইলে কাজ চলে না আমাদের।

বক্তিয়ার। ঠিক—ঠিক। হুজুর আমার না জানেন কী? হাঁড়ির খবর, নাড়ীর খবর, তাড়ির খবর, বাড়ির খবর—সব ওঁর নখদর্পণে। হুজুর আমাদের সাক্ষাৎ সবজান্তা খাঁ—হাঁ।

মীরজুমলা। বাজি রাজাসাহেব? একদিকে শাহসুজা, অন্যদিকে জোলেখা।

সুধর্ম্ম। [বিভ্রান্ত ভাবে] একদিকে ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, আশ্রিতপালন। অন্যদিকে লাভ, লোভ আর বিশ্বাসঘাতকতা! কী করি—কী করি আমি? আমার সব কিছু কেমন যেন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে। কী করি? কোনদিক ছাড়ি? কোন্‌দিক রাখি? সুজা, না জোলেখা?

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ

দরবেশ।— গীত

না, না রে না, ও ভুল করিস্ না।
সাধু সেজে জাহান্নমের পাঁকে ডুবিস্ না॥

সুধর্ম্ম। ভুল? কে বল্‌তে পারে এ দুনিয়ায় কোন্‌টা ভুল, কোন্‌টা ঠিক?

মীরজুমলা। তুমি বল্‌তে পারো দরবেশ?

দরবেশ। হয়তো পারি।

বক্তিয়ার। মিছে কথা হুজুর, ডাহা মিছে কথা। ও ব্যাটা জানে শুধু পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিতে।

মীরজুমলা। জানো যদি তো শোনাও দরবেশ।

দরবেশ।— পূর্ব্ব গীতাংশ

ওরে অতিথজনার নাইকো তফাৎ আল্লাতালার সাথে,
বিশ্বাসে যে জানটারে তার স'পেছে তোর হাতে,
বেইমানিতে ছল্‌লে তারে খোদার সাজা হ'তে
তোর রেহাই রইবে না॥

সুধর্ম্ম। তাহ'লে? উপায়?

দরবেশ।— পূর্ব্ব গীতাংশ

ওরে রইবে না তোর হীরা মোহর জায়গীর সিংহাসন,
শেষ সময়ে ইমানটুকুই রবে সেরা ধন,
তুই লাভের লোভে এমন রতন খোয়াস্‌নে বেকুব,
দুখের অন্ত রইবে না॥

[প্রস্থান

সুধর্ম্ম। শুনলেন—শুনলেন খাঁ সাহেব, কী কথা ব'লে গেল ঐ দরবেশ?

মীরজুমলা। শুনলাম বৈকি রাজাবাহাদুর। এখন আপনার জবাবটা শুন্‌বো ব'লে ইন্তেজার কর্‌ছি।

সুধর্ম্ম। আমার জবাব? বুঝতে পারছি না খাঁ সাহেব, কী জবাব দেবো? আমার মধ্যে যেন দেবতা আর দানবে বিরাট একটা দ্বন্দ্ব বেধে গেছে। অথচ বুঝতে পারছি না, কোন্‌টা দানব আর কে দেবতা?

বক্তিয়ার। এই মরেছে! এ সত্যি পাগল, না শেয়ান-পাগল গো?

মীরজুমলা। তাজ্জব কি বাৎ রাজা সাহেব! দুর্ব্বলে ভয় পায় আরাকান-রাজ, হিম্মৎদারেরা কোন কিছুর তোয়াক্কা রাখে না। তারা যা করে তাই মানায়! নিজেকে উপোসী রেখে, নিজের ভাল না বুঝে যারা পরের ভাল কর্‌তে গিয়ে আপৎ ডেকে আনে নিজের ঘাড়ে, দুনিয়া তাদের যতই বাহবা দিক্‌, আসলে তারা বেওকুফ ছাড়া আর কিছু নয়। আপনাকেও তাদের মতন কমজোরী দেখে আমি অবাক্ হ'চ্ছি রাজা বাহাদুর!

ভুজঙ্গধরের প্রবেশ

ভুজঙ্গ। সত্যি-সত্যিই খাঁ সাহেব, অবাক্ আমিও হ'চ্ছি। অবাকের ওপর অবাক্ হ'চ্ছি।

মীরজুমলা! আরে, কেও? ছোটরাজা? আসুন—আসুন। হাঁ, আপনি কেন অবাক্ হ'চ্ছেন ছোটরাজা?

ভুজঙ্গ। বারে বারে আমি এই একটা কথা ভেবেই অবাক্ হই খাঁ সাহেব, যে, মানুষ কত নীচ, আর কতবড় বেইমান হ'লে সামান্য একটুক্‌রো সোনা কিম্বা একটা নারীর লোভে নিজেদের শয়তানের পায়ের তলায়

বিকিয়ে দিয়ে, ললাটে এঁকে নিতে পারে বিশ্বাসঘাতকের পঙ্কিল তিলক। ছি-ছি!

মীরজুমলা। [সরোষে] ছোট রাজা!

ভুজঙ্গ। আমি মাতাল বটে খাঁ সাহেব, তবে ঔরঙ্গজীবের গোলাম নই যে আপনাদের ভয়ে সত্য কথাটা মুখে আনতে ভয় পাবো।

সুধর্ম্ম। ভুজঙ্গ! কাকে কি বল্‌ছো? ওঁরা যে আমার সম্মানিত অতিথি।

ভুজঙ্গ। তাই বুঝি এক অতিথির মন জোগাতে আর এক অতিথির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তুমি তার চরম সর্ব্বনাশ করতে চলেছ? অতিথি নয় দাদা, ওরা শনি, মূর্ত্তিমান ঐ শনি অতিথির ছদ্মবেশে তোমায় মজাতে এসেছে। তোমার ঘরে শনি ঢুকেছে, ঢুক্‌ছে শনি তোমার মনে, তোমার মগজে। যদি ভাল চাও তো ওদের তাড়াও দাদা, এখনি তাড়াও।

বক্তিয়ার। জবান বাঁধকে ছোটরাজা! কার সঙ্গে কথা বল্‌ছেন জানেন?

ভুজঙ্গ। চোপরও বেয়াদব! যখন বাঘ-সিংহে কথা হয়, তখন কুত্তা হ'য়ে বৃথা ঘেউ ঘেউ কর্‌তে যেও না।

সুধর্ম্ম। ভুজঙ্গ! তোমার সাহস দেখে আমি অবাক্ হ'চ্ছি।

ভুজঙ্গ। তুমি কি জানো না দাদা, যে, সাহসটা আমার চিরকালই একটু বেশী?

সুধর্ম্ম। কিন্তু এ ঔদ্ধত্য আমি সহ্য কর্‌বো না। আমার যা খুশি আমি তাই কর্‌বো।

ভুজঙ্গ। আমি কর্‌তে দেবো না।

সুধর্ম্ম। দেবে না? কী কর্‌বে?

ভুজঙ্গ। বাধা দেবো সাধ্যমত। তুমি শনিগ্রস্ত হ'লেও আমি চেষ্টা করবো সারা আরাকানকে সেই শনির প্রভাব আর বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক থেকে বাঁচাতে।

সুধর্ম্ম। মনে রেখো ভুজঙ্গ, আমি রাজা, এ রাজ্য আমার।

ভুজঙ্গ। তুমিও ভুলে যেও না রাজা, যে, আমিও রাজভ্রাতা; আর এ রাজ্যের অর্ধেকটা আমার প্রাপ্য।

মীরজুমলা। পারবে তুমি ছোটরাজা এমনিভাবে শাহেন শা ঔলমগীরের কাজে বাদ সেধে তাঁর মওড়া নিতে?

ভুজঙ্গ। শাহেন্‌শা ঔলমগীর? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! হাসালে খাঁ সাহেব, এবার তুমি আমায় হাসালে। সিংহাসনে বস্‌তে পেয়েছে ব'লেই একটা কসাই হবে শাহেন্ শা? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মীরজুমলা। খবর্দ্দার ছোটরাজা! এ রাজদ্রোহ! সইবো না আমি এই বেয়াদবি! [অসি বার করে]

ভুজঙ্গ। আর এক পা এগোলে তোমার বেয়াদবিও আমি সহ্য করবো না খাঁ সাহেব। [অসি বার করে] খাঁ সাহেব! তোমার ঐ কসাই শাহেন শা আর তোমার হুমকিকে আমি এক পাত্র আরাকানী সিরাজের সঙ্গে টুক্ ক'রে বেমালুম গিলে ফেলে আবার একটা ঢেকুর তুলে তা উগরে দিতে পারি। ব'লো তোমার মহামান্য সেই মনিবকে যে, তামাম্ হিন্দুস্থান তার ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপলেও আরাকানের এই মাতালটা তাকে ভয় করা দূরে যাক্, মানুষ ব'লেই তোয়াক্কা করে না।

মীরজুমলা। তবু সেই অমানুষ ঔলমগীরকেই একদিন বাধ্য হ'য়ে তোমায় সেলাম জানাতে হবে ছোটরাজা।

ভুজঙ্গ। আমায়! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি দেখছি খাঁ সাহেব, মদ না খেয়েও আমার চেয়ে বড় মাতাল। সেলাম করবো একটা ঘাতক

বাদশাকে ? তার আগে নিজের হাত দুটো নিজেই আমি কেটে বাদ দেবো।

সুধর্ম্ম। অসহ্য—অসহ্য তোমার স্পর্দ্ধা ভুজঙ্গ! অনেক সহ্য করেছি এতক্ষণ। কিন্তু আর নয়। দূর হও, এবার দূর হও তুমি এ ঘর থেকে।

ভুজঙ্গ। যাচ্ছি দাদা, যাচ্ছি। এ ঘরে থাকতে আমিও আর পারছি না। এখানকার বিষাক্ত গুমোট বাতাসে দম আমার বন্ধ হ'য়ে আসছে। শুধু একটা কথা দাদা। আমার অনুরোধ, আমার মিনতি—সাধ ক'রে মানুষকে পায়ে ঠেলে অমানুষের পায়ে তুমি নিজেকে বিকিয়ে নিও না দাদা, দিও না—দিও না—

[প্রস্থান

মীরজুমলা। বহোতাচ্ছা আরাকান-রাজ, বহোতাচ্ছা! আপনাদের ভদ্রতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি। এবার তাহ'লে এই কথাই জানাই গিয়ে সেই কসাই বাদশা ঔলমগীরকে, কেমন ?

সুধর্ম্ম। না, না। ক্ষমা করুন খাঁ সাহেব, আমার ভাইয়ের অভদ্রতা ক্ষমা করুন। ওর হ'য়ে আমি আপনাদের কাছে মাফ চাইছি।

বক্তিয়ার। বেশক্—বেশক্! ও নিয়ে মন খারাপ করবেন না।

মীরজুমলা। কিন্তু আপনার জবাবটা রাজাবাহাদুর ?

সুধর্ম্ম। একটু অপেক্ষা করুন আপনারা। আমি এখনি আস্‌ছি। মাথাটা কেমন যেন গরম হ'য়ে উঠেছে। আস্‌ছি খাঁ সাহেব, এসে জবাব দিচ্ছি—এখুনি।

[বিভ্রান্তভাবে প্রস্থান

মীরজুমলা। কী ভাবছো বক্তিয়ার ?

বক্তিয়ার। ভাবছি হুজুর, তীরে এসে তরি বুঝি ডুবলো। আচ্ছা

হুজুর, ঐ কম্‌বখৎ ছোট রাজাটার অত চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি আপনি কী ব'লে সহ্য কর্‌লেন বলুন তো? হাতিয়ার তো ছিল হাতে।

মীরজুমলা। বেওকুফ! রাজনীতিতে সবার সেরা হাতিয়ার কী জানো বক্তিয়ার? ঠাণ্ডা মেজাজ আর সহ্য গুণ। আর ইস্পাতের হাতিয়ার? ওটা পেছন থেকে চালানোই অনেক ভালো। বুঝেছ বেওকুফ?

বক্তিয়ার। জি হাঁ। বুঝ্‌লুম হুজুর, যে, এই দুনিয়ায় কোনও মিঞাকে সজ্ঞানে বিশ্বাস করা নিরাপদ নয়। কিন্তু হুজুর, রাজা বাহাদুর তো এখনও জবাব দিতে আসছেন না।

মীরজুমলা। বোধ হয় জবাবটা তিনি ঠিক ক'রে উঠতে পারছেন না। তাইতো! তাহ'লে কি হিসেবে আর চালে আমার ভুল হ'য়ে গেল? জাল গুটিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যেতে হবে?

চন্দ্রপ্রভার প্রবেশ

চন্দ্রপ্রভা। না, খাঁ সাহেব, না।

মীরজুমলা। একী! কে আপনি?

চন্দ্রপ্রভা। আমি রাণী চন্দ্রপ্রভা।

মীরজুমলা। রাণী সাহেবা? সেলাম রাণী সাহেবা, সেলাম।

বক্তিয়ার। আমারও শতকোটি সেলাম রইল রাণী সাহেবা।

মীরজুমলা। হাঁ, কী যেন বল্‌ছিলেন রাণী সাহেবা?

চন্দ্রপ্রভা। সুজাকে আপনারা সপরিবারে কয়েদ কর্‌তে চান্‌, এই না খাঁ সাহেব?

মীরজুমলা। হাঁ।

চন্দ্রপ্রভা। তার বদলে জোলেখাকে আপনারা খয়রাৎ কর্‌তে রাজি আছেন। ঠিক বল্‌ছি?

মীরজুমলা। বিল্‌কুল ঠিক।

চন্দ্রপ্রভা। রাজার বদলে রাণী যদি আপনাদের সাহায্য করে, দেবে না জোলেখাকে রাণীর হাতে তুলে?

মীরজুমলা। আপত্তি নেই। কিন্তু আপনি জোলেখাকে নিয়ে কী করবেন?

চন্দ্রপ্রভা। ঝল্‌সাবো। আগুনে ঝল্‌সে পুড়িয়ে থাক্ করবো!

বক্তিয়ার। ইয়ে আল্লা! হুজুর, এসব আমরা কি শুন্‌ছি হুজুর! অমন আস্ত খাপ্‌সুরৎ মেয়েটাকে আগুনে ঝল্‌সে কাবাব বানানো হবে? সে কাবাব খাবে কে জনাব?

চন্দ্রপ্রভা। খাবে শেয়াল-কুকুরে আর কাক-চিলে। আগুন! এ চুল্লির আগুন নয় খাঁ সাহেব।

মীরজুমলা। তবে?

চন্দ্রপ্রভা। ঈর্ষার আগুন। তীব্র ঈর্ষা। এ আগুনে সৃষ্টি পুড়ে কতবার খাক্ হ'য়ে গেছে, আর ওতো সামান্য একটা মেয়ে। বলুন খাঁ সাহেব, রাজি আছেন আমার প্রস্তাবে?

মীরজুমলা। আপত্তি নেই। তবে তার আগে রহস্যটা আমায় আরও একটু বুঝে নিতে হবে রাণী সাহেবা!

চন্দ্রপ্রভা। [হেসে ওঠে] বলেন কি খাঁ সাহেব? বুঝতে পারবেন তো নারী-মনের সেই জটীল রহস্য? দুনিয়ার কোনও পুরুষ আজ পর্য্যন্ত যা পারেনি, আপনি তাই পারতে চান্? আশা তো আপনার কম নয় খাঁ সাহেব। বেশ, আসুন তাহ'লে আমার সঙ্গে,—আসুন। এইদিকে —এইদিকে—

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের অন্য মহল

পাহাড়ী ও মাফিন্

পাহাড়ী। এখনও ভেবে দেখো মাফিন্। এখনও সময় আছে। এখনও যদি তুমি রাজি হও আমাকে শাদী করতে, তাহ'লে এখুনি তোমাকে নিয়ে আমি এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারি।

মাফিন্। কোথায় পালাবে পাহাড়ী! তুমি স্বর্গে গেলে তোমার ছোঁয়ায় স্বর্গটাও যে মুহূর্ত্তে নরক হ'য়ে উঠবে।

পাহাড়ী। মাফিন্! আমি তোমায় ভালবাসি মাফিন্।

মাফিন্। আমি বাসি না। আমি ঘৃণা করি তোমাকে। এত ঘৃণা আমি জানোয়ারদেরও করি না।

পাহাড়ী। তুমি ভুল বুঝে বারবার আমাকে ব্যথা দিচ্ছ মাফিন্। বিশ্বাস করো, তোমার জন্যে আমি সব করতে পারি।

মাফিন্। পারো? সত্যি পারো?

পাহাড়ী। পারি মাফিন্, পারি। ব'লে দেখো, পারি কিনা?

মাফিন্। তোমার মা বেঁচে আছেন পাহাড়ী?

পাহাড়ী। আছে।

মাফিন্। যাও পাহাড়ী, মাকে সঙ্গে নিয়ে হাটে গিয়ে তুমি তাঁকে একটা লম্পট মাতালের কাছে বিক্রি ক'রে এসো।

পাহাড়ী। মাফিন, কি বলছো তুমি?

মাফিন্। পারবে না? তাহ'লে আমাকেও তুমি পাবে না। তুমি

যেমন তোমার মাকে বেচতে পারো না মাতালের হাতে টাকার লোভে, আমিও তেমনি তুচ্ছ প্রাণটার লোভে নিজেকে বিক্রি করতে পারি না একটা জানোয়ারের চেয়েও জানোয়ারের কাছে।

পাহাড়ী। [প্রচণ্ড হুঙ্কারে] মাফিন্!

মাফিন্। বুঝি পাহাড়ী, বুঝি। সিংহের গর্জ্জন আর শেয়ালের রবের তফাৎটুকু আমি বুঝি।

ধ্বজাধারীর প্রবেশ

ধ্বজাধারী। ছিঃ বন্ধু, ছিঃ! প্রেমালাপটা একটু যেন পাড়া-জানানো গোছের হ'য়ে যাচ্ছে না? হ'লো কী?

পাহাড়ী। কালনাগিনী কিনা, তাই যত ঘা খাচ্ছে, ফোঁসফোঁসানি তত বাড়ছে।

ধ্বজাধারী। এই কথা? তা বেশ তো। ঝুড়ির মধ্যে পূরে বিষদাঁত কটা ভেঙে ফেল্লেই তো হয়।

পাহাড়ী। তাই যাচ্ছি। এসো—এসো আমার সঙ্গে।

মাফিন্। থাক্, গায়ে হাত ছোঁয়াতে হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি। মনে থাকে যেন, আমি কালনাগিনী, আর বিষদাঁত আমার এখনও আছে। চলো—[পাহাড়ী ও মাফিন্ প্রস্থানোদ্যত হয়]

কষাহাতে ভুজঙ্গের প্রবেশ

ভুজঙ্গ। দাঁড়াও! পোষ মানলো মেয়েটা?

ধ্বজাধারী। কই আর মান্‌লো হুজুর? সটান ডিগবাজী খাচ্ছে?

ভুজঙ্গ। বটে? নাচতে এসে এখনও ঘোমটার বড়াই? পাহাড়ী, স'রে দাঁড়াও। এই মেয়ে, কী নাম তোমার?

মাফিন্। মাফিন্।

ভুজঙ্গ। তুমি তো নাচতে জানো?

মাফিন্। জানি।

ভুজঙ্গ। তবে নাচছো না কেন? নাচো, নাচ দেখাও।

মাফিন্। নাচ দেখাবো তোমাদের? তার আগে ঐ পাথরের দেয়ালে মাথা কুটে মর্‌বো না।

পাহাড়ী। ঐ শুনুন হুজুর! সটান অগ্নি কথা বল্‌ছে।

ভুজঙ্গ। ও তেজ ঠাণ্ডা করার দাওয়াই আমার হাতেই আছে। দেখছো, এটা কী? ভালয় ভালয় নাচ না দেখালে, এই কষার মোলায়েম দাগ সর্ব্বাঙ্গে এঁকে দেবো। বুঝেছ?

মাফিন্। ভয় দেখিও না রাক্ষস! চাবুকের জ্বালার ভয় দেখাচ্ছো? যে চাবুকের তীব্র জ্বালা আমি দিনরাত মনের মধ্যে ভোগ কর্‌ছি, ও তো তার কাছে ফুলের ঘা। মার্‌বে? মারো।

ভুজঙ্গ। তবু কথা রাখবে না?

মাফিন্। না।

ভুজঙ্গ। তবে নাও। এই নাও। [কষাঘাত] এই নাও। এই নাও!

[পাগলের মত ভুজঙ্গ কষাঘাত ক'রে চলে মাফিনের ওপর।
যাতনায় লুটিয়ে প'ড়ে মাফিন্ মাটিতে ছট্‌ফট্ করে]

মাফিন্। [যন্ত্রণায়] মারো! আরো মারো! থেমো না! আমায় মেরে ফেলো গো! মেরে ফেলো!

ধ্বজাধারী। [বাধা দিয়ে] থাক্ হুজুর, থাক্! একেবারে মেরে ফেল্‌লে নাচবে কে? খুব হ'লো বাবা! এমন বেয়াড়া বিদ্‌কুটে নাচ বাপের জন্মেও দেখিনি। আর তোকেও বলিহারি যাই মেয়েটা!

এই এত গরুর মার, চোরের মার সহ্য করছিস্, তবু গোঁ ছাড়বিনে? ধন্যি জিদ যা হোক্!

পাহাড়ী। ঐ জিদের জন্যেই তো ওর এত দুর্গতি। হিত কথা কানে যায়নি যে। এখন?

ভুজঙ্গ। [কষা ধ্বজাধারীর হাতে তুলে দিয়ে] বেশ, থাক্ প'ড়ে ও ঐভাবে। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করবো। দেখি, বুনো পাখী পোষ মানে কিনা?

চীৎকার করতে করতে আপাংএর প্রবেশ

আপাং। কই? কোথায় রাজা? কোথায় রাজার ভাই? কোথায় তারা? একী! মাফিন্?

পাহাড়ী। খবরদার বুড়ো, এগোবে না ওদিকে!

আপাং। স'রে যা কুত্তা কাঁহাকা।

[আপাং লাঠি তোলে। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার তোলে পাহাড়ী ও কষা উদ্যত করে ধ্বজাধারী]

পাহাড়ী। খবর্দ্দার!

মাফিন্। তুমি পালাও বাবা! পালাও—

ভুজঙ্গ। কে এই বুড়োটা?

আপাং। আমি আপাং সর্দ্দার। মাফিন্ আমার বেটী! তুমি কে? রাজার ভাই?

ভুজঙ্গ। হাঁ। চিনতে কষ্ট হ'চ্ছে?

আপাং। তা হ'চ্ছে বই কি। রাজা হ'লো ভগবান। ভগবানকে জানোয়ারের মতন দেখলে চিনতে কষ্ট হবে না?

ভুজঙ্গ। চোপরও জঙ্গলী বুড়ো!

আপাং। না। চুপ করবো না। চুপ ক'রে অনেক সহ্য করেছি আমরা। আর সইবো না। রাজার ভাই তুমি। তুমিও রাজা। শুন্‌তে হবে আমার নালিশ, কর্‌তে হবে তোমাকে বিচার।

মাফিন্। না—না বাবা, কিছু ব'লো না ওদের। ওদের কাছে তুমি মাথা নিচু ক'রো না।

ভুজঙ্গ। না, বলো। আমি শুন্‌বো। বলো, কী তোমার নালিশ?

আপাং। তাহ'লে শোন ছোটরাজা! সহরের ভদ্র বড়লোক ব'লে কি তোমরা সবাই মানুষ হ'য়েও দেবতা, আর ছোট বুনো জাত ব'লে চিরকাল আমরা তোমাদের পোষা জানোয়ার? তোমাদের সঙ্গে আমাদের গায়ের চামড়ায় রংয়ের তফাৎ থাক্‌লেও চামড়ার নিচে ছুটে বেড়ানো রক্তের রং তো বদলায় নি?

[অলক্ষ্যে সভয়ে পাহাড়ীর প্রস্থান

ভুজঙ্গ। আপাং সর্দ্দার! এ সব কি বল্‌ছো তুমি?

আপাং। আমার নালিশ,—তোমাদের খাশ মহলে পর্দ্দার আড়ালে তোমাদের মা বোনের ইজ্জৎ থাকবে ঢাকা, আর এই ছোটজাত গরীবের ইজ্জৎ—তোমরা জঙ্গলের কুঁড়েঘর থেকে টেনে এনে তচ্‌নচ্‌ ক'রে ছড়িয়ে দেবে পথের ধুলোয়? তা হবে না, তোমরা যদি আমাদের পাওনা ইজ্জৎ না দাও, আমরাও আর বেশীদিন দেব না তোমাদের পাওনা ইজ্জৎ!

ভুজঙ্গ। কে বল্‌লে, ইজ্জতের দাবী তোমাদের নিশ্চয়ই আছে।

আপাং। তাই যদি সত্যি, কেন দিনের পর দিন বে-কসুরে চাবুক হাঁক্‌ড়াও আমাদের পিঠে? রক্ত ঝরে, প্রতিবাদ কর্‌তে গেলে—কেন খাই জুতোর ঠোক্কোর? কেন—কেন?

ভুজঙ্গ। অন্যায়—অন্যায়, কারো অধিকার নেই এমন অত্যাচার করার!

আপাং। নেই? তাহ'লে কেন—কেন নিজে তুমি জোর ক'রে আমার সোমত্ত মেয়েকে ধ'রে এনে আটকে রেখেছ? কেন তার কালো অঙ্গে অমন ক'রে চাবুক হাঁকড়েছো? কেন তুমি এই আপাং সর্দ্দারের কুলে আর মুখে কালি মেখে দিয়েছ? বলো, জবাব দাও।

ভুজঙ্গ। আমি জোর ক'রে ধ'রে এনেছি তোমার মেয়েকে? কি বল্‌ছো তুমি আপাং সর্দ্দার? ধ্বজাধারী, কি বল্‌ছে এরা? বিশ্বাস ক'রো সর্দ্দার, এসবের কিছুই আমি জানি না। তোমাদেরই দলের ঐ পাহাড়ী আমাকে বলেছিল যে, মোহর পেলে মেয়ে তোমার নাচ দেখাবে। তাই মোহর তাকে আমি দিয়েছিলাম। কোথায় গেল পাহাড়ী? পাহাড়ী! পাহাড়ী!—

আপাং। পাহাড়ী পালিয়েছে ছোট রাজা। কীর্ত্তি তার ফাঁস হ'য়ে গেছে। তাই পালিয়েছে ভয়ে।

ভুজঙ্গ। কোথায়—কোথায় পালাবে সে? তাকে আমি পাতাল খুঁড়ে বার ক'রেও এর সাজা দেবো। আমার নামে এমনি ক'রে মিথ্যা কালি লেপে দেবার সাহস তার আমি চুকিয়ে দেবো। ধ্বজাধারী!

ধ্বজাধারী। আজ্ঞে হুজুর!

ভুজঙ্গ। তুমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছো যে? তুমি তো তার বন্ধু। তুমি জানো না এসব কথা?

ধ্বজাধারী। আজ্ঞে, না হুজুর, মাইরি বল্‌ছি, কোন্ শালা জানে এসব! ওরে বাবা, ভেতরে ভেতরে এত চিত্তির? বজ্জাত ব্যাটা, ঐ মোহর-টোহরের কথা একবিন্দুও আমাকে জানায়নি। সব নিজে গাপ করেছে। আমাকে বলেছিল, মেয়েটা নাকি তার পিরীতের মৌটুসী। বল্‌লেই নাচতে আস্‌বে। এর বেশী আমি আর কিছু জানি না হুজুর।

ভুজঙ্গ। তুমি যাও ধ্বজাধারী। সন্ধান নাও সেই শয়তানটার। যাও।

[ধ্বজাধারীর প্রস্থান

আপাং। শয়তান—শয়তান, ঐ পাহাড়ীটা একটা আস্ত শয়তান!

ভুজঙ্গ। ও কথা থাক্ সর্দার। জেনে হোক্ আর না জেনেই হোক্, আমার নামে সে যখন এই কুকীর্ত্তি করেছে, তখন অপরাধ আমারই। তোমার মেয়ের সহজাত সম্ভ্রম ও লজ্জাকে জেদ আর ছলনা ব'লে বুঝিয়ে আমাকে সে উত্তেজিত ক'রে তুলে মাফিনের গায়ে চাবুক হাঁকড়াতে বাধ্য করেছে। বলো সর্দার, তোমার বিচারে আমার এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কী? বলো তুমি, কী সাজা আমায় নিতে হবে?

আপাং। সাজা! নিজে তুমি নিজেকে সাজা দেবে ছোটরাজা? তুমি বল্‌ছো কী?

ভুজঙ্গ। ঠিকই বল্‌ছি। এই হাতে চাবুক হাঁকড়েছি। বলো সর্দার, কেটে বাদ দেবো এই হাতটা?

আপাং। ছোটরাজা!

ভুজঙ্গ। এই চাবুক, এই চাবুকে নিজের ছাল নিজে তুলে নেবো তোমাদের চোখের সামনে?

আপাং। ছোটরাজা! ছোটরাজা! আজ একি কথা তুমি শোনালে? এমন কথা তো তোমাদের মুখে কক্ষনো শুনিনি। না—না, হেরে গেলাম আমি। আবার হেরে গেলাম। [গমনোদ্যোগ]

ভুজঙ্গ। চ'লে যাচ্ছো সর্দার?

আপাং। ঘরে উপোসী ঠাকুর, তাড়াতাড়ি ফিরে না গেলে তার সেবার যোগাড় ক'রে দেবে কে? ঠাকুরের আবার মানের বহর আছে গো, কুড়িয়ে পাওয়া ঠাকুর কি না।

ভুজঙ্গ। সর্দ্দার—সর্দ্দার :

মাফিন্। যেতে দাও—ওকে যেতে দাও ছোটরাজা!

ভুজঙ্গ। ও হঠাৎ অমন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো কেন মাফিন্?

মাফিন্। জ্বালায়। কিন্তু ওর সে জ্বালার ইতিহাস আমিও জানি না। কেউ জানে না।

ভুজঙ্গ। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

মাফিন্। সত্যিই আশ্চর্য্য ছোটরাজা। তুমিও আশ্চর্য্য। তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করো ছোট রাজা।

ভুজঙ্গ। না না, "ছোটরাজা" নয় মাফিন্, আর "ছোটরাজা" নয়। বলো "দাদা"। আমি দাদা আর তুমি আমার অত্যাচারিতা ছোটবোন মাফিন্।

মাফিন্। তুমি—তুমি আমায় "বোন" ব'লে ডাক্‌লে?

ভুজঙ্গ। হবে না আমার ছোটবোন? ছোট্ট একটী বোনের আমার চিরকাল বড় সাধ। সে সাধ পূর্ণ ক'রে তুমি আমাকে ধন্য করতে পারবে না মাফিন্?

মাফিন্। ব'লো না—অমন ক'রে ব'লো না দাদা! তোমার বোনের তাতে পাপ হবে যে! আমার প্রণাম নাও দাদা! [পদতলে ব'সে প্রণাম করে]

ভুজঙ্গ। ওঠো বোন—ওঠো! ওরে ওখানে নয়, বুকে আয়—বুকে আয়। [কাছে টেনে নেয় ভুজঙ্গ]

মাফিন্। দাদা! আমার দাদা! [কান্নায় মুখ লুকোয় ভুজঙ্গের বুকে]

মল্লিনাথের প্রবেশ

মল্লিনাথ। মাফিন্।

মাফিন্। কে, ঠাকুর ? তুমি এসেছ ?

মল্লিনাথ। হাঁ। তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি। এসেছি তোমাকে উদ্ধার করতে।

মাফিন্। তার আর দরকার নেই ঠাকুর। বন্দী হয়েছিলাম ব'লেই তো আজ আমি এমন দাদা পেয়েছি।

মল্লিনাথ। অসীম ভাগ্যবতী তুমি মাফিন্। তবে ভুলে যেও না যে, বড়র পিরীতি বালির বাঁধ। এসো—

মাফিন্। চলি দাদা ?

ভুজঙ্গ। এসো বোন, এসো।

মল্লিনাথ। [যেতে যেতে] অমন ক'রে দেখছো কী ছোটরাজা ? চিনে রাখছো ? রাখো। দেখো, ভবিষ্যতে যেন ভুল না হ'য়ে যায়।

[মাফিন্ সহ প্রস্থান

ভুজঙ্গ। হ'লো না—হ'লো না ! সাধু হওয়া আর আমার হ'লো না। হ'তে এরা আমায় দেবে না। তাই হোক্ ভগবান, তাই হোক্। সাধু হ'য়ে আমার দরকার নেই। তুমি আমায় জন্ম জন্ম ধ'রে এম্‌নি মাতাল ক'রেই পাঠিও ভগবান, মাতাল ক'রেই পাঠিও।

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পার্ব্বত্য পথ

বোঁচকা কাঁধে ফতেআলি ও তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত বক্তিয়ারের প্রবেশ

বক্তিয়ার। কে তুই ?

ফতেআলি। খদ্দের।

বক্তিয়ার। হুঁ। থাকিস্ কোথায় ?

ফতেআলি। ছিলুম ওপরে, আপনার সঙ্গে ভীড়বো ব'লে নামলুম নীচে।

বক্তিয়ার। যাবি কোথায় ?

ফতেআলি। গোল্লায়, মানে এই মগের দেশে।

বক্তিয়ার। কেন ?

ফতেআলি। কিছু খুচরো প্রেমের সওদা করতে।

বক্তিয়ার। প্রেমের সওদা ?

ফতেআলি। হাঁ কর্ত্তা! প্রেমের হাট বসেছে মগের দেশে শুনেই প্রেমের সওদা করতে বেরিয়ে পড়েছি। আপনি বোধ হয় পাইকের হবেন ? আমি কিন্তু খুচরো খদ্দের কর্ত্তা।

বক্তিয়ার। [স্বগত] ছোঁড়াকে হাতে রাখতে হবে—কাজ পাওয়া

যাবে। ওকে দিয়েই সুজাকে গুপ্তহত্যা—কি বল্‌ছো খোদা! গুপ্তহত্যা পাপ?

ফতেআলি। কি ভাবছেন কর্তা?

বক্তিয়ার। ভাবছি—মানে—তোর ঐ বোঁচকায় কি আছে? [বোঁচকায় টান দেয়]

ফতেআলি। হাঁ—হাঁ! টানবেন না কর্তা! আপনার ও বয়সের খুশীর খোরাক এতে নেই।

বক্তিয়ার। কি আছে ওতে?

ফতেআলি। প্রেমপত্তর।

বক্তিয়ার। প্রেমপত্র!

ফতেআলি। হা-হুতাস—দীর্ঘশ্বাস—চোখের জল—বিষ খাওয়া—জলে ডুবে যাওয়া—গলায় ফাঁস দেওয়া—মানে ভূত হবার সরল পদ্ধতি। যাকে বলে উৎকট প্রেমের যতো রকম একঘেয়ে নমুনা আছে, সব পাবেন আমার এই বোঁচকার মধ্যে।

বক্তিয়ার। তাই নাকি?

ফতেআলি। এখন এই ভেজাল প্রেমের বোঁচকা পুরোনো দরে বাজারে ছেড়ে দিয়ে, বদলে কিছু খাঁটী প্রেম সওদা করবো ব'লেই চ'লে এসেছি প্রেমের হাট—এই মগের দেশে।

বক্তিয়ার। প্রেমের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে আমার তাঁবে কাজ করবি? উম্‌দা খানা, আচ্ছা পিননা, তঙ্কা পাবি মাসে মাসে। আখেরে ভাল হবে—রাজি আছিস্‌?

ফতেআলি। বলেন কি হুজুর! আপনার মত মনিব পেলে আলবৎ রাজি আছি।

বক্তিয়ার। কতো তঙ্কা চাস্‌?

ফতেআলি। আজ্ঞে, বিবেচনা মতো দেবেন।

বক্তিয়ার। তবে আয় আমার সঙ্গে, কাজ ব'লে দেবো। বুঝিয়ে দেবো কি সব করতে হবে।

ফতেআলি। চলুন হুজুর, আপনার কাছে আমার এই প্রেমের বোঁচকা জামিন রেখে, আজই আমি চাকরিতে বহাল হ'য়ে পড়ি।

বক্তিয়ার। আয় আমার সঙ্গে—

[প্রস্থান

ফতেআলি। আগে বাড়ুন জনাব, আমি আপনায় ঠিক ধ'রে ফেলবো।....একেই বলে নসীব!

গীত

কেয়াবাৎ নোক্‌রি!
নেইকো উপরি, ইনাম—দোজাখে আস্তানা!
ঝুটা প্রেম ফেরী কেন আর করি, সেথানে চিনেছে সেয়ানা॥
তালে বেতাল ভারি, বদনসীব হয় তারি, দুনিয়া তাকে চায় না।
খুন—জাল—চুরি—যাকে পাও তারি, ইয়ে ঝুটা জমানা।

[প্রস্থান

সুজার প্রবেশ

সুজা। শাহেন শা সাজাহান, আমিও ভুলিনি পিতা, ভুলিনি আমি তোমার মৃত্যু-কাহিনী। ভুলিনি আমি দারা আর মোরাদের নৃশংস হত্যার কথা। কবর থেকে তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর পিতা, আমি যেন এই হত্যা, এই জুলুম আর ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধ নিতে পারি। দিনদুনিয়ার মালেক খোদা! তুমি আমার সহায় হও মেহেরবান, আমায় শক্তি দাও, সাহস দাও।

সন্তর্পণে বক্তিয়ারের প্রবেশ

বক্তিয়ার। সে মওকা আর তুমি পাবে না শাহসুজা!

সুজা। [চমকে ফিরে] কে? কে তুমি?

বক্তিয়ার। যমের পরিচয় নিয়ে কোনও লাভ নেই শাহসুজা! তার চেয়ে খোদার নাম নাও। [ছোরা উদ্যত করে]

উদ্যত পিস্তলহস্তে পরীবানুর প্রবেশ

পরীবানু। তুমিও খোদার নাম নাও গুপ্তঘাতক।

বক্তিয়ার। ইয়ে খোদা!

[ছোরা ফেলিয়া সভয়ে বক্তিয়ারের দ্রুত প্রস্থান

সুজা। পালাতে দিও না পরীবানু! গুলি করো ওকে—গুলি করো! …তবু ছেড়ে দিলে?

পরীবানু। দিলাম শাহজাদা। একটা কুত্তা মেরে এখন একটা গুলি বরবাদ কর্‌তে চাই না। প্রত্যেকটা গুলি এখন আমাদের হাজার মোহরের চেয়েও দামী। রেখে দিলাম তাই আরও দামী দরকারের জন্যে।

সুজা। কিন্তু কে ঐ লোকটা? চিনতে পারলাম না তো।

পরীবানু। আমি পেরেছি শাহজাদা। ও হ'লো মীরজুমলার উপযুক্ত সাকরেদ বক্তিয়ার খাঁ।

সুজা। বক্তিয়ার খাঁ! বক্তিয়ার মীরজুমলা ঔরঙ্গজীব! এরা কি আমাকে একটা মুহূর্ত্তও নিশ্চিন্ত থাকতে দেবে না? বারবার আমাকে উত্ত্যক্ত ক'রে তুল্‌বে? বেশ, তাই হোক্। দিল্লী অনেক দূর। সেখানে এখন পৌঁছাতে পারবো না। কিন্তু এখানেই আমিও ঐ মীরজুমলা আর বক্তিয়ার খাঁকে উত্ত্যক্ত ক'রে তুলবো। হাঁ—এ আমার প্রতিজ্ঞা।

পরীবানু। তুমি কি আবার পাগল হ'লে? কী বলছো ওসব? কী ক'রে সম্ভব হবে তা?

সুজা। জানি না। তবে প্রতিজ্ঞা আমি যেমন ক'রে পারি পূর্ণ করবোই করবো! আমি রাজ্যহারা, সর্ব্বহারা, পথের ভিখারী হ'তে পারি আজ, তবু আমি শাহজাদা। আমি লড়বো, আবার আমি ফৌজ গড়বো।

পরীবানু। বেশ। তাই ক'রো, তাই ক'রো। এখন তুমি ঘরে এসো তো।

সুজা। তুমি যাও পরীবেগম। আমি একটু পরে যাচ্ছি। না না, ভেবো না প্যারী। অত ক'রে আর আমাকে ঘরে টেনো না পরীবানু। তোমার এই অপদার্থ স্বামীটাকে এবার একটু ঘরের বাইরে মানুষের মতন —মরদের মতন ছুটোছুটি করতে দাও। মরতে যদি হয়ই, তাহ'লে মেয়ে মরতে দাও আমাকে। বদ্‌লা নিতে দাও—জুলুমের বদ্‌লা—

পরীবানু। বেশ, যা তোমার খুশি তাই ক'রো। শুধু একটু সাবধানে পা বাড়িও শাহজাদা, এই আমার আর্জি। [প্রস্থান

সুজা। জুলুমের বদলে জুলুম! রক্তের প্রতিদান রক্তে! প্রতিশোধ! চাই জোয়ান, চাই সিপাহী, চাই ফৌজ! কিন্তু কোথায় পাবো তা? কে আমাকে এই বিপদে সাহায্য করবে? কে এসে দাঁড়াবে দোস্ত্‌ হ'য়ে আমার পাশে? কেউ কি আসবে না?

আপাং-এর প্রবেশ

আপাং। এসেছি—আমি এসেছি রে বাদশার ব্যাটা। আমি থাকবো তোর পাশে।

সুজা। তুমি! কে তুমি?

আপাং। আমি পাহাড়ী আরাকানীদের সর্দ্দার—আপাং। অমন অবাক হ'য়ে দেখ্‌ছিস কী রে বাদ্‌শার ব্যাটা? হাঁরে, হাঁ, আমিও তোরই মতন চাই জুলুমের বদ্‌লা জুলুম আর খুনের বদলে খুন। চ'লে আয় আমার সঙ্গে। তুই মোগল, আর আমরা মগ। তুই বাদশা, আমরা সেপাই। তোর হুকুম পেলে আমার এক হাজার জোয়ান মগ বাঘের মত লাফিয়ে পড়বে দুষমনের বুকের ওপর।

সুজা। আপাং! আপাং সর্দ্দার! তুমি আমার কাছে শুধু বিপদের বন্ধুই নও, তুমি আমার আশার আলো, আল্লার আশীর্ব্বাদ। কে বল্‌লে —আমি বাদ্‌শা আর তোমরা সেপাই? না আপাং, না। আমরা সবাই অত্যাচারিত মানবাত্মা, আমরা বন্ধু, আমরা ভাই। আমরা লড়্‌বো। আমরা হাজার ভাই একঠাঁই হ'য়ে বুক ফুলিয়ে লড়াই কর্‌বো অত্যাচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

আপাং। হাঁ, আমরা লড়বো! দুনিয়া থেকে তুলে দেব জুলুম-বাজী! আর দেরি নয় বাদশা ভাই! যদি নিজের জ্বালা জুড়োতে চাস্, যদি ঘোচাতে চাস্ আমার এই অসহ্য জ্বালা, তবে আর দেরি করিস্ না! আমার সঙ্গে ছুটে আয়,—আগে বাড়্—রুখে দাঁড়া!

[সুজাকে টেনে নিয়ে প্রস্থান

মাফিন্ ও জোলেখার প্রবেশ

মাফিন্। তাই হয় শাহজাদী, তাই হয়। অত্যাচারে আর অবিচারে দুনিয়া ভ'রে গেছে। ওরা লাভের আশায় জুলুম করে, লোভে প'ড়ে জুলুম করে, এমন কি ভালবেসেও জুলুম করে।

জোলেখা। তবু মন কেন মানে না বল তো মাফিন্? পায়ে রাখ্‌তে যে পায়ে ঠেলে, কেনই বা তাকে এমন ক'রে ভালবাসি?

মাফিন্। ও কথাটা তো আমিও ভাবি।

জোলেখা। তুমিও বুঝি কাউকে ভালবেসেছো মাফিন্?

মাফিন্। আমিও তো মেয়ে শাহজাদী।

জোলেখা। কে সে? কী নাম তার?

মাফিন্। গোকুলে গোপিনী অনেক ছিল শাহজাদী। বাঁকাশ্যাম কিন্তু একটিই।

জোলেখা। [সবিস্ময়ে] তার মানে? তবে—তবে কি তুমিও মল্লিনাথকে—

মাফিন্। [ত্রস্তে জোলেখার মুখে হাত চাপা দিয়ে] চুপ্—চুপ্ করো শাহজাদী! ব'লো না—ও কথা আর ব'লো না।

জোলেখা। ওঃ! করেছো কী মাফিন্—করেছো কি? কেন এমন ক'রে সারাজীবন কান্নার প্রেম বেছে নিলে?

মাফিন্। শাহজাদী, তুমি ধনীর দুলালী। আব্দারের জিনিষ না পেলে কান্না তোমার স্বভাব। তাই তুমি প্রাণ ভরে কাঁদতে পারো। কিন্তু আমি মগের মেয়ে। কান্না আমাদের মানা শাহজাদী—কান্না আমাদের মানা। কান্না গলায় ঠেলে এলেও, দু'চোখ ভরে জল ছাপিয়ে উঠলেও আমরা কাঁদতে পারি না—পারি না—পারি না—

[কান্না চাপ্তে চাপ্তে দ্রুত প্রস্থান

জোলেখা। মাফিন্—মাফিন্! যেও না বোন। দাঁড়াও—দাঁড়াও।

[পিছু পিছু প্রস্থান

সন্তর্পণে পাহাড়ী ও ফয়জলের প্রবেশ

ফয়জল। দেখ্লে পাহাড়ী—দেখ্লে?

পাহাড়ী। দেখলাম সেনাপতি।

ফয়জল। যদি আমার দোস্তী চাও, যদি বাঁচতে চাও ছোট রাজার রাগ থেকে, তাহ'লে ঐ জোলেখাকে আমার হাতে তুলে দিতে সাহায্য করো। রাজি?

পাহাড়ী। রাজি। কিন্তু এক সর্ত্তে।

ফয়জল। কী সর্ত্ত?

পাহাড়ী। এক হাতে তালি বাজে না বন্ধু, এক তরফা বন্ধুত্বও জমে না। তাই—

ফয়জল। তাই কী?

পাহাড়ী। জোলেখাকে তোমার হাতে তুলে দিতে সাহায্য আমি করতে পারি, যদি তুমিও সাহায্য করো ঐ মাফিনকে আমার হাতে তুলে দিতে। রাজি?

ফয়জল। রাজি দোস্ত, রাজি। বাহবা—বাহবা! আমরা দু'দোস্তই দেখছি একই তীর্থের যাত্রী।

পাহাড়ী। না হ'য়ে উপায় কী? চোরে-কোতোয়ালে তখনই দোস্তী হয় বন্ধু, যখন কোতোয়াল সাহেবও চোরের দলে চুপি চুপি নাম লিখিয়ে চোরাই মালের ভাগ মারেন।

ফয়জল। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! খাশা বলেছ পাহাড়ী দোস্ত। কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পাহাড়ী। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! হাত মেলাও বন্ধু—হাত মেলাও! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[উভয়ের হাত ধরাধরি ক'রে হাসতে হাসতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাণীমহল

নৃত্যগীতরতা নর্ত্তকীগণ ও চন্দ্রপ্রভা

নর্ত্তকীগণ।—

গীত

ও রূপসী মানিনী, হ'লো কি তোর।
কেন চাঁদা মুখে নামে মেঘ ঘনঘোর॥
তোর মনের মানুষ বুঝি হয়েছে পর,
রাধারে ভুলেছে শ্যাম নটবর,
তাই অভিমানে আঁখিজলে করিস্ মুখভার,
হায়, বৃথা গেছে অভিসার, বৃথা প্রেমডোর॥
তোর হৃদয়-রতনে কেবা কেড়ে নিল,
অজানিতে পরাণেতে শেল হানিল,
কোন্ সে গুণী নাহি জানি, কোথায় থাকে বল,
বারেক হাসি, ও প্রেয়সী, মোছ আঁখিলোর॥

চন্দ্রপ্রভা। [বিরক্তভরে] আঃ, থাম্—থাম্! ভাল লাগছে না তোদের ঐ নাচগান। যা, দূর হ' সব। [নর্ত্তকীগণ প্রস্থানোদ্যত হয়] হাঁ, একবার তোদের ছোটরাজাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে তো এখুনি।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান

চন্দ্রপ্রভা। অপমান—অপমান—অসহ্য অপমান! সামান্য এক

নিরাশ্রয়া মেয়ে কেড়ে নেবে আমার এতদিনের আসন? নিজে রাজা আমাকে সরিয়ে তাকে বসাবে পাশে, আর আমি তা সতীসাধ্বী স্ত্রীর মতন মুখ বুজে সহ্য করবো? না—না, সইবো না—সইবো না আমি এই অপমান। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেল্‌বো। মীরজুমলা আছে থাক্। আর একটা পথও পরিষ্কার ক'রে রাখতে ক্ষতি কী? একটা ব্যর্থ হ'লে অন্যটা কাজ দেবে।

ভুজঙ্গের প্রবেশ

ভুজঙ্গ। আমাকে ডেকেছ দেবী চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা। এসো—এসো ছোটরাজা! হাঁ, ডেকেছি তোমাকে। এসব কি শুন্‌ছি ভুজঙ্গ? তুমি নাকি ঝগড়া করেছ—আরাকানরাজ তোমার দাদার সঙ্গে?

ভুজঙ্গ। না দেবী। অতবড় দুর্ম্মতি আমার হয়নি। দাদা এমন একটা কাজ করতে চলেছেন, যাতে সারা আরাকানের মুখে কালি পড়বে। আমি তাঁকে সে পথ থেকে ফেরাতে চেয়েছিলাম; তাই দাদা আমার ওপর রাগ করেছেন।

চন্দ্রপ্রভা। আমি জানি ভুজঙ্গ, জানি তোমার দাদার কীর্ত্তিকলাপ। কিন্তু একটা কথা বোধহয় তুমিও জানো না।

ভুজঙ্গ। কী কথা মহারাণী?

চন্দ্রপ্রভা। অনর্থের মূল কিন্তু আসলে তোমার দাদাও নন, মীর-জুমলাও নন। সুজা তো ননই।

ভুজঙ্গ। কে তবে?

চন্দ্রপ্রভা। সব অনর্থের মূল হ'লো ঐ শাহজাদী জোলেখা। ঐ সর্ব্বনাশীই তার রূপের আগুনে তোমার দাদার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে তার

বুদ্ধিনাশ করেছে। যদি আরাকানের ভাল চাও ভুজঙ্গ, যদি বাঁচাতে চাও তোমার দাদাকে, তাহ'লে সরাও ঐ জোলেখাকে।

ভুজঙ্গ। সে কী! রূপ তো তার অপরাধ নয় দেবী। ওটা বিধাতার দান। তবে সে দোষী হবে কেন? আর সরাবোই বা তাকে কোথায়?

চন্দ্রপ্রভা। কেন ভুজঙ্গ? তোমার রঙমহালে এত মেয়ের ঠাঁই হয়েছে এতদিন ধ'রে, আর ওর হবে না? কথা শোন ভুজঙ্গ। এমন রত্ন হেলায় হারিও না। ও রূপ শেয়াল কুকুরের ভোগে লাগতে না দিয়ে তুমি নিজে উপভোগ কর। তুমিও আনন্দ পাবে তাতে, আর রাজা—রাজ্য সব রক্ষা পাবে।

ভুজঙ্গ। বুঝলাম মহারাণী তুমি আমার অসীম হিতার্থিনী। শুধু বুঝতে পারছি না, এতে তোমার স্বার্থটা কী? গদী হারাবার ভয় নয় তো? গদী, না স্বামী?

চন্দ্রপ্রভা। যদি বলি—গদী?

ভুজঙ্গ। বল্‌বো—তোমাকে আজও আমি চিনতে পারিনি মহারাণী।

চন্দ্রপ্রভা। আঃ, ভুজঙ্গ, কেন বারবার আমাকে "মহারাণী" ব'লে ডাকছো? এখানে আর তো কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি। ভুজঙ্গ, একবার—একটীবার আমাকে সেই আগেকার মত "চন্দ্রা" ব'লে ডাকো।

ভুজঙ্গ। এসব তুমি আজ আমাকে কী শোনাচ্ছ মহারাণী?

চন্দ্রপ্রভা। না না, "মহারাণী" নয়, "চন্দ্রা"। আমি তোমার সেই "চন্দ্রা" ভুজঙ্গ, যাকে তুমি একদিন ভালবেসেছিলে, যার জন্যে তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগেও দ্বিধা কর্‌তে না। ভুলে গেলে সে-সব কথা?

ভুজঙ্গ। না দেবী, না। ভুলিনি। ভুলিনি যে আমার সেই বাল্য-প্রেয়সী আমার সেই সর্ব্বস্ব ত্যাগের সঙ্কল্প আর বুকভরা ভালবাসাকে

অবহেলায় পায়ে দলে সিংহাসনের লোভে আমারই জ্যেষ্ঠের গলায় মালা দিয়েছিল। বেশ করেছিল সে, ভাল করেছিল। আমার জ্ঞানচক্ষু সেদিন খুলে গিয়েছিল ব'লেই তারপর থেকে কোনও নারীকে আর জীবনসঙ্গিনী করতে রাজি হইনি। তাইতো আমি আজ মাতাল।

চন্দ্রপ্রভা। ভুল করেছিলাম ভুজঙ্গ, মহাভুল করেছিলাম সেদিন। বুঝতে পারিনি। তাই তোমাকে সেদিন ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। সে ভুল আজ আমার ভেঙ্গে গেছে ভুজঙ্গ। তাইতো আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

ভুজঙ্গ। কী করতে চাও?

চন্দ্রপ্রভা। বলছি। আগে বলো, তুমি ঐ জোলেখাকে নিয়ে যাবে তোমার রঙমহালে?

ভুজঙ্গ। মহারাণী চন্দ্রপ্রভা। আমার রঙমহাল আর আমার নিজের সম্পর্কে অনেক খবরই তুমি রাখো দেখছি। শুধু একটা খবর রাখো না। সেটা হ'লো এই যে, মদ আমাকে আজও ভোলাতে পারেনি আমার গর্ভধারিণী মাও ছিলেন নারী।

চন্দ্রপ্রভা। কথার জাল বুনে মিছে আমাকে ভোলাতে চেও না ভুজঙ্গ। সব নারীই নারী। অনুরোধ করছি—কথা রাখো ভুজঙ্গ। আমার পথের কাঁটা তুমি সরিয়ে দাও। আমিও সরিয়ে দেবো তোমার পথের কাঁটা।

ভুজঙ্গ। অর্থাৎ?

চন্দ্রপ্রভা। ঐ সিংহাসন তোমার হবে। আরাকানের ঐ সিংহাসনে বসবে তুমি।

ভুজঙ্গ। আর দাদা?

চন্দ্রপ্রভা। এ দুনিয়ায় অপদার্থের স্থান অন্ধকারে—সিংহাসনে

নয়। তাই সিংহাসন তোমাকে ছেড়ে দিয়ে তোমার দাদাকে বিদায় নিতে হবে আলোর রাজ্য থেকে অন্ধকারের অন্তরালে।

ভুজঙ্গ। তুমি আমাকে রাজ্যের লোভ দেখাচ্ছ মহারাণী! তুমি জানো না, আমিও ঐ সিংহাসন আর এই রাজ্যের অর্দ্ধেক অধিকারী। আর দাদা? দাদা আমার যতবড় অন্যায়ই করুন, তবু তিনি আমার বড় ভাই, আমার পিতৃতুল্য। তাঁকে সরিয়ে কেউ আমাকে স্বর্গ-সিংহাসনে বসাতে চাইলেও সে সিংহাসনও আমি পদাঘাতে প্রত্যাখ্যান করবার মত মনের জোর রাখি।

চন্দ্রপ্রভা। ভুল ক'রো না ভুজঙ্গ! শুধু সিংহাসনই নয়, আরো আছে।

ভুজঙ্গ। আর কী আছে দেবী?

চন্দ্রপ্রভা। আমি আছি।

ভুজঙ্গ। তুমি!

চন্দ্রপ্রভা। হাঁ ভুজঙ্গ, আমি। একদিন তুমি কাঙালের মত চেয়েও আমাকে পাওনি। আজ আমি স্বেচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিতে রাজি আছি তোমার হাতে।

ভুজঙ্গ। [দুহাতে কান চেপে] ব'লো না—ব'লো না ও কথা! আমায় শুনতে নেই। মহাপাপ হবে আমার।

চন্দ্রপ্রভা। না, হবে না। পাপ-পুণ্য সব কথার কথা। রাজি হও ভুজঙ্গ আমার প্রস্তাবে। আমি তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে বসবো তোমার পাশে তোমারই প্রিয়তমা রাণী "চন্দ্রা" হ'য়ে।

ভুজঙ্গ। না, না, না। মহারাণী চন্দ্রপ্রভা, তুমি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ, তুমি আমার-মা।

চন্দ্রপ্রভা। [সরোষে] ভুজঙ্গ!

ভুজঙ্গ। না—না। আরাকানের রাণী তো ছার, স্বয়ং ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী এলেও এতো নীচে আমি নামতে পারবো না। আমি মাতাল, কিন্তু লম্পট নই। নারীমাত্রেই আমার মা। [প্রস্থানোদ্যত হয়]

চন্দ্রপ্রভা। [পথে রোধ ক'রে] দাঁড়াও! এখনও ভেবে দেখো ভুজঙ্গ—ভাল ক'রে ভেবে দেখো।

ভুজঙ্গ। পারছি না—ভাবতে পারছি না আর। আমার মাথা ঘুরছে।

চন্দ্রপ্রভা। কাল নাগিনীর শিরে আঘাত হেনে ফিরে যেতে পারবে না ভুজঙ্গ, তার ছোবল সইতেই হবে।

ভুজঙ্গ। তুমিও ভুলে যেও না মহারাণী যে আমিও কালনাগ। তাই আমার নাম ভুজঙ্গ। ছাড়ো, ছাড়ো আমায়।

চন্দ্রপ্রভা। [আরো জড়িয়ে ধরে ভুজঙ্গকে] না—না—

সুধর্ম্মের প্রবেশ

সুধর্ম্ম। চমৎকার! চমৎকার!

চন্দ্রপ্রভা। [ভুজঙ্গকে ছেড়ে ছুটে গিয়ে আশ্রয় নেয় সুধর্ম্মের বুকে] তুমি এসেছ? বাঁচাও গো—বাঁচাও আমাকে ঐ রাক্ষসের হাত থেকে আর একটু হ'লে ও একা পেয়ে আমার হয়তো চরম সর্ব্বনাশ ক'রে ছাড়তো।

ভুজঙ্গ। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করছিলাম! না-না, বিশ্বাস করো দাদা—

সুধর্ম্ম। যা আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তারপরও আমাকে তোমার কথা বিশ্বাস করতে বলো? যাও, দূর হও!

ভুজঙ্গ। দাদা!

সুধর্ম্ম। না—না, আমি তোমার দাদা নই, তুমি আমার ভাই নও। তুমি কুলাঙ্গার, তুমি কালসাপ! তোমার অপরাধের সীমা নেই, ক্ষমাও নেই। যাও—দূর হও!

ভুজঙ্গ। হাঁ হাঁ, আমিই অপরাধী! যাচ্ছি—যাচ্ছি। তবে বড় ভুল কর্‌লে দাদা—ভুল কর্‌লে।

[প্রস্থান

চন্দ্রপ্রভা। উঃ! ভাগ্যিস্ তুমি এসে পড়েছিলে! নইলে কী যে হ'তো?

সুধর্ম্ম। ভয় পেয়ো না চন্দ্রপ্রভা! আর আস্‌বে না ও। আমি যাই এখন।

চন্দ্রপ্রভা। এখুনি?

সুধর্ম্ম। ভয় নেই। তোমার পাহারার ব্যবস্থা ক'রে যাবো। কাজ শেষ ক'রে আবার তোমার কাছে ফিরে আস্‌বো।

[প্রস্থান

চন্দ্রপ্রভা। আমি তোমার পথ চেয়ে ব'সে থাকবো কিন্তু। [কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন ভাবে ছটফট করে] গেল—ব্যর্থ হ'য়ে গেল একটা অস্ত্র। তারপর? মেনে নেবো এই পরাজয়? না না, হার আমি মানবো না।

ফয়জলের প্রবেশ

ফয়জল। বন্দেগী রাণী সাহেবা! রাজাবাহাদুর আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনার মহাল পাহারা দিতে।

চন্দ্রপ্রভা। [স্বগত] পেয়েছি—পেয়েছি আর একটা অস্ত্র! একটু ভোঁতা অস্ত্র। তা হোক্। শান-পালিশ চড়িয়ে নিলে এতেই হয়তো কাজ চালিয়ে নিতে পারবো। [প্রকাশ্য] ফয়জল খাঁ!

ফয়জল। রাণী সাহেবা !

চন্দ্রপ্রভা। জোলেখা খুব সুন্দরী, না ?

ফয়জল। জী হাঁ, কিন্তু—

চন্দ্রপ্রভা। থাক্—থাক্। আমি জানি তোমার মনের গোপন কথা।

ফয়জল। রাণী সাহেবা !

[চন্দ্রপ্রভা চকিতে লাস্যভরে স'রে যায়]

চন্দ্রপ্রভা। আগে বলো দুটো কাজ ক'রে দেবে আমার।

ফয়জল। হুকুম করুন।

চন্দ্রপ্রভা। জোলেখাকে লুটে নিয়ে যাবে তুমি। গুম ক'রে রাখবে। যেমন খুশি ভোগ করবে। আমি তোমায় সাহায্য করবো। রাজি ?

ফয়জল। রাজি।

চন্দ্রপ্রভা। আর ঐ ছোটরাজার পিঠে আমূল বসিয়ে দিতে হবে আস্ত একখানা ছোরা—চুপিচুপি—কেউ যেন না জান্‌তে পারে। কবুল ?

ফয়জল। কবুল। তাহ'লে পাবো তো আমার ইনাম ?

চন্দ্রপ্রভা। পাবে—পাবে। কথা দিলাম ফয়জল খাঁ—পাবে।

[ফয়জলের সঙ্গে লাস্যভরে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পার্ব্বত্য উপত্যকা

আপাং ও সুজা

আপাং। দেখেছিস্—দেখেছিস্ তো বাদ্‌শা ভাই, আমার হাজার নওজোয়ান তোর মল্লিঠাকুরের তালিম পেয়ে কেমন পাকা সেপাই তৈরী হয়েছে ?

সুজা। দেখেছি সর্দ্দার। শুধু একটা আপশোষ, সব আছে ওদের, নেই শুধু সবার হাতে একটা ক'রে বন্দুক পিস্তল। পেলাম না। অনেক চেষ্টা ক'রেও হাজার বন্দুক জোগাড় করতে পারলাম না। তা যদি পারতাম আপাং সর্দ্দার, যদি ঐ বাঘের বাচ্চাদের সাজিয়ে তুলতে পারতাম বন্দুক আর কামানে, তাহ'লে মী রজুমলা তো ছার, ওদের নিয়ে দিগ্বিজয়ে বার হ'য়ে সারা দুনিয়াটাকে হাস্‌তে হাস্‌তে দুদিনেই জিতে নিতে পারতাম। আপশোষ—আপশোষ !

আপাং। আপশোষ করিস্‌নে বাদশা ভাই। কিসের আপশোষ ? নাই বা থাক্‌লো রে ওদের হাতে আগুন ভরা পিস্তল বন্দুক, নাই বা থাক্‌লো কামান। ওরা নিজেরাই যে এক একটা জলন্ত কামানের গোলা রে।

সুজা। ঠিক—ঠিক বলেছো সর্দ্দার। ওরা পারবে আমি জানি, ওরা পারবে তোমার আমার স্বপ্ন সফল করতে।

মুক্ত অসিহাতে ভুজঙ্গের প্রবেশ

ভুজঙ্গ। ঠিক—ঠিক বলেছ শাহসুজা! ভেঙেছে বাঁধ, ভেঙেছে

বাঁধন। সপ্ত সাগর ফুঁসিয়ে উঠেছে সৃষ্টি-ভাসানো উত্তাল বন্যা। কার সাধ্য তাকে বাধা দেয়? পারবে না—কেউ পারবে না।

সুজা। একী! ছোটরাজা ভুজঙ্গ!

আপাং। তুমি কেন এলে ছোটরাজা?

ভুজঙ্গ। পারলাম না—এমন দিনে মড়ার মত ঘরের কোণে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারলাম না শাহজাদা। পারলাম না বোতলের পর বোতল গলায় উপুড় ক'রেও নেশায় বুঁদ হ'য়ে থাক্‌তে। কে যেন বারবার ডাকলো আমায়। কে যেন চুম্বকের মতন টানলো। ছুটে এলাম। আমার সব কিছু পিছে ফেলে এক বিন্দু মুক্তির আনন্দে ছুটে এলাম তোমাদের এই অপরূপ মুক্তিযজ্ঞে যোগ দিতে। নেবে না সর্দার, নেবে না শাহজাদা, আমাকে তোমাদের সঙ্গে?

আপাং। সেকী ছোটরাজা। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে?

সুজা। তুমি এই সব পাহাড়ী মগদের সঙ্গে হাত মেলালে লোকে বল্‌বে কী?

ভুজঙ্গ। বলেছে শাহজাদা, যতদিন ভাল হ'য়ে ছোটরাজা হ'য়ে থাকতে চেয়েছি, লোকে আমাকে বলেছে মাতাল, বলেছে চরিত্রহীন, বলেছে অপদার্থ। নারীকে মর্য্যাদা দিয়ে "মা" ব'লে ডেকেছি। সেই নারীই অনায়াসে আমার মুখে কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে দিয়েছে। তাই ঘৃণা ধ'রে গেছে ঐ ভদ্রজীবনে। তাইতো ছুটে এসেছি এতদিনের যত ভদ্রবেশ আর ছদ্মমুখোস খুলে ফেলে সুস্থ হ'তে, মানুষ হ'তে, কল্‌জে ভ'রে মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে। দেবে না—দেবে না তোমরা আমাকে সে-সুযোগ? ফিরিয়ে দেবে?

সুজা। ফিরিয়ে দেবো? না চাইতেও এমন কোহিনুর হাতে পেয়ে ফিরিয়ে দেবো? না না, ছোটরাজা! তা আমি পারবো না। তোমাকে

শুধু সাথে নেবো না, পাশে নেবো না, তোমাকে বেঁধে নিলাম আমার এই ব্যথাজর্জ্জর বুকে। [ভুজঙ্গকে বুকে টেনে নেয়]

ভুজঙ্গ। শাহজাদা! শাহজাদা। শুনেছিলাম তুমি নাকি শাহেন-শাহ শাজাহানের সব চেয়ে অপদার্থ সন্তান। মিথ্যা—মিথ্যা—ঘোর মিথ্যা রটনা। আজ দেখছি, তুমি মানুষ, তুমি মানুষের মতন মানুষ।

আপাং। আঃ! জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল! ওঃ, আজ এমন দিনে আবার একী জ্বালা সুরু হ'লো? জ্ব'লে গেল—জ্বলে গেল—

ভুজঙ্গ। [সস্নেহে আপাং-এর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে] সেরে যাবে সর্দ্দার—সেরে যাবে জ্বালা! জানি না, এ তোমার কোন্ বিষের অনির্ব্বাণ জ্বালা? শুধু জানি, সে বিষ আর বিষ থাকবে না। হিন্দু-মুসলমান আর মগের এই বিচিত্র মিলনে সে বিষ অমৃত হ'য়ে উঠবে। আস্‌ছে সেদিন সর্দ্দার—ঐ আস্‌ছে সেই নতুন সূর্য্যের নতুন প্রভাত।

আপাং। আঃ! জুড়িয়ে গেল—জুড়িয়ে গেল! এত ঠাণ্ডা হাত তুমি কোথায় পেলে ছোটরাজা? ঠিক—ঠিক বলেছ! তাজ্জব আজ আমাদের এই মিলন—হিন্দু, মুসলমান আর মগ। আজ কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়, কেউ রাজা নয়, প্রজা নয়, মনিব নয়, দাস নয়। সবাই আজ ভাই।

ধ্বজাধারীর প্রবেশ

ধ্বজাধারী। বাঃ ছোটরাজা, বাঃ! চিরকাল তোমার পেছু পেছু মাকুর মতন ছুটোছুটী কর্‌লুম, আর আজ কিনা তুমি আমাকে একা ফেলে চ'লে এলে? ছি-ছি! এটা কি উচিত হ'লো?

ভুজঙ্গ। তুমি আমার সঙ্গে এসে কী কর্‌বে ধ্বজাধারী?

ধ্বজাধারী। যা এতকাল করেছি, তাই কর্‌বো। ধ্বজাধারী কাঁধে

ক'রে তোমাদের ধর্ম্মের ধ্বজা ব'য়ে বেড়াবে। দুঃখের দিনে হাসাবে; আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তোমাদের কান্নার বাঁধ।

সুজা। কিন্তু আমরা যে যুদ্ধে চলেছি যুবক!

ধ্বজাধারী। আমিও যাবো। লড়তে না পারি মরতে তো পারবো! না শাহজাদা, তুমি বাপু আর অমন ক'রে শুভকর্ম্মে বাগড়া দিও না। জীবনে সৎকর্ম্ম কখনো করিনি। আজ পেয়েছি প্রথম সুযোগ। আমাকে প্রাশ্চিত্তির করতে দাও শাহজাদা। জানি, আমি অতি তুচ্ছ এক মোসাহেব। মানুষ ব'লে কেউ হয়তো আমাকে গেরাহ্যিই করবে না। তবু কাঠবেড়ালিও তো সেতুবন্ধনে কাজে লেগেছিল শাহজাদা।

আপাং। সাবাস্! সাবাস্ ধ্বজাধারী, সাবাস্! তাহ'লে বাদশাভাই, কাল ভোরেই—

সুজা। হাঁ। কাল ভোরে। রাত্রি প্রভাতেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো মীরজুমলার শিবিরের ওপর।

আপাং। বহোতাচ্ছা! শুনছিস্—ওরে হাজার জোয়ান আমার, শুনছিস্ তোরা? কাল যুদ্ধ। ওরে, রুখে দাঁড়া, জেগে ওঠ!

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ

দরবেশ।—

গীত

জাগো, জাগো ইন্‌সান্।
জাগো দুর্ব্বল, জাগো ক্ষীণবল, জাগো মানুষের ভগবান॥
জাগো, জাগো ইন্‌সান্॥

[গীতকণ্ঠে দরবেশ ও পশ্চাতে অন্য সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

পার্ব্বত্য উপত্যকা

[দূরে যুদ্ধ-কোলাহল শোনা যাচ্ছিল]

ব্যস্তভাবে পাহাড়ীর প্রবেশ

পাহাড়ী। সর্ব্বনাশ! ক্ষেপে গেছে আজ যত পাহাড়ী মগ! ওদের আমি চিনি। ওদের দুচোখে দেখতে পাচ্ছি রক্তের নেশা। ওরা জেগেছে। ওরা মেতেছে। সর্ব্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে আজ মীর-জুমলার অদৃষ্টে। শিবিরের মধ্যে এখন অসাড়ে ঘুমোচ্ছে অর্দ্ধেক মোগল ফৌজ। যাই, জাগিয়ে দিই ওদের—[প্রস্থানোদ্যোগ]

অসিহাতে ধ্বজাধারীর প্রবেশ

ধ্বজাধারী। একটু দাঁড়াও পাহাড়ী দোস্ত! সাত সকালে মোলাকাৎ হ'লো এতদিন পরে। পীরিতের কোলাকুলিটা সেরে নিতে দাও।

পাহাড়ী। একী! আজ তুমিও আমার সঙ্গে লড়াই করবে নাকি ধ্বজাধারী?

ধ্বজাধারী। কী করি বলো দোস্ত? লড়াই করতে এসে তো আর মাল টেনে দুজনে কোমর ধরাধরি ক'রে নাচতে পারি না? যস্মিন দেশে যদাচারঃ—এই আর কি! তা নাও, মিছে দেরী ক'রে লাভ নেই। আও—চলা আও!

পাহাড়ী। বেশ, মরো তবে।

ধ্বজাধারী। দেখা যাক্, কেলো হারে কি ভুলো হারে!

[যুদ্ধরত অবস্থায় উভয়ের প্রস্থান

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ

দরবেশ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

অত্যাচারীর সুমুখে বারেক দাঁড়ারে তুলিয়া শির,
ভীরু নস্ তোরা তোদেরই ভিতরে রয়েছে যে মহাবীর,
কণ্ঠ মিলায়ে, আকাশ কাঁপায়ে ধ্বনিয়া তোল্ জিগীর,
বিনাদোষে আর সবো না জুলুম, দিব তার প্রতিদান॥
জাগো, জাগো ইন্‌সান্॥

[প্রস্থান

[নেপথ্যে কলরব—"জয়, শাহসুজার জয়!]

একসঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় মল্লিনাথ-বক্তিয়ার ও মীরজুমলা-সুজার প্রবেশ

সুজা। হুঁসিয়ার মীরজুমলা! আজ আর তোমার রেহাই নেই নেমকহারাম!

মীরজুমলা। আমি নেমকহারাম নই শাহজাদা! ঔরঙ্গজীবের নিমক খেয়ে তার হুকুম তামিল করছি।

সুজা। ঝুট্—বিল্‌কুল্ ঝুট্! কটা দিন তুমি ঔরঙ্গজীবের নিমক খাচ্ছ মীরজুমলা? তার আগে সারাটা জীবন তুমি শাজাহানের নিমক খাওনি?

মীরজুমলা। খেয়েছি। তাঁর হুকুমদারীও করেছি।

সুজা। আবার ঝুট্‌! শাজাহানের নিমক খেয়ে কার হুকুমে, কোন বিচারে তুমি তাঁর এক ছেলের পক্ষ নিয়ে আর ছেলেদের খুন ক'রে চলেছ খাঁ সাহেব? এটা নেমকহারামি, বেইমানী নয়?

[যুদ্ধে মীরজুমলা ও বক্তিয়ার পরাজিত হয়]

মল্লিনাথ। জনাব! তলোয়ার খসে গেছে আমাদের বীর বন্ধুদের হাত থেকে। এবার কি তলোয়ারের এক এক কোপে ওদের মাথা দুটো গর্দান থেকে আলাদা ক'রে দেবো?

সুজা। না মল্লিনাথ।

মল্লিনাথ। তবে ওদের কি বন্দী ক'রে রাখবো?

মীরজুমলা। না না, তার চেয়ে আমাকে খুন করো শাহজাদা। সেও ভাল। কয়েদ ক'রে রেখো না।

বক্তিয়ার। জনাব! আমি তখনই মানা করেছিলুম মগের দেশে ঢুক্‌তে। এবার হ'লো তো?

মল্লিনাথ। চোপ্‌রও শয়তান!

বক্তিয়ার। বহোতাচ্ছা ঠাকুর বাবা! পড়েছি তোমাদের হাতে, ধম্‌কে নাও, চাব্‌কে নাও, যা খুশি কর।

মীরজুমলা। আমাদের নিয়ে তাহ'লে কী করতে চান এখন শাহজাদা?

সুজা। কিছু না। তোমরা ফিরে যাও।

মল্লিনাথ। সে কী জনাব?

মীরজুমলা। ছেড়ে দিলেন আমাদের?

সুজা। দিলাম। তোমাদের ছেড়ে না দিলে তোমাদের সেই কসাই বাদ্‌শা ঔরঙ্গজীবকে খোশখবরটা পৌঁছে দেবে কে? তাকে ব'লো— আরাকানে যার সুরু, সে-যুদ্ধ শেষ হবে দিল্লীতে।

মীরজুমলা। পৌঁছে দেবো আপনার সমাচার। এসো বক্তিয়ার!

[উভয়ে প্রস্থানোদ্যত হয়]

মল্লিনাথ। দাঁড়াও যাবার আগে যাঁর দয়ায় তোমরা প্রাণ ফিরে পেলে, সেই শাহসুজাকে সেলাম ক'রে যাও বেয়াদব বেইমানেরা।

মীরজুমলা। গোস্তাকী মাফ হোক শাহজাদা! সেলাম—

বক্তিয়ার। হাজারো সেলাম শাহজাদা,—হাজারো সেলাম—

[মীরজুমলা ও বক্তিয়ারের প্রস্থান

সুজা। কি ভাবছো মল্লিনাথ?

মল্লিনাথ। ভাবছি জনাব, সাপকে খুঁচিয়ে ছেড়ে দেওয়াটা বোধ হয় ভাল হ'লো না।

সুজা। ভেবো না মল্লিনাথ—ভেবো না। ওরা সাপ বটে, তবে নেহাৎই ঢোঁড়া। এসো। আমরা মারবো কেউটে গোখরো মল্লিনাথ, আমরা শিকার করবো খোদ কাল নাগ আর মহা নাগ।

[মল্লিনাথ সহ প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আরাকান-রাজপ্রাসাদ

অত্যন্ত ভয়বিহ্বল জোলেখার উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রবেশ

জোলেখা। বাঁচাও—বাঁচাও! কে আছো, বাঁচাও!

পরীবানুর দ্রুত প্রবেশ

পরীবানু। জোলেখা! কী হয়েছে মা? অমন করছিস্ কেন?

[জোলেখা সভয়ে আঁকড়ে ধরে পরীবানুকে]

জোলেখা। মা, তুমি এসেছো? আমাকে বাঁচাও মা, বাঁচাও ওদের হাত থেকে!

পরীবানু। কে কী করেছে? কাদের কথা বলছিস্ জোলেখা?

জোলেখা। তুমি জানো না? ঐ—ঐ যারা দিনরাত আমাকে ভয় দেখায়, জাফরির আড়াল থেকে সবসময়ে চেয়ে থাকে আমার দিকে, ফিস্‌ফিস্ ক'রে কত কী সর্ব্বনাশের মন্তর আঁটে, তাদের তুমি চেনো না?

পরীবানু। না তো। তুই চিনিস্?

জোলেখা। না। তবু তারা আছে মা। আমাকে ঘুমোতে দেয় না। চোখ বুজলেই ভীড় ক'রে এসে দাঁড়ায়। আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে চায়। ওদের তুমি তাড়িয়ে দাও মা, তাড়িয়ে দাও।

পরীবানু। ওসব তোর মনের ভুল মা।

জোলেখা। ভুল? কিন্তু—এই যে এখুনি ঘুমের মধ্যে ওরা আমাকে ধরতে এলো?

পরীবানু। দিনরাত ঐসব ভেবে ভেবে ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখেছিস্। ভয় তাড়া মা, মন থেকে ভয় তাড়া!

জোলেখা। তাইতো আমি চাই মা। কিন্তু—ও যদি ভয়ই হয়, তাহ'লে ভয় কেন আমার পিছু ছাড়ে না?

পরীবানু। ভয়কে যত ভয় পাবি মা, ততই সে পেয়ে বস্‌বে। বিপদ ভয়কে তুচ্ছ করতে শেখ্ জোলেখা; মনে রাখিস্ তুই শাহজাদী।

জোলেখা। শাহজাদী, শাহজাদী, শাহজাদী! জন্মভোর শুনে আসছি ঐ একটাই কথা—আমি শাহজাদী। শুনে আসছি—শাহজাদীকে এই করতে নেই, ঐ করতে নেই। উঠতে বসতে শিখতে হয়েছে আদব কায়দা সহবৎ। কিন্তু কেন—কেন? কী লাভ হ'লো তাতে? কী পেলাম এত কিছু দিয়ে? এর চেয়ে আমরা যদি কোনও গাঁয়ের কিষাণের বৌ-মেয়ে হতাম মা, ঢের ভালো হ'তো।

পরীবানু। শাহজাদী হ'য়ে ইজ্জৎ পেয়েছিস্ জোলেখা। এই দুনিয়ার সব দৌলতের সেরা দৌলত হ'লো ইজ্জৎ।

জোলেখা। ইজ্জৎ! চমৎকার আমাদের ইজ্জতের নমুনা মা! খানা নেই, পোষাক নেই, দুনিয়ার কোনখানে ঠাঁই নেই, বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই, শান্তি নেই,—তবু ইজ্জৎ! আচ্ছা মা, জীবনের চেয়েও কি ইজ্জৎ বড় যে সেই অসার ইজ্জতের দোহাই দিয়ে জীবনটাকে এমন ভাবে ফতুর ক'রে বরবাদ করতে হবে?

পরীবানু। তাই হয় জোলেখা, ইজ্জৎকে জান দিয়েই আঁকড়াতে হয়। জানটা মানুষে কেড়ে নিতে পারে, কিন্তু ইজ্জৎ না দিলে তা কেড়ে নেবার ক্ষমতা কারো নেই ব'লেই জানের চেয়ে ইজ্জৎ বড়।

মল্লিনাথের প্রবেশ

মল্লিনাথ। বন্দেগী বেগমসাহেবা।

পরীবানু। যুদ্ধের খবর কি মল্লিনাথ?

মল্লিনাথ। মীর খাঁ হেরে গেছে বেগমসাহেবা।

পরীবানু। হেরে গেছে? সাবাস্! কোথায় রেখেছ তাকে কয়েদ ক'রে?

মল্লিনাথ। শাহজাদা তাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

পরীবানু। ছেড়ে দিয়েছেন? কেন? কেন কর্‌লেন তিনি এতবড় ভুল? হাতে পেয়েও অমন দুষমনকে কেন ছেড়ে দিলেন?

মল্লিনাথ। আমি অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম বেগমসাহেবা। শাহজাদা কিন্তু কিছুতেই শুনলেন না।

পরীবানু। তুমি আটকালে না কেন সেই দুষমনটাকে?

মল্লিনাথ। তিনি মালিক, আর আমি তাঁর তাঁবেদার বেগমসাহেবা।

পরীবানু। তাঁবেদার? শাহজাদার শত দুর্ভাগ্যের মধ্যেও অসীম সৌভাগ্য তাঁর যে, তোমার মতন একজন নিঃস্বার্থ তাঁবেদার আজো তাঁর সঙ্গে আছে। তোমার কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই। খোদা যদি কখন সুদিন দেন—

মল্লিনাথ। বেগমসাহেবা, ও:কথা ব'লে আমাকে লজ্জা দেবেন না। অন্নদাতা প্রভুই আমাদের কাছে পরম দেবতা, আর সেই দেবতার সেবা করতে পারাই আমার সেরা পুরস্কার।

পরীবানু। কিন্তু অন্নদাতা তোমাকে অন্ন দিতে পারছেন কই মল্লিনাথ? মাঝে মাঝে আমার কী মনে হয় জানো?

মল্লিনাথ। কী বেগমসাহেবা?

পরীবানু। তুমি যদি আমাদের স্বজাতি হ'তে তাহ'লে তোমার হাতে তুলে দিতাম আমাদের জোলেখাকে।

মল্লিনাথ। বেগমসাহেবা!

পরীবানু। মিছে আশ্বাস নয় মল্লিনাথ, এ আমার অন্তরের কামনা; এও ব'লে রাখছি যে, দিল্লীর মসনদের যত দামই হোক না কেন, তোমার হাতে পড়লে জোলেখা পেতো তার চেয়ে অনেক দামী মসনদ।

[প্রস্থান

মল্লিনাথ। শাহজাদী!

জোলেখা। হুকুম করুন দিল্লীর মসনদের চেয়ে দামী বাহাদুর সাহেব!

মল্লিনাথ। বেগমসাহেবার কথায় কিছু মনে কর্‌বেন না।

জোলেখা। কথায় কথায় অতশত মনে কর্‌বার ফুরসৎ আমার নেই।

মল্লিনাথ। এবার আসুন।

জোলেখা। কোথায়?

মল্লিনাথ। রাত হয়েছে। আপনার নিদ্রার সময় হ'লো।

জোলেখা। তাতে তোমার কী?

মল্লিনাথ। শাহজাদার হুকুম, আপনাদের প্রত্যেকটি সুবিধা অসুবিধার দিকে আমাকে নজর রাখতে হবে।

জোলেখা। ঘুম না এলে পারবে তুমি আমাকে ঘুম পাড়াতে?

মল্লিনাথ। আমি যাদুকর নই শাহজাদী।

জোলেখা। চোপরও মিথ্যাবাদী।

মল্লিনাথ। [আত্মবিস্মৃত রোষে] শাহজাদী! মিথ্যাবাদী আমি নই।

জোলেখা। আলবৎ মিথ্যাবাদী তুমি। হাজারবার মিথ্যাবাদী।

মল্লিনাথ। কে বলেছে আমি মিথ্যাবাদী?

জোলেখা। আমি বল্‌ছি।

মল্লিনাথ। কখন মিথ্যা বলেছি আমি ?

জোলেখা। এইমাত্র।

মল্লিনাথ। কী মিথ্যা বলেছি ?

জোলেখা। বলেছো যে তুমি যাদুকর নও, কিন্তু আমি জানি, যত যাদুকর আমি আজ পর্য্যন্ত দেখেছি, তুমি তার মধ্যে সেরা যাদুকর।

[প্রস্থানোদ্যত]

মল্লিনাথ। মিছেকথা।

জোলেখা। না। মিথ্যে আমি বল্‌ছি না। মিথ্যে বল্‌ছো তুমি—তুমি—তুমি !

[প্রস্থান

মল্লিনাথ। আশ্চর্য্য ! অপরূপ তোমার বিচার কাজীসাহেবা, অপরূপ তোমার শাস্তিবিধান। [প্রস্থান

সুধর্ম্ম ও সুজার প্রবেশ

সুধর্ম্ম। সে কী ! এত শীঘ্র যাবেন কেন শাহ্‌জাদা ? আরও কিছুদিন বিশ্রাম ক'রে তারপর না হয়—

সুজা। না, না আরাকান-রাজ, আর নয়। এবার আমাকে যেতেই হবে বিশ্রামের সময় আজও আসেনি। এখনও আমার অনেক কাজ বাকী। দিল্লী আমাকে দিনরাত হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে ; ডাক্‌ছে আমাকে দারা, মোরাদ আর শাহেনশা শাজাহান। তারা আমাকে দিবারাত্র আমার অসমাপ্ত কর্ত্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আপনার দয়া আর আতিথেয়তার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে রাজা সুধর্ম্ম। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

সুধর্ম্ম। কিন্তু এখন গিয়ে আপনার সেই অসমাপ্ত কর্ত্তব্য কী ক'রে সমাধা করবেন শাহজাদা? আপনার সৈন্য কই, কামান-বন্দুক-হাতিয়ার কৈ? ঐ একহাজার অশিক্ষিত মগকে নিয়ে তো আর খালি হাতে দিল্লী জয় করা যাবে না?

সুজা। তা জানি রাজা। সেই সবের সন্ধানেই আমাকে আগে বার হ'তে হবে। এ-বিষয়ে আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সন্দীপের পর্ত্তুগীজ-সর্দ্দার রদারিক আল্‌ফান্‌সো।

সুধর্ম্ম। বোম্বেটে আল্‌ফান্‌সো? তার সঙ্গে আপনি হাত মেলাবেন শাহজাদা? খাল কেটে ঘরে আন্‌বেন ভিন্‌দেশী কুমীর?

সুজা। হাত যে মেলাবোই সেটা এখনও পাকাপাকি ঠিক হয়নি আরাকান-রাজ। সবটাই নির্ভর করছে সর্ত্ত আর চুক্তির ওপর। তবে একথাও মিথ্যা নয় রাজা, যে, স্বদেশের যত আত্মীয় আর বন্ধু যখন স্বার্থলোভে দুষমন হ'য়ে ওঠে, তখন তারা যেমন ভয়ঙ্কর বেইমান আর নিষ্ঠুর হয়, বিদেশীরা চেষ্টা ক'রেও হয়তো অতটা পারে না।

সুধর্ম্ম। ভাল। আপনার কর্ত্তব্য আপনি নিজেই ভাল বুঝবেন শাহজাদা। কিন্তু কবে আপনারা বিদায় নিতে চান?

সুজা। যত তাড়াতাড়ি পারি রাজা। সম্ভব হ'লে দুচার দিনের মধ্যেই।

সুধর্ম্ম। যেমন আপনার অভিরুচি। কিন্তু শাহজাদা,—আপনার আমার মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক স্থাপনের অনুরোধ জানিয়েছিলাম আপনাকে, যাওয়ার আগে সেটাকে সমাধা ক'রে ফেলা কি সম্ভব হবে না?

সুজা। এত তাড়াতাড়ি তা হ'তে পারে না রাজা। জোলেখা আমার প্রথম সন্তান। ওর শাদীতে একটু ঘটা না করলে আমার বাপের প্রাণে বড় আপশোষ থেকে যাবে। ব্যস্ত হবেন না রাজা। দিল্লীতে

একটু গুছিয়ে ব'সেই আপনাকে খবর দেবো, কেমন? এখন আসি রাজা। সেলাম।

[প্রস্থান

সুধর্ম্ম। দিল্লী পৌঁছে খবর দেবে। দিল্লী অনেক দূর শাহজাদা— দিল্লী অনেক দূর। অত ধৈর্য্য আমার নেই। তার আগেই আমায় কাজ ফর্সা ক'রে নিতে হবে। ফয়জল খাঁ।

ফয়জলের প্রবেশ

ফয়জল। জনাব।

সুধর্ম্ম। শুনেছ ফয়জল?

ফয়জল। শুনেছি জনাব, আড়াল থেকে আমি সবকথা শুনেছি। এখন হুকুম?

সুধর্ম্ম। শাহজাদা বল্লেন—দুচার দিনের মধ্যেই বিদায় নেবেন। মিছে কথা। উনি আমাকে ধাপ্পা দিয়ে গেলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ রাতের অন্ধকারেই ওঁরা আরাকান ছেড়ে পালাবেন। কিন্তু পালাতে তুমি দেবে না ফয়জল।

ফয়জল। কী করবো?

সুধর্ম্ম। কড়া নজর রাখবে ওদের ওপর। পালাবার চেষ্টা করলে আরাকান-সীমান্তের বন পর্য্যন্ত নিঃশব্দে তুমি ফৌজ নিয়ে ওদের অনুসরণ করবে। তারপর বন্দী করবে।

ফয়জল। সবাইকে?

সুধর্ম্ম। হাঁ, সবাইকে। এক ঢিলে দুই পাখী মারতে হবে। বন্দী ক'রে সবাইকে তুলে দেবে মীরজুমলার হাতে। শুধু জোলেখাকে এনে দেবে আমার হাতে।

[প্রস্থান

ফয়জল। জোলেখাকে তুলে দিতে হবে ওঁর হাতে? এরই জন্যে এত তকলিফ, এত মেহনৎ আমাকে স্বীকার করতে হবে? হাতে পেয়েও বিলিয়ে দেবো আশমানের হুরী?

চন্দ্রপ্রভার প্রবেশ

চন্দ্রপ্রভা। না মূর্খ, না। দেবে না জোলেখাকে ওর হাতে তুলে। কক্ষনো দেবে না।

ফয়জল। দেবো না?

চন্দ্রপ্রভা। না। ওকে নিয়ে তুমি কিছুদিনের জন্যে উধাও হ'য়ে যাবে। আশ মিটিয়ে ভোগ ক'রে, তারপর ছিবড়েটাকে পথের ধূলোয় ছুড়ে ফেলে দিয়ে আবার তুমি ফিরে এসো।

ফয়জল। কিন্তু রাজা তাহ'লে আমাকে মাফ করবেন কেন? আমার চাকরী যাবে। সাজা হবে।

চন্দ্রপ্রভা। রাজার ভার আমার ফয়জল। সাজা যাতে না হয়, সেটা আমি দেখবো। আর চাকরী? গেলই বা রাজার চাকরী? রাণীর চাকরী ভাল লাগবে না? [লাস্যভরে] কী বলো ফয়জল খাঁ?

ফয়জল। রাণীসাহেবা!

[লুব্ধের মতন হাত বাড়ায় ফয়জল; চকিতে স'রে যায় চন্দ্রপ্রভা]

চন্দ্রপ্রভা। উঁহুঁ-হুঁ! এখন নয় খাঁ সাহেব—এখন নয়। কাজ ফতে ক'রে এসো। তখন শুধু তুমি আর আমি—

[প্রস্থান

ফয়জল। তাই হবে রাণীসাহেবা, তাই হবে। তুমি আমার শিরায় শিরায় জাগিয়েছ কামনা-শিখা। দুটো দিন সবুর করো। তারপর শুধু তুমি আর আমি।

মত্তাবস্থায় পাহাড়ীর প্রবেশ

পাহাড়ী। কী হ'লো দোস্ত? আজ যে তোমায় বেজায় খুশি দেখছি?

ফয়জল। হাঁ দোস্ত, আজ আমি বেজায় খুশ। তুমিও আমার সঙ্গে যোগ দাও দোস্ত। খুশ হও, খুশিয়ালি জানাও। সিরাজি দাও।

[উভয়ে সুরা পান করিল]

পাহাড়ী। বহোতাচ্ছা। এই তো চাই। এই, কে আছিস্। সিরাজির পাত্র সমেত টুনটুনিদের পাঠিয়ে দে।

সুরাভৃঙ্গার সহ নর্ত্তকীগণের প্রবেশ

ফয়জল। এসেছ দিলপ্যারীরা? নাচো, গাও, সরাব পিলাও!

[নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীতের মাঝে সুরাপানরত ফয়জল ও পাহাড়ী হৈ-হৈ করতে থাকে]

নর্ত্তকীগণ।—

গীত

বাজোরে পেয়ালা বাজোরে ঠুনঠুন, নাচো সখি, গাও গান।
বাজিয়ে পাঁয়জোর জিনে নে প্রিয় তোর, হানো রে নয়না-বাণ॥
(আজ) ফুলশরে তনু কাঁপি থরথর্
(হ'লো) মদন-দহনে একী জরজর,
হিয়ার সায়রে ফুঁসিছে আজিরে উতাল প্রেম-তুফান॥
(হায়) মনের মানুষ বিনা নিশি কাটা ভার,
(আজ) সরম-ধরম মানিব না আর,
ফাগুন-বাসরে লাজুক নাগরে যৌবন-পশরা দান॥

[প্রস্থান

[মাতাল হ'য়ে পড়ে ফয়জল আর পাহাড়ী]

ফয়জল। বাহবা, বাহবা !

পাহাড়ী। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ —

যুবকের ছদ্মবেশে মাফিনের প্রবেশ

মাফিন্। হুজুর !

ফয়জল। [মত্তাবস্থায়] কৌন্ হ্যায় ?

পাহাড়ী। [মত্তাবস্থায়] কে বাওয়া, তুমি কি আমার মনের মৌটুসী মাফিন্ এলে ? [চোখ রগড়ে] কিন্তু বাওয়া, আমার মাফিনের চাঁদমুখে অমন একজোড়া গোঁফ ছিল না।

মাফিন্। আমি হুজুর মাফিন্ আর জোলেখাবানুর কাছ থেকে আপনাদের কাছে একটা খবর এনেছি।

ফয়জল। জোলেখা খবর পাঠিয়েছে আমার কাছে ! নিজে ? বল—বল।

পাহাড়ী। মিছে দেরি ক'রো না মাণিক। খবরগুলো উগরে ফেলো।

মাফিন। ওঁরা দুজনেই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন হুজুর। তাই মাফ চেয়ে আপনাদের কাছে ব'লে পাঠিয়েছেন যে, আজ রাতে আপনারা যদি দয়া ক'রে একটু দখিনের মাঠে অপেক্ষা করেন, ওঁরা তাহ'লে আপনাদের সঙ্গে মিলনের জন্যে সেখানে হাজির থাকবেন। যাবেন আপনারা ?

ফয়জল। যাবো না ? আমার দিলপ্যারী আমাকে তলব করেছে, আমি যাবো না ? আলবাৎ যাবো।

পাহাড়ী। আর আমি না গেলে আমার মৌটুসী কেঁদে বুক ভাসাবে না ? না না, সে আমি সইতে পারবো না দোস্ত। আল্মো যাবো।

ফয়জল। বেশ, তবে চলো আও! নেশা হয়নি তো তোমার দোস্ত ?

পাহাড়ী। আমার কেন নেশা হবে শুনি ? এই—এই তো তড়াক্ ক'রে উঠলুম। [উঠতে গিয়ে প'ড়ে যায়]

ফয়জল। প'ড়ে গেলে নাকি দোস্ত ?

পাহাড়ী। হাঁ দোস্ত। পায়ের তলায় ভূমিকম্প হ'চ্ছে যে।

ফয়জল। ঠিক বলেছ দোস্ত। নইলে এক ফোঁটা নেশা না হ'য়েও আমারই বা পা দুটো ঠক্ঠক্ করছে কেন ? হাঁ, খুশ খবর শোনালে নওজোয়ান। কী আর বক্‌শিস দোবো তোমায়। এই বোতল রইল।

মাফিন্। রাত ঠিক বারোটার সময় আর একজন লোক আপনাদের নিয়ে যেতে আসবে হুজুর।

পাহাড়ী। না এলেও আমরা গুট্‌গুট্ ক'রে ঠিক হানা দোবো মাঠে। এসো দোস্ত।

[ফয়জল ও পাহাড়ীর মত্তাবস্থায় প্রস্থান

মাফিন্। [ছদ্মবেশ অপসারণ ক'রে] যেও দোস্ত, যেও। সেখানে মরণ-সখীরা অপেক্ষা করবে তোমাদের জন্যে মৃত্যুবাসর সাজিয়ে। এ অভিসার হবে তোমাদের মরণ-অভিসার।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের অপরাংশ

জোলেখার প্রবেশ

জোলেখা। বন্দী—বন্দী! আমি শেষে নজরবন্দী আজ এই আরাকান-রাজপ্রাসাদে। মা আর আমাদের দুটি বোনকে নিয়ে বাপজান জঙ্গলের পথে গোপনে পাড়ি দিয়েছিলেন। বহিন আমিনার জন্যে জলের খোঁজ কর্‌তে একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম। সেই ফাঁকে এরা আমাকে চুরি ক'রে এনে নজরবন্দী ক'রে রেখেছে। কী করি এখন? কী ক'রে পালাই এখান থেকে? কী ক'রে পালাই?

মত্তাবস্থায় ফয়জলের প্রবেশ

ফয়জল। বান্দা হাজির দিলপ্যারী।

জোলেখা। ফয়জল খাঁ, তুমি আমাকে সাহায্য কর্‌বে এই পাপপুরী থেকে পালাতে?

ফয়জল। হুকুম করো। তুমি যখন খবর পাঠিয়েছো যে আমার পীরিতে গ'লে প'ড়ছো, তখন তোমার জন্যে এইটুকুও কর্‌বো না আমি?

জোলেখা। পৌঁছে দেবে আমাকে আমার বাবা-মার কাছে?

ফয়জল। আলবাৎ। যা বল্‌বে, তাই কর্‌বো। শুধু আমার একটা আর্জিও তোমাকে মঞ্জুর কর্‌তে হবে দিলজান।

জোলেখা। কী আর্জি ফয়জল খাঁ?

ফয়জল। শাদী কর্‌তে হবে আমাকে।

জোলেখা। শাদী!

ফয়জল। হাঁ। টুক্ ক'রে শুধু শাদীটা ক'রে ফেলতে হবে। তারপর তুমি যা বল্‌বে, পোষা কুত্তার মতন আমি সব করবো তোমার জন্যে চাই কি তোমার বাপের দলে নাম লিখিয়ে হাতিয়ার ধর্‌তেও আমি রাজি। আছি। মনে হ'চ্ছে এখানকার এরা আমার সঙ্গে ধোঁকাবাজী সুরু করেছে। ওকী, কী ভাবছো প্যারী?

জোলেখা। না না, কিছু না। [স্বগত] না, এ ছাড়া আর পথ দেখছি না। এখন তো মাতালটাকে হাত ক'রে বার হই এখান থেকে। তারপর—তারপর—

ফয়জল। কী গো দিলজান? কথা বল্‌ছো না কেন? জবাব দাও? রাজি?

জোলেখা। রাজি ফয়জল খাঁ, রাজি আমি তোমার প্রস্তাবে। বেশ, শাদীই আমি করবো তোমাকে। আগে চলো, পালাই এখান থেকে।

ফয়জল। উঁহু, উঁহু। মাতাল ব'লে আমাকে অত বেওকুফ মনে ক'রো না প্যারী আমার। দাঁড়ের ময়না একবার শিকলি কেটে বার হ'লে আর যে পোষ মানে না, তা আমি জানি। তাই—

জোলেখা। তাই কী?

ফয়জল। শাদী যখন হবেই, তখন দু'দিন আগে-পরে কী আর এমন ক্ষতি বলো? তাই আগে একটু আগাম চাই।

জোলেখা। সেকী? শাদীর আগে?

ফয়জল। হাঁ, আগে। যাতে তুমি বেহাত হ'তে না পারো, তাই আগে থেকে আমার মালিকানার একটা ছাপ মেরে রাখতে চাই। আজই এখুনি। এসো, চ'লে এসো।

জোলেখা। না না, এখানে নয় ফয়জল খাঁ। বাইরে চলো। তারপর আমি আজীবন তোমারই থাকবো, শুধু তোমারই।

ফয়জল। উহুঁ, মেয়েমানুষের মুখের কথা বিশ্বাস ক'রে আর আমি ভুলছি না। ভেবে নাও জোলেখা, আমার মনস্কাম পূরিয়ে মুক্তি নেবে, না এখানে ঐ বুড়ো রাজার খপ্পরে সব খোয়াবে?

সুধর্ম্মের প্রবেশ

সুধর্ম্ম। রাজা বুড়ো হ'লেও এখনও তার চোখ কান সবই খোলা আছে ফয়জল খাঁ।

ফয়জল। জনাব! আমি—আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই আপনার বিরুদ্ধে কিছু বল্‌তে চাইনি জনাব।

সুধর্ম্ম। তাহ'লে মিথ্যে মিথ্যে আমার বিরুদ্ধে বল্‌ছিলে, কেমন?

ফয়জল। আজ্ঞে হাঁ, জনাব। ঐ ক'রে মেয়েটার কান্নাকাটি ঠাণ্ডা ক'রে রাখবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু—

সুধর্ম্ম। আর কোনও "কিন্তু" নয় ফয়জল খাঁ। তোমাকে আমি চিনি। তোমার মনোবাসনাও আমার অজানা নয়। তবু আর একবার তোমার প্রভুভক্তির দৌড়টা যাচাই ক'রে নিচ্ছিলাম। আশ্চর্য্য তোমার সাহস আর লোভ ফয়জল খাঁ।

ফয়জল। জনাব!

সুধর্ম্ম। খামোশ! তোমার বিচার করবো আমি আগামী কাল। যাও এখন। যাও—

ফয়জল। যো হুকুম জনাব। [প্রস্থান

সুধর্ম্ম। তারপর জোলেখাবানু? বাপ-বহিনের সঙ্গে পালানো তাহ'লে তোমার হ'লো না? আপশোষ কি বাৎ!

জোলেখা। রাজাসাহেব, কেন আমাকে এমনভাবে জল্লাদের মত আমার বাবা-মার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে কষ্ট দিচ্ছেন ?

সুধর্ম্ম। সে কথা কি তুমি জানো না জোলেখা ?

জোলেখা। বেশ, তাই হবে। আমি কথা দিচ্ছি, স্বেচ্ছায় আমি আপনাকেই শাদী করবো রাজা। শুধু আমাকে আমার বাবা-মার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। দয়া করুন রাজাজী, দয়া করুন।

সুধর্ম্ম। দেরি ক'রে ফেলেছো শাহজাদী, বড় দেরি ক'রে ফেলেছো। আর উপায় নেই। এতক্ষণে তোমার বাবা-মা হয়তো মীরজুমলার খপ্পরে গিয়ে পড়েছে।

জোলেখা। সে কী ?

সুধর্ম্ম। হাঁ। তেমনি কথাই ছিল আমার মীরজুমলার সঙ্গে।

জোলেখা। মীরজুমলা কী করবে ওঁদের নিয়ে ?

সুধর্ম্ম। পৌঁছে দেবে দিল্লীতে—বাদশা ঔরঙ্গজীবের দরবারে।

জোলেখা। দরবারে নয় রাজা, কয়েদখানায়। ওরা আমার বাবা-মাকে কোতল করবে। ওঃ, করেছেন কী রাজা ? আশ্রয় দিয়ে এতবড় বেইমানী করতে আপনার এতটুকু বাধলো না ?

সুধর্ম্ম। তুমি—তুমিই জোলেখা আমাকে সবকিছু করতে বাধ্য করেছো। তোমাকে পাওয়ার আশায় আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পাগল হয়েছি শাহজাদী।

জোলেখা। তাহ'লে পাগল হ'য়েই আপনাকে থাকতে হবে রাজা ; আমাকে আপনি পাবেন না।

সুধর্ম্ম। পাবো না ? এই যে তুমি আমাকে শাদী করতে রাজি হ'লে ?

জোলেখা। রাজি হয়েছিলাম নিজের জন্যে নয় রাজা, আপনাকে ভাল-বেসেও নয়। রাজি হয়েছিলাম আমার বাপ-মা-বহিনের জান বাঁচাতে। কিন্তু সেই তাঁদেরই মীরজুমলার হাতে তুলে দেবার পরও কি আপনি আশা করেন যে, আপনার লালসায় আমি আত্মসমর্পণ করবো? না, জান গেলেও না।

সুধর্ম্ম। তাহ'লে জোর ক'রেই আমি তোমাকে দখল করবো শাহজাদী। [অগ্রসর হয়]

জোলেখা। হুঁসিয়ার রাজা! মরার আগে আমি কিন্তু মরণ-কামড় বসিয়ে দেবো।

সুধর্ম্ম। তাই দাও জোলেখা, তাই দাও, তবু তোমায় আমি ছাড়বো না। [জোলেখাকে ধরতে উদ্যত হয়]

চন্দ্রপ্রভার প্রবেশ

চন্দ্রপ্রভা। [উভয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে] আর এগিও না রাজা, এগিও না।

[জোলেখা সভয়ে আশ্রয় নেয় চন্দ্রপ্রভার আড়ালে]

সুধর্ম্ম। তুমি এখানে কেন এলে চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা। আমার হকের কড়ি বাঁচাতে রাজা, আর সেই সঙ্গে তোমাকে অনন্ত নরকবাস থেকে রক্ষা করতে।

জোলেখা। রাণীসাহেবা, আমাকে বাঁচান রাণীসাহেবা, বাঁচান!

চন্দ্রপ্রভা। পালাও জোলেখা, পালাও। দেউড়িতে দরবেশ অপেক্ষা করছে তোমাকে পথ দেখিয়ে তোমার বাবা-মার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে।

সুধর্ম্ম। না, তা হবে না।

চন্দ্রপ্রভা। হাঁ, তাই হবে। দাঁড়িয়ে থেকো না জোলেখা, পালাও। পারো যদি, ক্ষমা ক'রে যেও এই রাক্ষসী হতভাগিনীকে। যাও—যাও—

[ঠেলে পাঠিয়ে দেয় জোলেখাকে

সুধর্ম্ম। খবর্দ্দার রাণী! জোলেখা! [জোলেখার পিছু নেবার উপক্রম করতেই বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় চন্দ্রপ্রভা]

চন্দ্রপ্রভা। না, যেতে তোমায় আমি দেবো না।

সুধর্ম্ম। আঃ! পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়াও রাণী।

চন্দ্রপ্রভা। কোথায় স'রে দাঁড়াবো রাজা? তোমার আমার দুজনারই পথ যে একসঙ্গে বাঁধা হ'য়ে গেছে অনেকদিন আগে। ভুল ক'রে এতদিন আমরা দুজনেই চলেছি ভিন্নপথে। কিন্তু সুখ পাইনি কেউ তাতে, পাইনি একবিন্দু আনন্দ। এবার ফেরো রাজা। এবার থেকে এক হোক আমাদের পথ।

সুধর্ম্ম। [সরোষে] চন্দ্রপ্রভা!

চন্দ্রপ্রভা। ছিঃ রাজা, যা করেছো তা করেছো? নারীলোভে এখন আর তোমার এত অধীর হওয়া সাজে না। আমিও তো নারী। রূপে জোলেখার চেয়ে আমি কম নই। চেয়ে দেখো দিকি আমার মুখের দিকে, একটিবার চেয়ে দেখো। [সুধর্ম্মের হাত ধ'রে কাছে টান দেয়]

সুধর্ম্ম। দূর হও দুশ্চরিত্রা! তোমার মুখোশ আজ খ'সে গেছে। ফয়জল খাঁ আর ভুজঙ্গকে নিয়ে তোমার লীলার কথা জানতে আর আমার বাকি নেই চরিত্রহীনা রাণী! [প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে ঠেলে দেয় চন্দ্রপ্রভাকে]

চন্দ্রপ্রভা। [আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে] দুশ্চরিত্রা? আমি চরিত্রহীনা? আর তুমি? তুমি বড় সাধুপুরুষ, না রাজা? কিন্তু কে আমাকে দুশ্চরিত্রা ক'রে তুলেছে রাজা?

সুধর্ম্ম। কে?

চন্দ্রপ্রভা। তুমি।

সুধর্ম্ম। আমি? মিথ্যাকথা!

চন্দ্রপ্রভা। না সত্যবাদী রাজা, না। মিথ্যা এর একবর্ণও নয়। ভেবে দেখো রাজা, ভাল ক'রে ভেবে দেখো, তোমার জন্যে আমি কী না করেছি? তোমার জন্যে আমি আমার বাল্য প্রণয়ী ভুজঙ্গকে উপেক্ষা ক'রে তার নির্দ্দোষ জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিয়েছি। কতবার কত যুদ্ধে তোমার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে উপেক্ষা ক'রে যুদ্ধ করেছি। যুদ্ধে যতবার তুমি আহত হয়েছো, আমি নিজের দেহ থেকে রক্তদান ক'রে তোমাকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছি। তুমি আনন্দ করতে দেশ-ভ্রমণে বার হয়েছ, আর আমি সব আনন্দ বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার হ'য়ে রাজ্যশাসনের গুরুভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি। মনে পড়ে রাজা, মনে পড়ে সেসব কথা?

সুধর্ম্ম। পড়ে, পড়ে। কিন্তু—তারপর?

চন্দ্রপ্রভা। হাঁ, তারপর। তারপর দেখলাম, আমার সব সেবা আর স্বার্থত্যাগ ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে শুধু। তোমাকে দেবতা ব'লে যতই পূজো ক'রে কাছে টানতে চেয়েছি, ততই তুমি সুন্দরী নারীর লোভে বারবার আমার সব নৈবেদ্য দুপায়ে দলে দূরে স'রে গেছো। তুমি শুধু নিয়েছো আমার কাছে রাজা, দাওনি কিছুই। তাই আমিও—

সুধর্ম্ম। বলো, বলো। থামলে কেন? ব'লে ফেল তুমি তোমার যা-কিছু বলবার।

চন্দ্রপ্রভা। তাই অনেক সহ্য ক'রেও শেষ পর্য্যন্ত যখন আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল জোলেখাকে নিয়ে তোমার ঐ নির্লজ্জ উন্মত্ততা, তখন একদিকে তীব্র হিংসায় তোমাকে বাধা দিতে, আর অন্যদিকে তোমাকেও

ঈর্ষাতুর ক'রে তোলার জন্যে ভুজঙ্গ আর ফয়জলের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছিলাম শুধু—।

সুধর্ম্ম। বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না আমি ওকথা।

চন্দ্রপ্রভা। অবিশ্বাস ক'রো না রাজা, ক'রো না। অন্তর্য্যামী জানেন তুমিই আমার স্বামী। তুমিই আমার ইহকাল-পরকালের একমাত্র দেবতা। আমি যা-কিছু করেছি, সব তোমারি মঙ্গলের জন্যে। তোমারই মঙ্গলের জন্যে এমন কি জোলেখাকে আমি তোমার পথ থেকে এত ক'রে সরিয়ে দিতে চেয়েছি।

সুধর্ম্ম। কিন্তু পারবে না রাণী, বাধা দিতে তুমি পারবে না। জোলেখা এখনও হয়তো রাজপ্রাসাদের বার হ'তে পারেনি। আমি এখনই ধ'রে আনবো তাকে।

চন্দ্রপ্রভা। না না, যেও না, যেও না। রাজা, ক্ষমা করো আমায়। বিনা অপরাধে তোমার ধর্ম্মপত্নীকে এতবড় সাজা তুমি দিও না।

সুধর্ম্ম। স'রে দাঁড়াও রাণী, এখনও স'রে দাঁড়াও।

চন্দ্রপ্রভা। না না। তোমাকে যেতে দেবো না—দেবো না! [মুখো-মুখি বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়]

সুধর্ম্ম। তবে মর্ সর্বনাশী। [অসি উন্মত করে]

লাঠিহাতে আপাংসহ ভুজঙ্গের প্রবেশ

আপাং। খবর্দ্দার রাজা, খবর্দ্দার! হাতিয়ার নামাও।

চন্দ্রপ্রভা। ভুজঙ্গ, তুমি এসেছো? তোমার দাদাকে আটকাও ভুজঙ্গ, আটকাও।

ভুজঙ্গ। স্থির হও দেবী, স্থির হও। কোনও ভয় নেই তোমার। বাঃ আরাকানরাজ, চমৎকার—চমৎকার!

সুধর্ম্ম। তোমরা এখানে কেন এসেছো ?

ভুজঙ্গ। আমাদের দুর্ভাগ্য মহারাজ, যে এমন চমৎকার দৃশ্য আমাদের স্বচক্ষে দেখতে হ'লো। শেষ পর্য্যন্ত নারীহত্যা ? তাও আবার নিজেরই ধর্ম্মপত্নীকে ? সাবাস্ বীর তুমি রাজা সুধর্ম্ম, সাবাস্ ধার্ম্মিক তুমি।

সুধর্ম্ম। অনধিকার চর্চ্চা ক'রো না মত্তপ।

ভুজঙ্গ। তবু মাঝে মাঝে মানুষকে এমনি অনধিকার চর্চ্চাই করতে হয় রাজা। আমি মত্তপ, তবু মাতলামী ক'রেও কোনদিন আমি নারী-হত্যার কল্পনাও যেমন করতে পারি না, তেমনি পারি না জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের আদেশে নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাতৃহত্যা দেখতে।

চন্দ্রপ্রভা। ভুজঙ্গ !

ভুজঙ্গ। তুমি অন্তঃপুরে যাও দেবী। যতক্ষণ আমার দেহে থাকবে একবিন্দু রক্ত, ততক্ষণ কারও সাধ্য নেই জননী, তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করার। যাও জননী, যাও।

চন্দ্রপ্রভা। যাচ্ছি। তবে যাবার আগে তোমাকে ব'লে যাচ্ছি রাজা, যদি আমার প্রেম আর শুভেচ্ছা সত্যি হয়, তাহ'লে একদিন তোমার এ ভুল ভাঙবেই ভাঙবে। আর সেদিন তোমাকে দুচোখে অশ্রু নিয়ে এই রাণী চন্দ্রপ্রভার কাছে ফিরে আসতে হবে—হবে—হবে।

[প্রস্থান

আপাং। আবার—আবার সেই একই জুলুম। আবার সেই মা-বোনের চোখে জল।

ভুজঙ্গ। অনেক এগিয়েছো রাজা। আর নয়। এর পরেই পিছল পথ। পড়লে আর উঠতে পারবে না। ফিরে এসো রাজা, ফিরে এসো।

সুধর্ম্ম। যদি না ফিরি ?

ভুজঙ্গ। ফিরিয়ে আনতে আমি বাধ্য করবো।

সুধর্ম্ম। এত সাহস তোমার! আমি রাজা, আমি আদেশ দিচ্ছি— দূর হও।

ভুজঙ্গ। এতদূর এগিয়ে আজ আর হার মেনে তো ফিরবো না রাজা।

সুধর্ম্ম। ভুজঙ্গ! আমি রাজা, আমি তোমার দাদা,—আমার আদেশ তুমি অমান্য করবে?

ভুজঙ্গ। দাদা যদি ধর্ম্মের আদেশ অমান্য করেন, তাহ'লে আমিই বা কেন সেই ধর্ম্মদ্রোহী সুধর্ম্ম রাজার আদেশ অমান্য করবো না জ্যেষ্ঠ?

সুধর্ম্ম। সাবধান যুবরাজ! [অসি বার করে]

ভুজঙ্গ। তুমিও সাবধান মহারাজ! [অসি বার করে]

আপাং। ছেড়ে দে ছোটরাজা, ওকে তুই ছেড়ে দে। ওর সঙ্গে আমি মওড়া নেবো। অনেকদিনের পুরোনো বোঝাপড়াটা আজ আমায় সেরে নিতে দে।

সুধর্ম্ম। তুমি—তুমি কেন আমাকে খুন করতে চাও আপাং সর্দ্দার? তোমার কোনও ক্ষতি তো আমি করিনি।

আপাং। করোনি? কী বাকি রেখেছো তুমি আমার রাজা? কী অত্যাচার তোমরা চিরটাকাল করোনি আমাদের ওপর?

সুধর্ম্ম। আমি অত্যাচার করেছি তোমার ওপর?

আপাং। মনে পড়ছে না? মনে পড়িয়ে দেবো? ওঃ, জ্ব'লে গেল, জ্ব'লে গেল! এ কী জ্বালা! এই জ্বালার কারণ তুমি। শুনবে? শোন তবে। তুমিও শোন ছোটরাজা। যে কথা আজ তিরিশ বছর ধ'রে বুকে চেপে রেখেছি, যে কথা কাউকে বলিনি, শোনো আজ তোমরা সেকথা। শুনে বিচার ক'রো।

ভুজঙ্গ। থাক্ আপাং। তোমার কষ্ট হ'চ্ছে।

আপাং। কষ্ট? যে কষ্ট আজ তিরিশ বছর ধ'রে আমি সহ্য করছি ছোটরাজা, তার কাছে মৃত্যুকষ্টও কিছু নয়। রাজা সুধর্ম্ম, আজ থেকে তিরিশ বছর আগে—যখন তুমি যুবরাজ ছিলে—তখন একবার ইয়ারবন্ধু নিয়ে তুমি পাহাড়তলী গাঁয়ে শিকার করতে গিয়েছিলে কি?

সুধর্ম্ম। হাঁ হাঁ, গিয়েছিলাম।

আপাং। সেখানে তখন কীর্ত্তি কিছু করেছিলে?

সুধর্ম্ম। কীর্ত্তি?

আপাং। সুকীর্ত্তি নয় রাজা, কুকীর্ত্তি। মনে পড়ে?

সুধর্ম্ম। কুকীর্ত্তি করেছিলাম?

আপাং। করেছিলে। ভাবো, ভাল ক'রে ভেবে দেখো। মনে পড়ছে? একটা পাহাড়ী মেয়ে—স্বাস্থ্যবতী—যুবতী, তাকে গভীর রাতে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ধ'রে এনে তুমি তার ওপর জানোয়ারের মতন ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার নারীধর্ম্ম ছিনিয়ে নাওনি?

ভুজঙ্গ। [কানে হাত চাপা দিয়ে আর্ত্তস্বরে] ভগবান, আমাকে বধির ক'রে দাও ভগবান!

আপাং। লজ্জায় অপমানে সেই পাহাড়ী মেয়েটা আর ঘরে ফিরে যায়নি। পাহাড়ের ওপর থেকেই ঝাঁপিয়ে প'ড়ে জান দিয়েছিল।

সুধর্ম্ম। সর্দ্দার! আপাং সর্দ্দার!

আপাং। গাঁয়ের লোকেরা রাজার ব্যাটার কাজে বাধা দিতে সাহস পায়নি। একটা জোয়ান ছেলে কিন্তু সইতে পারেনি সেই জুলুম। আগিয়ে গিয়েছিল বাধা দিতে। মনে পড়ে রাজা, কী ব্যবহার তুমি সেদিন করেছিলে তার সঙ্গে?

সুধর্ম্ম। কী?

আপাং। আগাপাস্তলা পিছমোড়া ক'রে বেঁধে তোমার পাইকেরা

আগে তাকে চাবুক আর চড়-লাথিতে আধমরা ক'রে ফেলেছিল। তারপর —তারপর—

সুধর্ম্ম। কী হয়েছিল তারপর সর্দ্দার ?

আপাং। তারপর—যাতে সে আর কোনদিন রাজা কিম্বা রাজ-পুত্তুরদের অপকর্ম্মে বাধা না দেয়, সেকথা মনে করিয়ে রেখে দেবার জন্যে গরম লোহার শিক পুড়িয়ে তুমি তার বুকে ছাপ দিয়েছিলে। এই দেখো, সে দাগ আজও মিলিয়ে যায়নি। [বুকের আবরণ সরাতে সেখানে পোড়া কালো দাগ দেখা যায়]

সুধর্ম্ম। [শিউরে উঠে] সর্দ্দার !

আপাং। ওকি ! শিউরে উঠলে কেন রাজা ? ধরা প'ড়ে গেলে ? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।

ভুজঙ্গ। রাজা সুধর্ম্ম !

সুধর্ম্ম। তুমি—তুমিই তাহ'লে

আপাং। হাঁ, আজকের এই আপাং সর্দ্দারই হ'লো সেদিনের সেই জংলী ছেলেটা। আর সেই জংলী মেয়েটা কে ছিল জানো ?

সুধর্ম্ম। কে ?

আপাং। বাপ-মা হারা আমারই একটি মাত্র ছোটবোন।

ভুজঙ্গ। শান্ত হও সর্দ্দার, শান্ত হও।

আপাং। পারি না—পারি না। তিরিশ বছরের মধ্যে একটি বারও আমি ভুলতে পারিনি সে কথা। পাছে ভুলে যাই, তাই যতবারই বুকের এই ঘা-টা শুকিয়ে এসেছে, ততবারই আবার আমি লোহা গরম ক'রে নিজের হাতে চেপে ধরেছি তার ওপর। অসহ্য জ্বালা করেছে। মৃত্যু-যাতনা বোধ করেছি। তবু সহ্য করেছি এই ভেবে যে, এ আমার শেষ মামলার সেরা সাক্ষী।

ভুজঙ্গ। মহারাজ সুধর্ম্ম, শুনছো? শুনছো কী অভিযোগ এনেছে আজ এই মগ-সর্দ্দার তোমার নামে?

সুধর্ম্ম। শুনছি ছোটরাজা, শুনছি!

ভুজঙ্গ। শুনছো, তবু কিছু বল্‌ছো না? বলো রাজা, এ অভিযোগ মিথ্যা, সত্য নয়—সত্য নয়।

আপাং। বল্‌বে? সাহস থাকে বলুক্‌।

ভুজঙ্গ। ওঃ! একী করেছো তুমি মহারাজ? আমি যে ঐ আকাশের সব দেবতাকে ছেড়ে তোমাকেই এতদিন আমার একমাত্র আরাধ্য দেবতা ব'লে মনে মনে পূজা ক'রে এসেছি। সেই তুমি কিনা—ওঃ, মহারাজ! কিছু বলো দাদা, কিছু করো।

সুধর্ম্ম। বল্‌বো—বল্‌বো। কী বল্‌বো, তাই ভাবছি।

ভুজঙ্গ। এখনও কী ভাবছো দাদা? তুমি কি জানো না দাদা, যে, রামচন্দ্রের সাধ্য হ'তো না কোনদিন রাবণকে বধ করার, যদি না সীতার অশ্রুজলে ধেয়ে আসতো লঙ্কেশ্বরের মৃত্যুবন্যা? তোমাদের ঐ শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী অসুরনাশন নারায়ণের অস্ত্রে মৃত্যু হয়নি কেশী-কংসের। তাদের মৃত্যুবাণ রচিত হ'য়েছিল কৃষ্ণমাতা দেবকী আর স্বর্গনটী উর্ব্বশীর অশ্রুজলে।

সুধর্ম্ম। থাম্‌—থাম্‌ ভুজঙ্গ! আর বলিসনি।

ভুজঙ্গ। না ব'লে থাকতে পারছি কই দাদা? একটা নারীর অশ্রুজলে এক একটা রাজ্য রসাতলে গেল, আর তুমি কিনা একের পর এক অসংখ্য নারীর চোখে অবিরল ধারা বহাচ্ছো? এই মগ-সর্দ্দারের আদরিণী ভগ্নী, রাণী চন্দ্রপ্রভা, শাহজাদী জোলেখা,—জানি না আরও কত এমনি হত-ভাগিনীর নাম ঢাকা প'ড়ে আছে অত্যাচারের কালো ইতিহাসে। ঐ—ঐ আসছে সর্ব্বনাশ ধেয়ে। ফেরো দাদা, ফেরো।

সুধর্ম্ম। ফিরবো ? সময় আছে এখনও ?

ভুজঙ্গ। আছে দাদা, আছে। যতদিন প্রাণ, ততদিন আশা। অত্যাচারে কালো করেছ তোমার জীবন। এবার অনুতাপের গঙ্গাধারায় তা ধুয়ে ফেলে প্রায়শ্চিত্ত করো দাদা। আবার তুমি শুদ্ধ হবে, পবিত্র হবে।

সুধর্ম্ম। ঠিক—ঠিক বলেছিস্ ভুজঙ্গ। আজ তোরা আমার অন্ধ নয়ন খুলে দিয়েছিস্। হাঁ, সত্যি আমি অপরাধী রে, সত্যই আমি মহাপাতক করেছি রাণী চন্দ্রপ্রভার কাছে। অপরাধ করেছি আশ্রিত শাহসুজার কাছে আর শাহজাদী জোলেখার কাছে। আমার অপরাধের সীমা নেই এই পাহাড়ী সর্দারের কাছে।

আপাং। রাজা !

সুধর্ম্ম। হাঁ আপাং সর্দ্দার, স্বীকার করছি—তোমার অভিযোগ সত্য। সেদিন আমি ছিলাম ভাবী রাজা। চলার পথে আমার কাঁটা ছিল না। যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি। আর সেই অভ্যাসের দোষেই আজও আমার স্বেচ্ছাচারের স্রোত চলেছে সব ভাসিয়ে দুর্ব্বার গতিতে। ক্ষমতার শিখরে ব'সে দেবতা হওয়ার পরিবর্ত্তে নিজেকে আমি ক'রে তুলেছি একটা ভয়ঙ্কর দানব।

ভুজঙ্গ। ভেঙেছে রে, ভেঙেছে তমসাঘোর। ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ম্ময়। ওরে—ওরে, তোরা শাঁখ বাজা, মঙ্গলধ্বনি কর্।

সুধর্ম্ম। ভুজঙ্গ ! ভাই আমার !

ভুজঙ্গ। বলো দাদা, বলো।

সুধর্ম্ম। আজ আমি বুঝতে পেরেছি ভাই, যে, সিংহাসনে বসতে হ'লে রাজাকে সব অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়ে সব মানুষের একজন হ'য়ে বস্‌তে হয়। রাজাকে হাসতে হয় প্রজার আনন্দে, কাঁদতে হয় প্রজার ব্যথায়, পুজো

পেতে হ'লে নিজেকে আগে বিলিয়ে দিতে হয় সবার কাছে নিঃশেষ ক'রে। কিন্তু তা আমি পারিনি ভাই। যাদের রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছি এই হাতে, তাদের সর্ব্বনাশ করেছি আবার সেই হাতেই। ওঃ, কী করেছি আমি—কী করেছি ?

ভুজঙ্গ। দাদা, শান্ত হও দাদা।

সুধর্ম্ম। পারছি না, পারছি না। অনুতাপে, আত্মগ্লানিতে আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করছে।

আপাং। এসব আমি কী শুনছি রাজা ? তুমি কে গো ? তুমি কি আমাদের সেই শয়তান রাজা সুধর্ম্ম ? দেখি—দেখি, ভাল ক'রে মুখ খানা দেখি একবার। না না, এতো সে নয়। এ মুখে যে দেবতার জ্যোতি ঝিলিক দিচ্ছে গো। কিন্তু—উঃ ! আবার সেই বুকের ঘা-টা জ্ব'লে উঠলো। আঃ, কী করি গো আমি এই ঘা-টাকে নিয়ে ?

সুধর্ম্ম। আমার বুকে দাও সর্দ্দার। এ আমারই অপরাধ, আমারই পাপ। তোমার ঐ লাঠির ঘায়ে বুকটা আমার ভেঙ্গে চুরমার ক'রে তোমরা সবাই মিলে আমাকে সাজা দাও সর্দ্দার। আমাকে মৃত্যু দাও।

ভুজঙ্গ। মরবে কেন দাদা ? মৃত্যু—সে তো ভীরুর কামনা। জেগে ওঠো, সবার সুরে সুর মেলাও, সবার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করো এবার। দেখবে, জীবনমৃত্যু তোমার পায়ের ভৃত্য হ'য়ে সবার মনে তোমাকে চির—অমর ক'রে রাখবে।

সুধর্ম্ম। তুই আমাকে অভয় দিচ্ছিস্ ভাই ?

ভুজঙ্গ। আমি নই দাদা। কান পেতে শোন। শুনতে পাচ্ছো না জীবন-দেবতার সেই অমর বাণী—? আমি পাচ্ছি।

সুধর্ম্ম। কী বাণী ভাই ?

ভুজঙ্গ। "উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই॥"

সুধর্ম্ম। ভুজঙ্গ, তুই আমাকে ক্ষমা করতে পারবি তো ভাই?

ভুজঙ্গ। ব'লো না দাদা, অমন ক'রে ব'লে আমাকে অপরাধী ক'রো না। এই নাও দাদা, অপরাধী এই ভাইয়ের মাথাটা আজ পরম ভক্তি ভরে লুটিয়ে দিলাম আমার পরম তীর্থ এই দুটি পায়ের তলায়।

[ভুজঙ্গ সুধর্ম্মের পদতলে পড়তে যায়। বাধা দিয়ে
সুধর্ম্ম তাকে বুকে টেনে নেয়]

সুধর্ম্ম। ওরে, ওখানে নয় রে অভিমানী ভাইটি আমার। বুকে আয় ভাই, বুকে আয়।

[একটু পরে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়]

ভুজঙ্গ। সর্দ্দার, অমন ক'রে দেখছো কী? আজ তামাম আরাকানের ঘুম ভাঙার পালা।

"ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা,
কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে॥"

সুধর্ম্ম। আপাং সর্দ্দার, ভাই না হয় ভালবেসে অপরাধী ভাইকে ক্ষমা করতে পারে; কিন্তু তুমি ক্ষমা করবে কেন? দাও সর্দ্দার, এবার তুমি আমার কৃতপাপের শাস্তি দাও।

আপাং। হারিয়ে দিলে—হারিয়ে দিলে! এসেছিলাম তোমার মুখোশ-ঢাকা শয়তানটাকে সাজা দিয়ে নিকেশ ক'রে ফেলতে। কিন্তু

হ'লো না—হ'লো না। পালিয়েছে শয়তানটা। শয়তানের ভিটের ওপর আজ মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে দেবতার মন্দির। মালিক, মালিক! ঐ মন্দিরেই থাকো তুমি আমাদের ঠাকুর হ'য়ে, আমরা দেখো তোমার পুজো। আমার সেলাম নাও রাজা। সেলাম—সেলাম!

সুধর্ম্ম। না না, আর আমি রাজা নই ভাই। আজ থেকে আমিও হ'লাম তোমাদের একজন, আর আরাকানের রাজা হ'লো তোমাদের ছোটরাজা আমার এই ছোট ভাইটি। [মুকুট পরিয়ে দেয় ভুজঙ্গকে]

ভুজঙ্গ। একী—একী করলে দাদা?

সুধর্ম্ম। কোনও কথা নয় এখন। এখনও একটা কাজ বাকি। এসো আমার সঙ্গে নতুন রাজা, এসো সর্দ্দার।

ভুজঙ্গ। কোথায় যাচ্ছো দাদা?

আপাং। তোর যাবার দরকার কী বড়রাজা? হুকুম কর্ আমাকে। পাহাড় টলিয়ে তার চুড়োটা ভেঙে এনে ফেলে দিচ্ছি তোর পায়ের তলায়।

সুধর্ম্ম। না না, আমাকেই যেতে হবে আমার সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। আশ্রয় দিয়ে আশ্রিতকে আমি যে জল্লাদ মীরজুমলার হাতে তুলে দিয়েছি। তাদের বাঁচাতে হবে। ছুটে আয় তোরা—ছুটে আয়—

[সকলের দ্রুত প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

সীমান্ত-প্রান্তর

পুরুষবেশী মাফিন্ ও নারীবেশী ধ্বজাধারী সহ পাহাড়ী ও ফয়জলের প্রবেশ

ফয়জল। আর কতদূরে নিয়ে যাবে আমাদের ? কোথায় জোলেখা ?

পাহাড়ী। আমার মাফিন্ ? তাকে বিনে আমি যে আর হাঁটুতে বল পাচ্ছি না।

মাফিন্। ব্যস্ত হবেন না হুজুরেরা। এসব ব্যাপারে অত উতলা হ'লে কি চলে ?

ফয়জল। উতলা না হ'য়ে কী করি বলো। আগাগোড়া ব্যাপারখানা আমার যেন কেমন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে ঠেকছে।

ধ্বজাধারী। সে আপনাদের চোখের কসুর হুজুর। সিরাজীর ঘোর আপনাদের পদ্মপলাশ নয়নে পাকা শিলমোহর এঁটে দিয়েছে কিনা ?

ফয়জল। বটে ? কিন্তু জোলেখা যদি আমার পীরিতে অমন ছটফটাবেই, তাহ'লে খানিক আগে সে আমার অমন দিল-ফাটানো পেয়ারের চুক্তিতে রাজি হ'লো না কেন ?

ধ্বজাধারী। কী যে বলেন হুজুর ? সেখানে ঐ বুড়ো রাজাটা রয়েছে না ? ভয় ভয় করবে না ? দেখলেন তো, যেই নিমরাজী হয়েছে, অমনি বুড়ো বিটলেটা ঠিক হ্যার‍্যার‍্যার‍্যা ক'রে এসে পড়লো কিনা ?

ফয়জল। আমিও যদি না বুড়ো শয়তানটার রান্না পোলাওয়ে মুর্গী নাচিয়েছি তো আমার নামই ইয়ে নয়। ইয়ে খোদা ! একী হ'লো ?

পাহাড়ী। কী হয়েছে দোস্ত ?

ফয়জল। সর্ব্বনাশ হয়েছে দোস্ত। আমার নামটা মনে পড়ছে না !

পাহাড়ী। কুছ পরোয়া নেই দোস্ত। আমার তো বাপের নাম ইস্তক মনে পড়ছে না। গোলি মারো ওসব ঝুট-ঝামেলা কো ! অ্যাই, হেঁটে হেঁটে আমার পা দুটো ঝন ঝন্ করছে। ডাকো মাফিন্‌কে। একটু টিপে দিক। আর আমি নেহি যেতে পারে গা।

মাফিন্। আর যেতে হবে না হুজুরেরা। এখানে একটু অপেক্ষা করুন। তাঁরা হয়তো আশপাশেই কোথাও আছেন। লজ্জায় সামনে আসতে পারছেন না।

ধ্বজাধারী। হাঁ হুজুর। হাজার হোক্, দু জনেই আইবুড়ো সোমত্ত মেয়ে তো ? প্রথমবার একটু লজ্জা লজ্জা কর্‌বে না ?

মাফিন্। লক্ষ্মী !

ধ্বজাধারী। কী ভাই নারাণ ?

মাফিন্। তুমি ততক্ষণ এদের সঙ্গে একটু গল্পগুজব করো। আমি ওঁদের খুঁজে নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান

ধ্বজাধারী। [সলজ্জে] আমিও তো ভাই সোমত্ত মেয়েমানুষ। এমনি ক'রে দু-দুজন পরপুরুষের কাছে আমাকে একা ফেলে গেলে ভাই ? পরপুরুষের সামনে আমার যে আবার মুখে কথা ফোটে না।

পাহাড়ী। ভয় নেই সুন্দরী, ভয় নেই। আমরা তোমাকে খেয়ে ফেলবো না।

ধ্বজাধারী। আস্তে হুজুর, ভরসাও নেই।

ফয়জল। তোমার নাম কি সুন্দরী ?

ধ্বজাধারী। লক্ষ্মী।

ফয়জল। তোমার কে আছে ?

ধ্বজাধারী। পোড়া অদেষ্টের কথা আর শুধোবেন না হুজুর। আমার গ্রামও গেছে হুজুর, কুলও গেছে। [কান্না]

পাহাড়ী। আহা রে! একা একা তাহ'লে তো তোমার বড় কষ্ট ?

ধ্বজাধারী। কষ্ট ব'লে কষ্ট হুজুর ? এমন বসন্তকাল এসেছে, পোড়া অঙ্গে যৈবনের তো সাঁড়াসাঁড়ি বান ডাকাডাকি করছে, অথচ একটা মনের মত পুরুষ বিনে কী ক'রে যে রাত কাটে আমার! বুকের ভেতরটা থেকে থেকে হু-হু ক'রে ওঠে।

ফয়জল। তা আমাদের কাছে অত লজ্জা কেন ? ঘোমটা খোলো।

ধ্বজাধারী। [জিভ কেটে] ওমা, কী নজ্জার কথা গো। না হুজুর, আমার বড় সরম লাগছে।

পাহাড়ী। প্রথম প্রথম অমন সরম সবারই লাগে লক্ষ্মী। তুমিও একা, আমরাও একা! লজ্জা ক'রে কেন আর বৃথা কষ্ট পাচ্ছো ? ঘোমটা খোলো। খোলো মাইরি!

[পাহাড়ী জোর ক'রে ধ্বজাধারীর ঘোমটা খুলে দেয়।
তারপরই চমকে ওঠে]

পাহাড়ী। আরে, একী। লক্ষ্মীর মুখজোড়া গোঁফ ?

ধ্বজাধারী। লক্ষ্মী তোর বাবা। [চকিতে ছোরা বসিয়ে দেয় পাহাড়ীর বুকে। পাহাড়ী আর্ত্তনাদ ক'রে প'ড়ে যায়।

ফয়জল। ইয়ে আল্লা! [অসিহাতে ধ্বজাধারীকে আক্রমণোদ্যত হয়]

পিছন হ'তে পিস্তল-হাতে মাফিনের প্রবেশ

মাফিন্। আল্লার নাম নাও সাহেব। হাতিয়ার ফেলে দাও বলছি। ফেলো—

[দুদিক থেকে ধ্বজাধারী আর মাফিন্ অস্ত্রহাতে অগ্রসর হ'তে থাকে ফয়জলের দিকে। সহসা যন্ত্রণাকাতর পাহাড়ী মাটিতে প'ড়ে প'ড়ে মাফিনের পা ধ'রে টানে। মাফিন্ প'ড়ে যায়। ছুটে পালায় ফয়জল]

ধ্বজাধারী। এ-হে-হে। পালালো, পালালো।

মাফিন্। কোথায় পালাবে? আমি দেখছি ওকে। তুমি এই বিশ্বাসঘাতক কুকুরটার ব্যবস্থা করো।

[দ্রুত প্রস্থান

পাহাড়ী। ওঃ! ওঃ! প্রাণ যায়। ওঃ, ধ্বজাধারী, শেষে তুমি আমায় খুন করলে দোস্ত?

ধ্বজাধারী। হ্যাঁ দোস্ত, কর্‌লাম, মহানন্দে কর্‌লাম। তোমার পাল্লায় প'ড়ে বিস্তর পাপ করেছি। আজ তার প্রথম প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লাম।

পাহাড়ী। ওঃ। ম'রে গেলাম, ম'রে গেলাম!

ধ্বজাধারী। ঐ ব'লে তখন থেকে চেলাচ্ছো তো খুব। মর্‌ছো কই? অত টপ ক'রে বার হ'লেই হ'লো তোমার ঐ কই মাছের প্রাণ? দুত্তোর, কতক্ষণ আর আমি ব'সে থাকবো তোমার শিঙে ফোঁকার আশায়। চলো, তার চেয়ে তোমাকে জ্যান্তে গোর দিয়ে ল্যাটা চুকিয়ে ফেলি! ওঠো, ওঠো—

পাহাড়ী। না—না—

ধ্বজাধারী। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ— [পাহাড়ীকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। পাহাড়ী যাতনায় আঁকড়ে ধরে ধ্বজাধারীকে] অবলা পরনারীকে একা পেয়ে অমন ক'রে জড়িয়ে ধ'রো না হুজুর। আমার বড় সরম লাগে।

[যন্ত্রণাকাতর পাহাড়ীসহ প্রস্থান

ব্যস্তভাবে মল্লিনাথের প্রবেশ

মল্লিনাথ। কোথায় গেলেন তাঁরা ? কোন্‌দিকে ? তন্নতন্ন ক'রে চারদিকে খুঁজছি। বুঝতে পারছি না আঁধারে পথ ভুল করেছি কিনা ? কী করি, কী করি ? এতদিন এত বিপদে বাঁচিয়ে এসেও কি আজ শেষ রক্ষা করতে পারবো না ? ভগবান, পথ দেখাও ভগবান, পথ দেখাও।

ফয়জলের পিছন থেকে প্রবেশ ও মল্লিনাথকে ছুরিকাঘাত

ফয়জল। দেখো পথ ! সোজা চ'লে যাও এবার জাহান্নমের পথে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

মল্লিনাথ। ওঃ, গুপ্তহত্যা ! কে - কে তুমি ? একী ! তুমি আমাকে কেন এমনভাবে হত্যা করলে ফয়জল খাঁ ?

ফয়জল। বুঝতে পারছো না দোস্ত ? তুমি মাঝখানে ছিলে ব'লেই জোলেখার দিল বিগড়ে গিছলো আমার ওপর। আবার যাতে না বেগড়ায়, তাই পথের কাঁটা উপড়ে ফেললাম। এবার চলি দোস্ত। সেলাম।

[হাসতে হাসতে দ্রুত প্রস্থান

মল্লিনাথ। ওঃ, কাপুরুষ। [প'ড়ে গিয়ে যাতনায় ছটফট করে]

ব্যস্তভাবে মাফিন্ ও ধ্বজাধারীর প্রবেশ

মাফিন্। ঠাকুর ! মল্লি ঠাকুর !

ধ্বজাধারী। এই তো মল্লিঠাকুর। ইকী কাণ্ড ?

মাফিন্। ঠাকুর ! একী হ'লো ঠাকুর ? কে করলে এই সর্ব্বনাশ ? [ব'সে প'ড়ে নিজের কাঁধের ওপর তুলে নেয় মল্লিনাথের মাথা]

মল্লিনাথ। ফয়জল খাঁ।

মাফিন্। সেকী। তাকেই যে এতক্ষণ আমরা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজ-ছিলাম।

ধ্বজাধারী। শয়তান! আমি যাচ্ছি মাফিন্ উল্কার মতন তাকে ঝলসে মারতে। [প্রস্থানোদ্যত]

মাফিন্। যেও না; দাঁড়াও। [ধ্বজাধারী ফিরে দাঁড়ায় [ঠাকুর, বড্ড কষ্ট হ'চ্ছে?

মল্লিনাথ। যাচ্ছি মাফিন! দুঃখ র'য়ে গেল, ব্রত আমার উদ্‌যাপন ক'রে যেতে পারলাম না; শাহজাদার কোনও খবর জানো তোমরা?

ধ্বজাধারী। না। আর সবাই খুজছে তাঁকে।

মল্লিনাথ। বিপদবারণ নারায়ণ তাঁদের বিপদমুক্ত করুন। হাঁ, জোলেখার খবর?

মাফিন্। তবু ভালো যে আজ এইসময়ে অন্ততঃ একটিবার তার নাম তোমার মুখে শোনা গেল।

মল্লিনাথ। মুখে শুনবে কী ক'রে মাফিন্? ও নাম যে বুকে লুকানো ছিল। হাঁ, বিশ্বাস করো মাফিন্। এর প্রতিটি বর্ণ সত্যি। দেবতার ধ্যান করতে চোখ বুজেছি, তার ছবি দেখেছি। ইষ্টমন্ত্র জপ করতে চেয়েছি, জপ করেছি তারই নাম।

মাফিন্। কেন—কেন তবে এতদিনে একটিবারও সেকথা স্বীকার করোনি ঠাকুর?

মল্লিনাথ। সংস্কার! সংস্কারে বেধেছে। বলতে চেয়েছি। ভয়ে পারিনি। সংস্কার গলা টিপে ধরেছে আমার। তাকে ব'লো—দেখা হ'লে ব'লো—মরার আগে একথা আমি অকপটে স্বীকার ক'রে গেছি।

মাফিন্। বলবো—বলবো ঠাকুর! কিন্তু আমাকে কিছু বলবে না?

মল্লিনাথ। বলবো। মরণকালে কামনা কার, পরজন্মে তোমার

দুটিতে মিলে এক হ'য়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িও আমার প্রিয়া হ'য়ে, মানসী হ'য়ে।

মাফিন্। ওঃ, ঠাকুর!

মল্লিনাথ। কেঁদো না, কেঁদো না মাফিন্। আমার যাত্রাপথ চোখের জলে ঝাপসা ক'রে তুলো না। তুমি কাঁদবে কেন মাফিন্? তুমি না মগের মেয়ে? আঃ! আমাকে একটু তুলে ধরো। নিয়ে চলো ঐ নদীর ধারে। ওখানেই আমি শেষ নিঃশ্বাস ফেলবো। ভাই ধ্বজাধারী, এই উপকারটুকু করো ভাই। ওকী! তোমার চোখেও জল?

ধ্বজাধারী। ব'য়ে গেছে আমার চোখে জল আসতে। সারাটা জীবন কারও জন্যে কাঁদলো না এই পাষাণ মোসাহেবটা, আজ তোমার জন্যে কাঁদবো? ব'য়ে গেছে। কাঁদবো না তো—কক্ষণো কাঁদবো না—কক্ষণো না! [হাউহাউ ক'রে কেঁদে ফেলে]

মাফিন্। নাও, ঢের হয়েছে! ওঠো এবার। চলো—

[আহত মল্লিনাথকে দুধার থেকে তুলে ধ'রে

[ধ্বজাধারী ও মাফিনের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সীমান্ত-বনপথ

পথশ্রান্ত সুজা, পরীবানু, জোলেখা ও আমিনার প্রবেশ

আমিনা। আর যে চল্‌তে পারছি না দিদিভাই। কাঁটায় কাঁটায় আমার পা কেটে ঝরঝর ক'রে রক্ত ঝরছে। একটু বসি এখানে।

সুজা। না, না আমিনা, এখানে নয়। এই বনটুকু পার হ'তে পারলেই বোধহয় আমরা আরাকানের সীমানা পার হ'য়ে যেতে পারবো। তখন আমরা বিশ্রাম নেবো। তার আগে নয়। আর একটু কষ্ট ক'রে চলো আমিনা।

আমিনা। আর যে পারছি না বাবা। তারচেয়ে এক কাজ করো তোমরা। আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে তোমরা এগোও বাবা।

পরীবানু। ওরে, না না, অমন কথা বলিস্‌নে আমিনা। তাই কি আমরা পারি রে?

আমিনা। দুঃখু ক'রো না মা। আমার জন্যে তোমরা সব্বাই কেন মর্‌বে? আমায় ছেড়ে তোমরা যদি বাঁচতে পারো, আমি পরম সুখে মরতে পারবো।

সুজা। খোদা! দিন দুনিয়ার মালেক! শুনছো? শুনতে পাচ্ছো তুমি? তবু তোমার দয়া হ'চ্ছে না মালেক?

জোলেখা। ছিঃ আমিনা, কাঁদিসনি বোন। আমি তোকে ধ'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি।

পরীবানু। কেন তুমি রাতের বেলায় অত তাড়াতাড়ি ক'রে বেরোতে গেলে শাহজাদা? দুদিন বাদে দিনের বেলায় রওনা হ'লেই তো হ'তো।

সুজা। হ'তো না পরীবানু, হ'তো না।

পরীবানু। কেন হ'তো না? সোজা পথে রওনা হ'লে তো এত কষ্ট সহ্য করতে হ'তো না।

সুজা। রাজনীতির সোজা পথটাই বড় বাঁকা পথ বেগম। তাই মুখে বিদায় দিয়েও আরাকানরাজ যখন শুভেচ্ছা জানালো, তখন তার চোখের কোণে আমি দেখতে পেলাম একটা চাপা শয়তানির ঝিলিক। বিশ্বাস করতে পারলাম না তাকে আর। আমার মনের মধ্যে কে যেন ব'লে উঠলো—"পালাও, পালাও।" তাই রাতের আঁধারেই পালালাম। ভোর হ'লে আমরা সবাই পালাতে পারতাম, আমিনার এত দুর্ভোগ হ'তো না, কিন্তু হয়তো আমাদের হারাতে হ'তো জোলেখাকে।

পরীবানু। সেকী!

সুজা। হাঁ বেগম, স্বধর্মের চোখে আমি সেই অধর্মের সঙ্কল্পই দেখেছিলাম।

জোলেখা। [স্বগত] খোদা মেহেরবান। ভাগ্যিস্ এঁদের এখনও আসল ব্যাপারটা জানাইনি।

পরীবানু। ঐ জোলেখার জন্যেই তো আরও দেরী হ'য়ে গেল আমাদের। পথের মাঝে বাহাদুরী ক'রে একা জল খুঁজতে গিয়ে এমন হারিয়ে গেল যে ওকে আবার খুঁজে পেতেই দু'পহর কেটে গেল।

জোলেখা। ঠিক বলেছো মা। বাবা, আমিই তোমাদের যত অনিষ্টের মূল। বার বার তাই আমার জন্যেই তোমাদের যত বিপদ। আমি

তোমাদের সর্ব্বনাশী বিষকন্যা। খোদা, জন্ম যদি দিয়েছিলে, তবে কেন আমাকে কুৎসিত কুরূপা ক'রে জন্ম দাওনি ?

পরীবানু। ওরে, থাম্ জোলেখা, থাম্! অমন ক'রে বলিস্‌নে মা। হ্যারে, মা'র মুখের কথাটাই অত বড় হ'লো ? আর এটা জানিস না যে তোরা দুটোই আমাদের নয়নের মণি ? তোরা না থাকলে এত দুঃখ, এত অত্যাচার সইতাম কার-মুখ চেয়ে ? চুপ কর জোলেখা, অমন ক'রে আর বলিস না।

জোলেখা। না না, আর তোমরা আমাকে ভালবেসো না মা, আর আমাকে আদর ক'রে বুকে টেনো না। বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা, তার চেয়ে তুমি আমাকে খুন ক'রো বাবা। পথ তোমাদের নিষ্কণ্টক হোক্। তোমরা বাঁচো। ক'রো বাবা, খুন করো আমায়। [আকুলভাবে সুজাকে নাড়া দিতে দিতে মিনতি জানাতে থাকে]

সুজা। খোদা! এর পরেও আর কী শোনাবার দেখাবার জন্যে বাঁচিয়ে রাখবে খোদা ? এর চেয়ে আমাকে বধির ক'রে দাও মেহেরবান, অন্ধ ক'রে দাও।

জোলেখা। পারবে না ? পারবে না বাবা ? বেশ, কারও দরকার নেই। আমি নিজেই তাহ'লে নিজের ব্যবস্থা ক'রে নিচ্ছি। [ছোরা বার ক'রে আত্মহত্যায় উদ্যত হয়]

সুজা। বেটি!

পরীবানু। জোলেখা!

আমিনা। দিদিভাই!

[আমিনা ঝাঁপিয়ে প'ড়ে দুহাতে জোলেখাকে জড়িয়ে ধরে। জোলেখা সহসা যেন পাথর হ'য়ে যায়। তার উদ্যত কম্পিত হাত থেকে ছোরাখানা প'ড়ে যায়]

জোলেখা। হ'লো না—হ'লো না! মরা আমার হ'লো না! আমিনা, তুই আমার বোন, না আমার দুষমন রে?

আমিনা। দি'দিভাই, আর আমি কাঁদবো না দিদিভাই। এবার আমি চলতে পারবো, ঠিক চলতে পারবো। দেখবে? এই ছাখো তবে— [হাঁটতে গিয়ে পতনোন্মুখ হয়]

ফতে আলির দ্রুত প্রবেশ

ফতে আলি। হাঁটবে কেন শাহজাদী, আমি থাকতে হাঁটবে কেন? তুমি যাবে আমার কাঁধে চ'ড়ে। [আমিনাকে কাঁধে তুলে নেয়] চ'লে আসুন শাহজাদা, জল্‌দি। বিপদ আছে পিছনে।

পরীবানু। আবার বিপদ?

সুজা। তবে কি রাজা সুধর্ম্ম আমার জোলেখাকে ছিনিয়ে নিতে আসছে?

ফতে আলি। না শাহজাদা, এ বিপদ তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। আসছে খোদ মীরজুমলা!

সুজা। মীরজুমলা! মীরজুমলা! ওঃ, এই মীরজুমলা কি আমাকে দুনিয়ার কোনও কোণে রেহাই দেবে না?

ফতে আলি। মিছে দেরী করবেন না শাহজাদা। পা চালান, পা চালান।

সুজা। বৃথা, বৃথা চেষ্টা। কবরে ঢুকলেও ঐ মীরজুমলা হয়তো কবর খুঁড়ে খুঁড়ে আমাদের লাশগুলোকে টেনে বার করবে। কিন্তু তুমি কে?

ফতে আলি। আমি? আমি কেউ না। শুধু ফতে আলি।

সুজা। [তীব্রকণ্ঠে] খবর্দ্দার, ধোঁকা দেবার চেষ্টা ক'রো না।

বলো, তুমিই আসলে ঐ শয়তানের চর হ'য়ে ধোঁকা দিয়ে আমাদের ফাঁদে ফেলতে চাইছো কিনা? [দুহাতে চেপে ধরে ফতে আলিকে]

ফতে আলি। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন দিকি জনাব। আমাকে কি তাই মনে হয়?

সুজা। [বিভ্রান্তের মত] না না, এ-মুখে তো কৃতজ্ঞতার আলো ঝলমল করছে। অসম্ভব, একে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা অসম্ভব। কে—কে তুমি?

ফতে আলি। দুর্দিনের সাথী। অন্য পরিচয় আমার নেই জনাব।

সুজা। কিন্তু তামাম দুনিয়া যখন পাগলা নেকড়ের মতন আমাদের খুবলে মারতে চায়, তখন তুমি এমন অযাচিতভাবে আমাদের বাঁচাতে ছুটে এসেছ কেন?

ফতে আলি। তাহ'লে শুনুন শাহজাদা। কোনও একসময়ে আমার জান বাঁচিয়ে আপনি আমাকে ঋণী ক'রে রেখেছেন আপনার কাছে। তাই আমি আপনাকে ছাড়তে পারিনি জনাব, ভুলতে পারিনি জীবন-দানের সেই ঋণ। তাইতো পাত্তা লাগিয়ে—আপনি এখানে এসেছেন জেনে—অনেক মতলব ক'রে বক্তিয়ারের গোলাম সেজেছি। জেনে ফেলেছি ওদের শয়তানির কথা।

সুজা। বন্ধু। দোস্ত!

ফতে আলি। আপনাকে হুঁসিয়ার ক'রে দিয়ে আজ আমি ঋণমুক্ত। শাহজাদা, আর দাঁড়াবেন না জনাব। চ'লে আসুন।

অসিহাতে মীরজুমলার প্রবেশ

মীরজুমলা। আর যেতে হবে না কোথাও। এখন সামনে শুধু জাহান্নমের পথটাই খোলা আছে।

সুজা। এসেছো—এসেছো তাহ'লে তুমি মীরজুমলা ?

মীরজুমলা। জী হাঁ জনাব। আপনাদের সেবায় লাগবো ব'লেই তো আমি নৌক্‌রি কবুল করেছি।

সুজা। তুমি তাহ'লে আরাকান ছেড়ে না গিয়ে এখনও এখানেই গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছো ?

মীরজুমলা। জী হাঁ শাহজাদা, আপনারই ইন্তেজার্ করছিলাম। শেষ বোঝাপড়াটা বাকি আছে যে।

সুজা। বেশ, তাহ'লে শেষ ক'রেই ফেলা যাক্ সেটা। [উভয়ের যুদ্ধ]

পরীবানু। [সহসা পিস্তল উদ্যত করে] হাত্তিয়ার ফেলে দাও মীরজুমলা।

পিছন হতে বক্তিয়ার প্রবেশ ক'রে পরীবানুর হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নেয়। হেসে ওঠে মীরজুমলা। বক্তিয়ার ও মীরজুমলা একসাথে আক্রমণ করে সুজাকে।

আমিনা। মা ! মা গো।

ফতে আলি। চুপ করো শাহজাদী। আল্লা আছেন।

জোলেখা। মা গো, কী হবে মা ?

পরীবানু। তাইতো ! কী করি এখন ?

সুজা। ভয় নেই পরীবানু, ভয় নেই। দোস্ত ফতে আলি, এদের নিয়ে তুমি সামনে এগোও। আমি এই দুটো নরপিশাচকে শায়েস্তা ক'রে এখুনি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি। যাও বন্ধু, যাও—

[যুদ্ধরত সুজা ও মীরজুমলার প্রস্থান

[ফতে আলির সঙ্গে আমিনা, জোলেখা, ও পরীবানু প্রস্থানোদ্যত হয়]

মাফিনের প্রবেশ

মাফিন্। একটু দাঁড়াও শাহজাদী।

জোলেখা। একী! মাফিন্? তুমি এসময়ে এখানে?

মাফিন্। তোমাকে একটা কথা বল্‌তে ছুটে এসেছি।

জোলেখা। বলো।

মাফিন্। সে কথা শুধু তোমাকেই বল্‌বো শাহজাদী।

জোলেখা। মা, তোমরা এগোও। আমি মাফিনের সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে তোমাদের পিছনে পিছনে আসছি।

[ফতে আলি, পরীবানু ও আমিনার প্রস্থান।

জোলেখা। তুমি কি বল্‌তে পারো মাফিন্, তোমাদের মল্লিঠাকুর এখন কোথায়?

মাফিন্। পারি।

জোলেখা। কোথায়?

মাফিন্। [ওপর দিকে নির্দ্দেশ করে] ঐ ওখানে।

জোলেখা। [আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে] মাফিন্!

মাফিন্। তোমাদের পথের বিপদ দূর করতে নিজেই গুপ্তঘাতক ফয়জলের ছুরি খেয়ে সে জান দিয়ে তোমাদের সেবা ক'রে গেছে শাহজাদী।

জোলেখা। কবে মাফিন্? কখন?

মাফিন্। এখনও বোধহয় মৃতদেহটা তার ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়নি শাহজাদী। পশ্চিমের ঐ পাহাড়ী নদীর কিনারায় সেই লাশটার সৎকারের ব্যবস্থা করছে ধ্বজাধারী।

জোলেখা। আর সেই গুপ্তঘাতক ফয়জল খাঁ?

মাফিন্। জানি না। কোথায় পালিয়েছে। তাকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। যদি কোন দিন দেখা হয়, মল্লিনাথের দোহাই শাহজাদী, তাকে তুমি ক্ষমা ক'রো না, ক'রো না।

জোলেখা। মল্লিনাথ নেই? আমাদের চিরদিনের পথের সাথী আর বিপদের সাহস মল্লিনাথও আমাদের ছেড়ে চ'লে গেল?

মাফিন্। যাবার আগে তোমাকে জানাবার জন্য আমাকে সে ব'লে গেছে যে, পরজন্মে সে তোমারই প্রতীক্ষা করবে।

জোলেখা। না না, একথা সত্যি নয়, সত্যি হ'তে পারে না।

মাফিন্। শাহজাদী, তোমাদের রাজা-বাদশার ঘরে স্বার্থের লোভে মিথ্যাচারটা সদাই ঘটে ব'লে সত্যনিষ্ঠ মৃত্যুপথযাত্রী ব্রাহ্মণের শেষ কথা-টাকে মিথ্যা ভেবো না। ব'লে গেছে মল্লিনাথ,—তোমাকেই সে ভাল-বেসেছে চিরকাল, ভালবাসবে যুগে যুগে, জন্মে জন্মে।

জোলেখা। ওঃ, মল্লিনাথ! মল্লিনাথ! সেই যদি বল্‌লে, তাহ'লে দুদিন আগে বল্‌লে না কেন একথা?

মাফিন্। কেঁদো না—কেঁদো না শাহজাদী! ভালবাসার যুদ্ধে তুমি জয়ী হয়েছো। কাঁদবে কেন? হাসো। আনন্দ করো।

জোলেখা। কিন্তু তুমি—তুমি কেন কাঁদছো মাফিন্?

মাফিন্। [কান্না চাপতে চাপতে] জানতে চেও না সে কথা শাহজাদী—জানতে চেও না। তুমি মেয়ে, আমিও মেয়ে। তবু সে কথা বলতে আমি পারবো না—পারবো না। [প্রস্থানোদ্যত হয়]

জোলেখা। মাফিন্! কোথায় যাচ্ছো মাফিন্?

মাফিন্। পিছু ডেকো না শাহজাদী, পিছু ডেকো না। একটিবার শেষ দেখা দেখতে যাবো না? মৃত্যুবাসর সাজানো হয়েছে দেবতার আমার। কত কামনার, কতো সাধের রাত আজ আমার। এখন

কি আমি একা থাকতে পারি গো? না না, আমি যাই, আমি যাই—

[প্রস্থান

জোলেখা। মাফিন্! মাফিন্! চ'লে গেল! সবাই চ'লে যাচ্ছে এক এক ক'রে। একা শুধু আমিই প'ড়ে থাকবো? মল্লিনাথ, মল্লিনাথ, আসছি—আমি আসছি। [প্রস্থানোদ্যত হয়]

ফয়জলের প্রবেশ

ফয়জল। কোথায় যাবে শাহজাদী? দাঁড়াও।

জোলেখা। একী! এখানেও তুমি আমার পিছু পিছু ছুটে এসেছো ফয়জল খাঁ?

ফয়জল। তোমার জন্যে আমি স্বর্গ নরক সব তোলপাড় ক'রে ফেলতে পারি জোলেখা।

জোলেখা। চোপ্‌রও শয়তান! মল্লিনাথকে গুপ্তহত্যা ক'রে এসে ওকথা বল্‌তে তোমার লজ্জা হ'চ্ছে না?

ফয়জল। কিসের লজ্জা? দিলপ্যারীর জন্যে খুনোখুনি রক্তারক্তি দুনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম নয় শাহজাদী। তোমাদেরই বংশের বাদশা জাহাঙ্গীর কি শের আফগানকে খুন ক'রে তার বিবি নুরজহাঁকে ছিনিয়ে নেননি? বেগম মমতাজের জন্যে বাদশা শাহজাহানের হুকুমে তাজা খুনের ফোয়ারা ছোটেনি? আমার বেলাতেই বা তাহ'লে সেটা দোষের হবে কেন প্যারী? [জোলেখাকে ধরতে উদ্যত হয়। জোলেখা পেছোতে থাকে]

জোলেখা। না না, আমাকে ধরবার চেষ্টা ক'রো না ফয়জল খাঁ! তফাৎ যাও। তফাৎ যাও। নইলে মরণ-কামড় বসিয়ে দেবো আমি।

ফয়জল। দাও—তাই দাও জোলেখা।

জোলেখা। এই নাও। [ফয়জলের বুকে ছুরিকাঘাত করে]

ফয়জল। [আর্তনাদ সহকারে] ওঃ, বাঘিনী! তবে তুইও ম্যাখ।

[অসি বার ক'রে জোলেখাকে আক্রমণোদ্যত হয়

সেই মুহূর্তে আমিনা প্রবেশ ক'রে উভয়ের মাঝে ছুটে যায় জোলেখাকে আড়াল করতে, কিন্তু ফয়জলের তরবারি-বিদ্ধ হ'য়ে সে আর্তনাদ-সহকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে

আমিনা। দিদিভাই!

জোলেখা। আমিনা!

ফয়জল। ইয়ে খোদা! জান যায়। ওঃ—ওঃ!

[টলতে টলতে প্রস্থান

আমিনা। ওঃ, দিদিভাই! পালা দিদিভাই—পালা! ওঃ, মা গো! মা! মা—গো— [মৃত্যু]

জোলেখা। আমিনা! [আছড়ে পড়ে আমিনার ওপর] আমিনা, কথা ক' বোন। চোখ মেল্! আমিনা!

সুজা [নেপথ্যে] জোলেখা! জো—লে—খা!

পরীবানু। [নেপথ্যে] আমিনা! আ—মি—না!

ডাকতে ডাকতে সুজা ও পরীবানুর প্রবেশ

সুজা জোলেখা! জোলেখা!

জোলেখা। [ব্যাকুল কণ্ঠে] বাবা!

পরীবানু। আমিনা! আমিনা!

জোলেখা। মা!

পরীবানু। ওগো, এই তো আমার আমিনা শুয়ে রয়েছে।

সুজা। একী?

জোলেখা। আমাকে বাঁচাতে গিয়েই বোনটি আমার শয়তান ফয়জল খাঁর হাতিয়ারের মুখে—ওঃ, মা গো!

পরীবানু। না না, মিছে কথা! বাছা আমার ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিনা! ওঠ্, মা, ওঠ্! আমিনা! ওগো, একী! আমার আমিনা যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কথা কইছে না।

সুজা। কথা ও আর কইবে না পরীবানু। আমিনা আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছে। আমিনা! বেটী আমার!

পরীবানু। নেই? আমার আমিনা নেই? না না, এই তো আমার আমিনা। আমিনা, মা আমার! শুনতে পাচ্ছিস না? আমি ডাকছি রে, আমি ডাকছি।

গীতকণ্ঠে ফতে আলির প্রবেশ

ফতে আলি।— গীত

ডেকো না, আর ডেকো না।
তীর বেঁধা পাখী ঘুমায়ে পড়েছে,
আঁধার দেউলে দীপ নিভে গেছে,
আর তো জাগিবে না।

সুজা। [বুকফাটা আর্ত্তনাদে] আমিনা!

জোলেখা। বাবা! বাপজান!

পরীবানু। চুপ, চুপ! ঘুম ভেঙে যাবে মেয়ের আমার! আহা গো, কত কষ্ট পেয়েছে মা আমার? ঘুমোচ্ছে, ঘুমুক, ঘুমুক।

ফতে আলি।— **পূর্ব্বগীতাংশ**

কিশোর কুলে কে দিয়েছে লাজ,
রক্তরাঙা হেনেছে কে বাজ,
কবরের ডাকে ঐ চ'লে যায়
অভিমানে আনমনা॥

সুজা। ফতে আলি! দোস্ত!

ফতে আলি। জনাব!

সুজা। ও গান তুমি আর গেও না দোস্ত।

ফতে আলি। কি গান গাইব জনাব?

সুজা। পারো যদি, তাহ'লে দেশে দেশে গান গেয়ে মানুষকে এই কথাটাই বুঝিয়ে দিও দোস্ত, যে, মাটির দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় দুষমন হ'লো দৌলৎ ওর আউরং। বুঝিয়ে দিও যে, শাহেনশার ঘরে জন্ম নিয়ে শাহজাদা হওয়াটা খোদার আশীর্ব্বাদ নয় ফতে আলি, সেটা হ'লো খোদার দেওয়া সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সাজা আর অভিশাপ।

ফতে আলি। তাই হবে জনাব, তাই হবে। এবার আপনারা এগোন।

সুজা। এর পরেও এগোতে বলছো দোস্ত? আমার আমিনাকে এভাবে ফেলে রেখে এগোবো?

ফতে আলি। শাহজাদীর ভার আমি নিচ্ছি জনাব। [আমিনাকে তুলতে যায়]

পরীবানু। না না, ওকে ছুঁয়ো না, জাগিও না। ওকে ঘুমতে দাও।

উন্মাদিনীর মতন পরীবানু বাধা দিতে যায়। সুজা তাকে ধরে রাখে।

সুজা। খোদা! আর কতো সয়?

মীরজুমলা ও বক্তিয়ারের প্রবেশ

মীরজুমলা। সব সহ্য এবার খতমের পালা এসেছে শাহজাদা. আপনারা আমার বন্দী।

সুজা। বন্দী ?

বক্তিয়ার। হাঁ। এত হামলা, এত ধস্তাধস্তির পর এবার আপনারা আমার মেহেরবান মনিবের পীরিতের বন্দী।

জোলেখা। না। হাতে আমার এই ছোরাখানা থাকতে কারও সাধ্য নেই আমাদের বন্দী করে।

সুজা। থাক্ জোলেখা, থাক। মীরজুমলা, মেনে নিলাম তোমার বন্দিত্ব। আমাদের নিয়ে চলো। চলো পরীবানু।

পরীবানু। যাবো। কিন্তু আমার আমিনা ?

সুজা। হাঁ, আমিনা। আমিনার একটা ব্যবস্থা কর্‌তে হবে বৈকি। মীরজুমলা !

মীরজুমলা। হুকুম করুন শাহজাদা।

সুজা। এমন সময়েও আমাকে বিদ্রূপ ক'রো না মীরজুমলা। হুকুম নয়, আর্জি। আমি বাদশা শাজাহানের পুত্র শাহসুজা আজ তোমাকে আর্জি জানাচ্ছি, বন্দী করার আগে ক'টা মুহূর্ত্তের অবসর দেবে আমায় এই মরা মেয়েটাকে ঐখানে গোর দিয়ে আসার জন্যে ? বিশ্বাস করো মীরজুমলা, আমি পালাবো না। আমার বেগম আর মেয়ে জামিন রইলো। আমার এই শেষ আর্জিটুকু মঞ্জুর করবে না মীরজুমলা ?

মীরজুমলা। করবো বৈকি শাহজাদা। না করলে খোদ ঔরঙ্গজীবই হয়তো আমাকে ক্ষমা করবেন না। যান, শাহজাদীকে মাটি দিয়ে আসুন।

বক্তিয়ার। বেশক, বেশক। রুবাইয়ের পাঁঠাকেও তো কসাই শেষবারের মতন গুড়ছোলা খেতে দেয়।

সুজা। তোমাদের আর তোমাদের সেই হাজী বাদশা ঔরঙ্গজীবকে এইটুকু মেহেরবানির জন্যে লাখো শুক্রিয়া মীরজুমলা। [আমিনার দেহ তুলে নেয়] আমিনা, ওঠ মা, ওঠ। আর তোকে পথ চলার কষ্ট পেতে হবে না মা। এবার অনন্ত বিশ্রাম। বেটি আমার। মা আমার। নিভে গেল বেটী, আমার আঁধার ঘরের হাজার বাতির রওমশাল আজ একটা কাল বৈশাখীর ঝাপটায় নিভে গেল! কোথায় দিল্লী আগ্রার শাহীমহল, আর কোথায় এই আরাকানের জঙ্গল। জীবন্তে তোকে কিছু দিতে পারিনি মা হাত তুলে। তাই বুঝি আজ এমন ক'রে বাপের হাতে মাটি নিতে চাস্?

জোলেখা। বাপজান, অমন ক'রে ব'লো না বাপজান! সইতে পারছি না।

সুজা। তবু সইতে হবে বেটী। পরীবানু, পারছো না সইতে? পারবে কী ক'রে? তুমি তো পাষাণ বাপ নও, তুমি যে ওর মা। তুমি দেখো না বেগম, এদিকে দেখো না। ওদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও।

পরীবানু। না। আমি তোমারই বেগম। খুব পারবো সইতে। অন্ততঃ এই মানুষখেকো রাক্ষস দুটোর সামনে আমি কাঁদবো না।

সুজা। আমিও কাঁদবো না। খোদা, তুমি মেহেরবান, না মালিক! সাবাস্ মেহেরবানী তোমার! সাবাস্! ওকী! আঁধার আকাশে তারার চোখ দিয়ে কী দেখছো উপরওলা? দেখছো যে শাহসুজা কাঁদছে কিনা? না না, আমি কাঁদবো না। কাঁদাতে তুমি আমাকে পাবে না মেহেরবান, পারবে না।

[ফতে আলি সহ আমিনার মৃতদেহ নিয়ে প্রস্থান

জোলেখা। ওঃ, আমিনা,—

বক্তিয়ার। হুজুর!

মীরজুমলা। কী বক্তিয়ার?

বক্তিয়ার। কোরাণে নাকি লেখা আছে হুজুর, যে, চোখের সামনে কাউকে গোর দেওয়া হ'চ্ছে দেখতে পেলে সব মুসলমানকে সেই গোরে একমুঠো মাটি দিতে হয়।

মীরজুমলা। ওসব বাজে কথা।

বক্তিয়ার। তা কি আর বুঝি না হুজুর? তবে এতদিন আপনার তাঁবেদারী ক'রে বিস্তর সৎকর্ম্মের পুণ্যির ছাঁদা তো বেঁধেছি, আজ না হয় এক ছটাক পাপ চোখেই দেখা গেল। চলি হুজুর।

মীরজুমলা। বেওকুফ।

বক্তিয়ার। আজ্ঞে হাঁ। আশীর্বাদ করুন হুজুর, জন্ম জন্ম যেন আমি এমনি বেওকুফ হ'য়েই জন্মাই।

[প্রস্থান

মীরজুমলা। আপশোষ ক'রে কী করবে বলো পরীবানু? দুনিয়ার এমনিই হাল।

পরীবানু। শুধু তোমার মতন কুত্তাগুলোই ক'টা হাড়মাংসের লোভে আজন্ম অনেকের পিছনে ফেউ লেগে থাকে। কিন্তু একটা কথা আমার শুনে রাখো মীর খাঁ। ঔরঙ্গজীবের জল্লাদের হাতে আমি মরতে রাজি আছি, রাজি আছি আমি পাথরের কয়েদখানায় বন্দী থেকে শুকিয়ে কুঁকড়ে জান দিতে; তবু তোমার মনের আশা কোনদিন পূর্ণ হবে না— হবে না।

মীরজুমলা। যদি এই মুহূর্ত্তে পূর্ণ ক'রে নিই সেই আশা?

[পরীবানুর দিকে অগ্রসর হবার উপক্রম]

সহসা সুধর্ম্ম, ভুজঙ্গ ও আপাংএর প্রবেশ

ভুজঙ্গ। সাবধান খাঁসাহেব। আর এক পা এগোলে সেখানেই তোমার কবর সৃষ্টি হবে।

আপাং। পেয়েছি—এতক্ষণে পেয়েছি

মীরজুমলা। একি, আপনারা?

ভুজঙ্গ। এতে অবাক হবার কী আছে খাঁসাহেব? ভুলে যাচ্ছেন কেন যে, আপনি এখনও আরাকানের সীমার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছেন?

মীরজুমলা। তাতে কী হয়েছে?

সুধর্ম্ম। তাই আমার আশ্রিতকে লক্ষ্মীনারায়ণের মর্য্যাদায় আমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি দানবের কবল থেকে।

মীরজুমলা। মনে রাখবেন রাজাসাহেব, যে, তাতে আপনি আমার সঙ্গে চুক্তির খেলাপ ক'রে ধর্ম্মে পতিত হবেন।

সুধর্ম্ম। না মীরজুমলা, শাহজাদার সঙ্গে চুক্তির খেলাপ ক'রে যে মহাপাপ আমি করেছি, তার কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে। আসুন বেগম-সাহেবা, এসো জোলেখা।

জোলেখা। অর্থাৎ নেকড়ের থাবা থেকে মাথা বাঁচতে আবার আমরা মাথা গলাবো বাঘের গুহায়, এইতো?

সুধর্ম্ম। না জোলেখা, এবার তুমি আমার আরাকানে যাবে না, যাবে এই ছোটরাজার আশ্রয়ে। আর সেখানে তোমাদের দরবারে আমি দাঁড়াবো অপরাধী হ'য়ে। আমার বিচার ক'রে সাজা দিও তোমরা। আমি তা মাথা পেতে নেবো।

আপাং। ওরে বেটী, বুড়োর কথা শোন্ মা। মা হয়েছিস, আর

সন্তানের অপরাধ ক্ষমা করতে পারবি না? অভিমান করিস্‌নি মা। ফিরে চ।

পরীবানু। তার মানে—আরাকানের রাজা এখন ছোট রাজা?

ভুজঙ্গ। তোমাদের কাছে আমি ছোট-বড় কোনও রাজা নই বেগমসাহেবা। তোমার কাছে আমার একমাত্র পরিচয়—তুমি মা, আমি সন্তান, আর জোলেখা আমার ছোট বোন। এসো মা, সন্তানের কুটীরে পা দিয়ে তাকে ধন্য করতে এসো।

মীরজুমলা। খবর্দ্দার ছোটরাজা!

ভুজঙ্গ। ছোটরাজা নয় জল্লাদ, বলো রাজা। সেলাম বাজিয়ে কথা বলো বেতমিজ।

মীরজুমলা। তুমি রাজাই হও, আর যেই হও, মীর খাঁর হাতে হাতিয়ার থাকতে তার বন্দীকে তুমি ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। খবর্দ্দার! [অসি বার করে]

ভুজঙ্গ। হুঁসিয়ার।

[অসি বার করে ভুজঙ্গ ও সুধর্ম্ম]

আপাং। না না, তলোয়ার রাখ্ রাজা, তলোয়ার নোংরা করিসনি! কুকুর ঠ্যাঙাতে আমার এই লাঠিই পারবে। [লাঠি তোলে]

সুজার প্রবেশ

সুজা। না না, আর লড়াই নয়, নিরস্ত হোন রাজা! মীরজুমলার কাছে বন্দিত্ব আমরা মেনে নিয়েছি। আমি জবান দিয়েছি।

সুধর্ম্ম। কিন্তু, কেন শাহজাদা?

সুজা। কী লাভ আর লড়াই ক'রে? আমার আমিনাই যখন চ'লে গেল—

ভুজঙ্গ । আমিনা গেছে, জোলেখা আপনার আজো আছে শাহজাদা ।

আপাং । তুই নিজেও রয়েছিস্ ;

সুধর্ম্ম । বেগমসাহেবা রয়েছেন ।

সুজা হাঁ । এখনও রয়েছি আমরা তিনজন ।

ভুজঙ্গ । শাহজাদা ! আমি আরাকানের নতুন রাজা । আমি মিনতি করছি, ফিরে চলুন শাহজাদা । আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দিন ।

সুজা । আমরা না থাকলেও আপনাদের আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছি আমার কলিজার কলিজা আমিনাকে । আপনাদের জিজ্ঞাসা না ক'রেই একটা কসুর ক'রে ফেলেছি নতুন রাজা । আমার আমিনার জন্যে আপনাদের দেশের দুহাত মাটি দখল ক'রে ফেলেছি । আমার সেই কসুর মাফ ক'রে এটুকু জমীন আমাকে ভিক্ষা দিন নতুন রাজা ।

ভুজঙ্গ । ওখানে আমি তুলে দেবো শাহজাদা, মিনার গম্বুজে অপূর্ব্ব এক স্মৃতিসৌধ মিনা-মহল । তাজমহল দেখে লোকে ছুটে আসবে এই মিনা-মহলে চোখের জলে অঞ্জলি দিতে । কিন্তু আপনারা কেন থাকবেন না শাহজাদা ?

সুজা । আমরা রয়েছি এখনও তিনজন । এই তিনজনের জন্যেই আমাকে একবার দিল্লী যেতে হবে, দাঁড়াতে হবে ঔরঙ্গজীবের মুখোমুখি ।

সুধর্ম্ম । অতবড় ভুল করবেন না শাহজাদা । ঔরঙ্গজীবও তাই চায় ।

সুজা । আমিও চাই । আমি তাকে সামনাসামনি একবার জিজ্ঞাসা করবো যে, তার জ্যেষ্ঠ এই হতভাগ্য সুজা এমন কী অপরাধ করেছে যে, তার জন্যে সে পিতা শাজাহানের অতবড় বাদশাহীর মধ্যে মাত্র তিনখানা গ্রামও আমাকে ছেড়ে দিতে পারে না ? জিজ্ঞাসা করবো,

একই পিতার সন্তান হ'য়েও কেন থাকবে আজ আমাদের মধ্যে এমন আশমান-জমীন তফাৎ ? আর—আর—

ভুজঙ্গ। আর কী শাহজাদা ?

সুজা। যদি তাতেও সে আমাকে বাঁচতে দিতে না চায়, তাকে বলবো, গুপ্তঘাতকের সাহায্য না নিয়ে সে যেন নিজেই একখানা তলোয়ার নিয়ে আমার সঙ্গে লড়াইয়ে নামে। তারপর যা আছে নসীবে তাই হবে। এমন চোরের মতন পালিয়ে পালিয়ে আর আমি পারছি না রাজা। হয় আমরা বাঁচার মতন বাঁচবো, নয়তো মরবো।

মীরজুমলা। তাই হবে শাহজাদা। বাদশাকে আমি বলবো আপনার কথা। তিনি নিশ্চয় মঞ্জুর করবেন।

ভুজঙ্গ। তোমাকেও নিশ্চয়ই এই শিকার ধ'রে নিয়ে যাবার জন্যে বহোৎ বহোৎ ইনাম দেবেন বাদশা, না মীর খাঁ ?

মীরজুমলা। ইনামের পরোয়া আমি করি না রাজা। যার নিমক খেয়ে নৌকরী কবুল করেছি, তাঁর হুকুমে আমি জান দিতে পারি।

ভুজঙ্গ। সত্যি ? আচ্ছা ইমানদার খাঁসাহেব, সেই বাদশা ঔরঙ্গজীব যদি হুকুম করেন তোমার নিজের বেগম-বেটীকে তাঁর রঙমহলে তুলে দিতে হবে, পারবে দিতে ?

মীরজুমলা। [সরোষে] রাজা !

ভুজঙ্গ। [উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে] পারবে, পারবে, তা তুমি খুব পারবে খাঁসাহেব, হাসতে হাসতে পারবে ! হাঃ-হাঃ-হাঃ !

মীরজুমলা। খামোশ নতুন রাজা, খামোশ। হাসবার এতে কিছুই নেই ; মনে রাখবেন যে, বেগম-বেটীর ইজ্জৎ কারও চেয়ে কম নয়। আরও একটা কথা মনে রাখবেন নতুন রাজা। তখৎ বাপের নয়, দাপের। তাই আজ আপনার আর ঐ মগেদের দাপটের কাছে হার মেনে এই বড়

রাজা যেমন আপনার হাতে তখৎ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন, তেমনি দিল্লীর তখৎখানাও দারা-সুজা-মোরাদের হাত থেকে পিছলে গিয়ে পড়েছে ঔরঙ্গজীবের হাতে। সেটা আমার কসুর নয় নতুন রাজা, কসুর আর গাফিলতি এই শাহজাদাদের। এঁদের জন্যে আমি আফশোষ করতে পারি মাত্র, কিন্তু সিপাহশালার হিসেবে ঔরঙ্গজীবের হুকুম আমি মানতে বাধ্য।

সুজা। আর তর্কে দরকার নেই রাজা। আপনারা আমার সেলাম নিন। [সুজা, পরীবানু, জোলেখা সেলাম করে ভুজঙ্গ ও সুধর্ম্মকে] মীর খাঁ, তোমার বিরুদ্ধেও আজ আর আমার কোনও নালিশ নেই। আমি জানি যে সিপাহশালাররা বাদশার হুকুম মানতে বাধ্য, তা সেই বাদশা যেই হোক না কেন। তোমার প্রভুভক্তির আমি তারিফ করি মীর খাঁ!

মীরজুমলা। বহোৎ বহোৎ শুক্রিয়া। শাহজাদা, আমি অজেয় সিপাহশালার মীরজুমলা। হার আমি আজো মানিনি কারো কাছে। তবু ইজ্জতের আর দিলের লড়াইয়ে আপনি আমাকে হারিয়ে দিয়েছেন। তাই গ্রহণ করুণ শাহজাদা, আপনার পরম দুষমন এই মীর খাঁর লাখো সেলাম। [সেলাম করে]

সুজা। আপাং সর্দ্দার! তুমি কিছু বলছো না যে?

আপাং। কেন বল্‌বো? রাজার কথা রাখলি না। আমি বল্‌লে রাখবি নাকি যে বল্‌বো?

সুজা। ঐ না বলা কথার মধ্যেই অনেক কথা আমি শুনতে পেলাম দোস্ত। মরবার আগে পর্য্যন্ত তোমার কথা আমি ভুলবো না। পরীবানু! জোলেখা!

পরীবানু। আমি তৈরী শাহজাদা।

জোলেখা। [আপাংকে] আসি চাচা ?

আপাং। চল্‌লি বেটী ? সত্যি চল্‌লি এই বুড়োটাকে কাঁদিয়ে ? খুব মা হয়েছিস তোরা ! খুব—খুব— [হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে থাকে]

সুজা। চলো মীরজুমলা !

[মীরজুমলার সঙ্গে সুজা, পরীবানু ও জোলেখা চ'লে যায়। ভুজঙ্গ ক্রন্দনরত আপাংএর গায়ে হাত দিয়ে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। সুধর্ম্ম দুহাত যুক্ত ক'রে যেন ভগবানের কাছে সুজার জন্যে নিরাপত্তা কামনা করে]



প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে নূতন নূতন নাটক

যুগের দাবী শ্রীআনন্দময়ের সমস্যামূলক নাটক। জনতা অপেরায় অভিনীত। নানা কুসংস্কারে জর্জরিত সমাজজীবনের একটি চিত্র। হাস্যরস ও করুণ রসের অপূর্ব্ব সমন্বয়। জমিদার মৃগেন্দ্ররায়ের চক্রান্তে পুত্র বসুদেবের বিয়ে ভেঙ্গে গেল। স্বামী পরিত্যক্তা ভারতীর জীবনধারণের জন্য কঠোর দারিদ্র বরণ। মানুষকে ঠকালে নিজেকে ঠকতে হয়। ভারতীকে শাস্তি দিতে জমিদারের ষড়যন্ত্রে নিজের পৌত্রের বলিদান হয়ে গেল। এক-মাত্র পুত্র হারিয়ে বসুদেব পাগল হয়ে গেল। যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে একমাত্র শিক্ষামূলক নাটক এই **"যুগের দাবী"**। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

মধুমতী নট-নাট্যকার শ্রীবিজয়কুমার ঘোষ রচিত ও প্রতিশ্রী নাট্য শিল্প-মঞ্চে অভিনীত। একখানি চিঠিকে কেন্দ্র ক'রে সংসারে কি আগুন জ্ব'লে ওঠে, তারই মর্ম্মান্তিক ছবি এই নাটক। এতে দেখতে পাবেন - নরেন্দ্রনারায়ণের কূট চক্রান্তে দেবতা কেমন ক'রে পশুতে পরিণত হ'লো? সেই পশুর খড়্গাঘাতে আত্মবলি দিল বিধাতার বিড়ম্বিত ধনীর অবজ্ঞেয় পঙ্গু অথর্ব্ব "শেখর"। মুর্শিদকুলীখাঁর অত্যাচারের অন্তরালে কি ছিল তার কাম্য? সেই কামনার পূজায় গরীবের ছেলে সুজাউদ্দীন ঢেলে দিল তার অন্তরের সেবা--সেবার পুরস্কারে পেল নবাব-নন্দিনী জিন্নাৎ-উন্নিসাকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে, আহ্বান করল ভবিষ্যৎ বাংলার নবাবী মসনদ। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

রক্তে রাঙা মাটি শ্রীকানাইলালনাথ প্রণীত রক্তাক্ষরা ঐতিহাসিক নাটক। সুপ্রসিদ্ধ নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় সগৌরবে অভিনীত। স্বার্থান্বেষী বিশালদেব ও কম্মর খাঁর মিথ্যা অভিযোগ বিশ্বাস ক'রে পাঠান তহশিলদার বক্তার খাঁ তহশিলদারি তক্ত্ কায়েম রাখতে রক্তে রাঙিয়ে দিতে চাইলেন রাঘবপুরের শ্যামল মাটি। কিন্তু দেশ বা জাতির স্বার্থে মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়ালেন রাঘবপুরের রাজা রাঘবানন্দ রায়। ছুটে এল দেশের ছেলে বকাতুল্লা। বুকের রক্ত ঢেলে দিলে বালক সমর রায়, বীর অমরসিংহ, প্রভুভক্ত ভৃত্য গংগারাম। আর নীতির মর্য্যাদায়, ধর্ম্মের ইঙ্গিতে ভাই বক্তার খাঁর অবিচারে বাধা দিতে কবরের নীচে গেলেন রমজান খাঁ। বাগদত্তা বিশ্বাসঘাতক স্বামীর জীবনসংগিনী না হ'য়ে, মরণ-সংগিনী হ'লো রাজকুমারী লক্ষ্মীপ্রিয়া। চমকপ্রদ নাটক। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—